



RESILIENT HOMESTEAD AND LIVELIHOOD SUPPORT TO THE VULNERABLE COASTAL PEOPLE OF BANGLADESH (RHL) PROJECT

এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
আগস্ট ২০২৫

RHL প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন

উপদেশক:

ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ

ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান

সম্পাদক:

মোঃ আবু নাসির খান

এ. এস. এম. ইমরুল কায়েস

প্রকাশক:

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, পিকেএসএফ

অর্থায়নে:

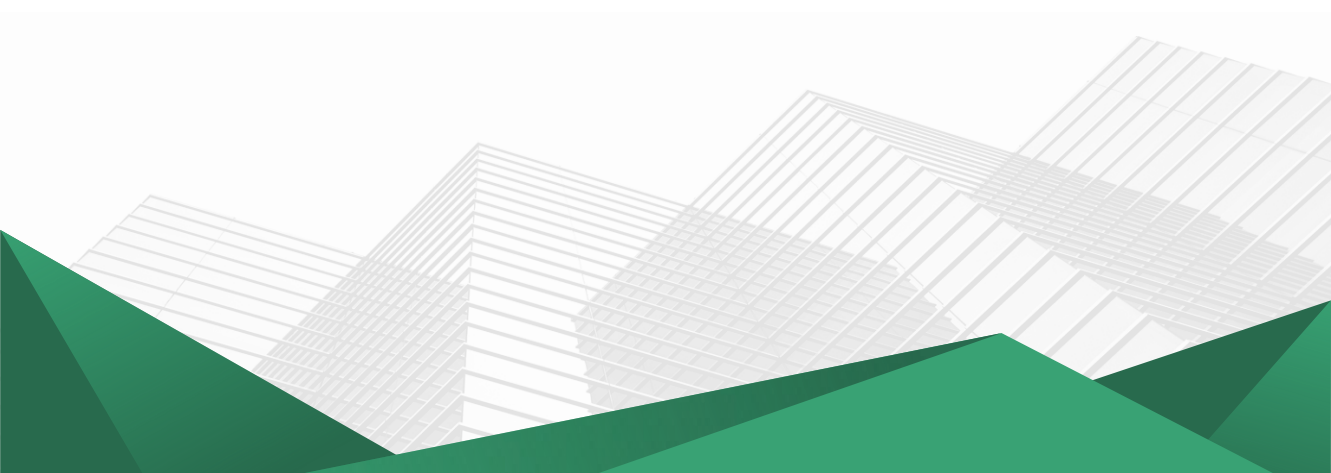
গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)

প্রকাশকাল:

আগস্ট ২০২৫

মুদ্রণে:

ফার্নাডেল



মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, নিম্ন উচ্চতা, এবং ঘনবসতির কারণে দেশটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় যেমন: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা ও লবণাক্ততা প্রভৃতি দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। উপকূলীয় অঞ্চল, যা ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা বরাবর ১৯টি জেলা নিয়ে গঠিত, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে তীব্র প্রভাবের মুখে রয়েছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের, প্রান্তিক কৃষক, মৎস্যজীবী বা চিংড়ি চাষের সাথে জড়িত, যাদের ঘরবাড়ি ও জীবিকা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারা প্রতি বছর আয়ের একটি বড় অংশ ঘরবাড়ি মেরামত ও জীবিকা পুনর্গঠনে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। আইপিসিসি'র ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন (AR6) অনুযায়ী, ২১০০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.৪৪ থেকে ০.৭৬ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনুমান করা হয়েছে যে, মাত্র ৪৫ সেন্টিমিটার সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পেলেও দেশের ১০-১৫ শতাংশ ভূমি প্লাবিত হতে পারে, এবং উপকূলীয় অঞ্চল থেকে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। এতে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই বসতি, নিরাপদ পানি, ও জলবায়ু সহনশীল জীবিকার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে গেছে।

এ প্রেক্ষাপটে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) এর সহায়তায় “Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)” প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি সাতটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জেলা: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা ও কক্সবাজারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহনশীল বসতবাড়ি ও জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই ও অভিযোজিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা। এর পাশাপাশি, স্থানীয় জনগণ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, লবণাক্ততা-সহনশীল কাঁকড়া চাষ, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালন এবং বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রম সরাসরি প্রায় ৩.৬২ লক্ষাধিক মানুষকে উপকৃত করবে। GCF-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) নীতিমালার আলোকে, RHL প্রকল্পটি ‘Category B’-এর আওতাভুক্ত, যা নির্দেশ করে যে প্রকল্পের কার্যক্রমে মাঝারি মাত্রার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এসব প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের টেকসই বাস্তবায়নের স্বার্থে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিবেশের প্রভাব প্রশমন ও মনিটরিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ, নীতিমালা ও বিধিমালা এবং GCF-এর পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর নির্দেশনা অনুসারে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিত করা, তা প্রশমিত করা এবং টেকসই উন্নয়নের ধারাকে আরও শক্তিশালী করা। এই গাইডলাইনটি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও অংশীদারদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে, যাতে উপকূলীয় জনগণের জন্য একটি নিরাপদ, টেকসই এবং জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যায়।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের পরিচিতি

১.০। প্রারম্ভিক আলোচনা	০১
১.১। এক নজরে RHL প্রকল্প	০২
১.৩। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা	০৩
১.৪। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা-এর গুরুত্ব	০৩
১.৫। কেন পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন	০৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও প্রকল্পের শ্রেণিকরণ

২.১। পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৪-০৭
২.২। RHL প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ এবং শ্রেণিকরণ	০৮-১২
২.৩। RHL প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	১২-১৬

তৃতীয় অধ্যায়: RHL প্রকল্পের কার্যক্রমভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা

৩.১। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ	১৭-২৮
৩.২। ছাগল/ভেড়া পালনে মাচা নির্মাণ	২৯-৩২
৩.৩। কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন	৩২-৩৭
৩.৪। কাঁকড়া নার্সারদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা	৩৭-৪০
৩.৫। কাঁকড়া চাষীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা	৪১-৪৪
৩.৬। বসতবাড়িতে সবজি চাষ	৪৪-৪৬
৩.৭। বসতবাড়িতে বনায়ন	৪৬-৪৮
৩.৮। বর্জ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৪৯-৫২

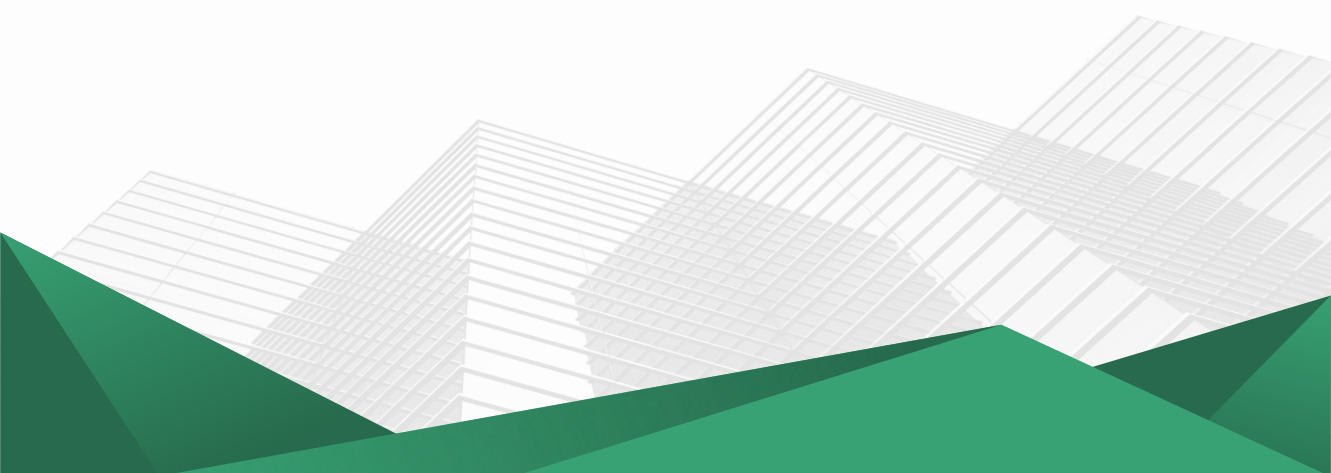
চতুর্থ অধ্যায়: সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM)

৪.১। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিকল্পনা	৫৩-৫৬
৪.২। লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি (SEAH) প্রতিকার পরিকল্পনা	৫৭-৫৮
৪.৩। ষ্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা (SEP)	৫৮-৫৯
৪.৪। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM)	৬০-৬২

সূচীপত্র

পঞ্চম অধ্যায়: প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

৫.১। প্রশিক্ষণ	৬৩
৫.২। পরিবেশ দূষণ, প্রভাব ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা	৬৩-৬৫
৫.৩। শ্রম, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশিকা	৬৫-৬৭
৫.৪। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	৬৭-৬৮
৫.৫। দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬৮-৬৯
৫.৬। RHL-প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ	৬৯-৭০
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট-০১: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন চেকলিষ্ট	৭১-৭৫
পরিশিষ্ট-০২: সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবসমূহ	৭৬-৭৭
পরিশিষ্ট-০৩: অভিযোগ নিবন্ধন ও নিষ্পত্তি ফরম	৭৮
পরিশিষ্ট-০৪: অভিযোগ নিষ্পত্তি রেজিস্ট্রার	৭৯
পরিশিষ্ট-০৫: মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) ফরম	৮০-৮২
পরিশিষ্ট-০৬: নিষিদ্ধ রাসায়নিকের তালিকা	৮৩-৮৮



সংক্ষিপ্তরূপ

RHL	Resilient Homestead and Livelihood support to the vulnerable coastal people of Bangladesh Project
CCAG	Climate Change Adaptation Group (জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল)
ESMF	Environmental and Social Management Framework (পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো)
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment (পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন)
ESAP	Environmental and Social Action Plan (পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা)
ESMP	Environmental and Social Management Plan (পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা)
ESS	Environmental and Social Safeguards (পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা / মানদণ্ড)
FPIC	Free, Prior, Informed Consent (মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি)
GCF	Green Climate Fund (গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড)
GoB	Government of Bangladesh (বাংলাদেশ সরকার)
TPP	Tribal People Plan (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা)
KII	Key Informant Interview (মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার)
IE	Implementing Entity (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)
PKSF	Palli Karma-Sahayak Foundation (পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন)
UNDP	United Nation Development Program (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি)
BMD	Bangladesh Meteorological Department (বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)
SOD	Standing Orders on Disaster (দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ)
CPP	Cyclone Preparedness Programme (ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি)
PRA	Participatory Rural Appraisal (অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন)
PMU	Project Management Unit (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট)
RWHS	Rain Water Harvesting System (বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা)
SEAH	Sexual Exploitations, Abuse and Harassment (যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি)
GRM	Grievance Redress Mechanism (অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা)
LGR	Local Grievance Redress (স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার)
CGR	Central Grievance Redress (কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার)
PPE	Personal Protective Equipment (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম)
SEP	Stakeholder Engagement Plan (স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা)
IEE	Initial Environmental Examination (প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা)
OHS	Occupational Health and Safety (পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা)

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের পরিচিতি

১.০। প্রারম্ভিক আলোচনা:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), Green Climate Fund (GCF) এর Direct Access Entity (DAE) হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অভিযোজন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে GCF-এর আর্থিক সহযোগিতায় “Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)” প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৪৯.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে GCF-এর অনুদান ৪২.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ-এর সহ-অর্থায়ন (ঋণ) ৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, দুর্যোগ প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে RHL প্রকল্পটি বাংলাদেশের সাতটি উপকূলীয় জেলা- খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা ও কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে তিন লক্ষ বাষাট্টি হাজার চারশত পঁচাত্তর জন (৩৬২,৪৭৫) এবং পরোক্ষভাবে সাত লক্ষ সত্তর হাজার পঞ্চাশ জন (৭৭০,০৫০) মানুষ উপকৃত হবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহনশীল বসতবাড়ি এবং জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর অভিযোজন দক্ষতা ও জীবন-মান উন্নয়নে কাজ করবে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে- দুর্যোগ সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ, বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপন, ছাগল/ভেড়া পালনে মাচা নির্মাণ, বসতবাড়ি এলাকায় লবণাক্ত সহনশীল সবজি চাষ, কাঁকড়া হ্যাচারি, নার্সারী ও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে এবং 'জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি)' এর সহায়তায় এসব প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজস্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। GCF-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) নীতিমালার আলোকে, RHL প্রকল্পটি 'Category B'-এর আওতাভুক্ত, যা নির্দেশ করে যে প্রকল্পের কার্যক্রমে মাঝারি মাত্রার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এসব প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের টেকসই বাস্তবায়নের স্বার্থে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিবেশের প্রভাব প্রশমন ও মনিটরিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ, নীতিমালা ও বিধিমালা এবং GCF-এর পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর নির্দেশনা অনুসারে গাইডলাইনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.১। এক নজরে RHL প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম:

Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) Project

সংক্ষেপে:

আরএইচএল (RHL) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাঁদের জন্য টেকসই ও বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- (১) জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বাড়ি নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও বসতভিটা উচ্চকরণ
- (২) কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারি স্থাপন এবং জলবায়ু সহনশীল কাঁকড়া চাষ
- (৩) মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন
- (৪) লবণাক্ততা সহনশীল সবজি চাষ (বাড়ির আঙিনায়)
- (৫) বসতবাড়ির আঙিনা ও স্থানীয় পর্যায়ে বৃক্ষরোপন

প্রকল্পের অর্থায়নকারী সংস্থার নাম:

Green Climate Fund (GCF)

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা:

উপকূলীয় ৭টি জেলায় মোট ১৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন

প্রকল্পের মেয়াদ :

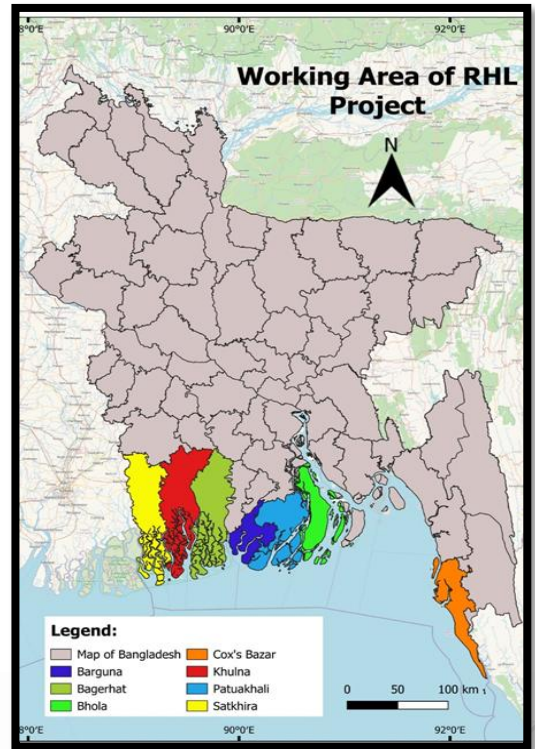
৫ বছর (১৭ আগস্ট ২০২৩ - ১৬ আগস্ট ২০২৮)

প্রকল্পের মোট বাজেট:

৫৫০ কোটি টাকা (৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার)

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা:

সরাসরি উপকারভোগীর সংখ্যা তিন লক্ষ
বাষট্টি হাজার চারশত পঁচাত্তর জন (৩৬২,৪৭৫)



১.৩। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা:

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো প্রকল্প বা কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ পূর্বনির্ধারিতভাবে চিহ্নিত, মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশমিত, হ্রাস বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যাতে প্রকল্পের টেকসই বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অধিকারের সুরক্ষা বজায় থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক বিভিন্ন দিক বিবেচনা করা হয়। এটি শুধুমাত্র প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব কমানোর জন্য নয় বরং ইতিবাচক সামাজিক ও পরিবেশগত সুযোগ সৃষ্টি করতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১.৪। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা-এর গুরুত্ব:

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের অপরিহার্য অংশ, যার মাধ্যমে সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহ আগামভাবে চিহ্নিত, বিশ্লেষণ এবং প্রশমিত করা হয়। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব জীবনের গুণগতমান বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্প কার্যক্রম যেন পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অধিকার, নিরাপত্তা ও জীবিকার ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করা। সঠিকভাবে প্রণীত পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রকল্পকে টেকসইভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে এবং প্রকল্পের প্রতি স্থানীয় জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা যেমন: বিশ্বব্যাংক (World Bank), গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF), এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) তাদের অর্থায়নে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বাধ্যতামূলক করে, যাতে প্রকল্পগুলোর প্রভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিবেশবান্ধব ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। তদুপরি, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা স্থানীয় ও জাতীয় আইনি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এজন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কেবল একটি নীতিগত শর্ত নয়, বরং একটি দায়িত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তি।

১.৫। কেন পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন:

- প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ আগাম চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- ঝুঁকি শ্রেণিবিন্যাস, নিরসন ও প্রশমনের কার্যকর পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
- অংশীজনদের আস্থা অর্জন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM) এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।
- আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিবেশগত নীতিমালা অনুসরণে সহায়ক হওয়া।
- প্রকল্পের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও প্রকল্পের শ্রেণিকরণ

২.১. পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের টেকসই বিকাশের জন্য এর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের টেকসহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Environmental and Social Management Framework - ESMF) প্রস্তুত করেছে। এ কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ করা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনে যথাযথ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডসমূহের ফলাফলের টেকসহিতা নিশ্চিত করা। পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন যেমন-‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০)’, ‘পরিবেশের সংরক্ষণ বিধিমালা-২০২৩’, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১; ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১; বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২; পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬; বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭; জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮; শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬; পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০; বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ইত্যাদি অনুসরণের সাথে সাথে বিশ্ববাংকের ও GCF-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে RHL-প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কাঠামোর উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প কার্যক্রমের সময় সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের টেকসহিতা নিশ্চিত করা। এ কাঠামোতে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত ১০ টি প্রতিপালনীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো:

১. পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা;
২. শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা;
৩. কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা;
৪. জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা;
৫. ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন;
৬. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা;
৭. উপজাতি বা স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ;
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ;
৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
১০. স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তকরণ ও তথ্য প্রকাশ।

উল্লিখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করলে যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ টেকসই হবে বলে আশা করা যায়। তবে সকল কর্মকাণ্ডের জন্য এ ১০টি বিষয় আবশ্যিক নয়। কর্মকাণ্ডের ধরন অনুযায়ী প্রতিপালনীয় এ বিষয়গুলো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার ক্ষেত্রে ১নং বিষয়টি সকল কর্মকাণ্ডের জন্যই আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও পিকেএসএফ পর্যায়ে ১নং, ২নং এবং ১০নং বিষয়সমূহ আবশ্যিক করা হয়েছে। ৩নং বিষয় থেকে ৯নং বিষয় পর্যন্ত প্রতিপালনীয়সমূহ মূলত ১নং বিষয়ের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। এছাড়া, কর্মকাণ্ডের ধরন, পরিমাণ ও ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে প্রতিপালনীয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়।

সরকারের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) নীতিমালার সাথে GCF এবং পিকেএসএফ-এর নীতি এবং মানদণ্ডের মধ্যে সীমিত পার্থক্য রয়েছে। পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) নীতিমালা GCF-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। GCF-এর নীতিমালায় বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যা পিকেএসএফ-এর নীতিমালায় সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি যেমন: যৌন নির্যাতন, হয়রানী ও নিপীড়ন (SEAH), জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। তবে, পিকেএসএফ-এর নীতিমালার ESS-১ (পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা), ESS-২ (শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা) এবং ESS-৩ (কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা) -এ এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রতিপালনীয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত চাহিদাসমূহ পূরণ করা বাঞ্ছনীয়:

ছক-১: পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রতিপালনীয়সমূহ

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	চাহিদাসমূহ	প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
১। পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা ও সুবিধা সমূহ চিহ্নিতকরণ, কর্মকাণ্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকরণ, ঝুঁকি ও অভিঘাত চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি ও অভিঘাত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত।	RHL প্রকল্পের সকল কার্যক্রম (যেমন- দুর্যোগ সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ, বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপন, ছাগল/ভেড়া পালনে মাচা নির্মাণ, বসতবাড়ি এলাকায় লবণাক্ত সহনশীল সবজি চাষ, কাঁকড়া হ্যাচারি, নার্সারী ও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ) এর সাথে বিষয়গুলি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	চাহিদাসমূহ	প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
২। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা	শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রদান, শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, বৈষম্যরোধ ও সম-অধিকার নিশ্চিত করা, নারী-পুরুষের সম-শ্রমমূল্য নিশ্চিত করা, শিশুশ্রম ও বলপূর্বক শ্রম রোধ করা।	RHL প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও সুরক্ষায় কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পটি সরাসরি স্থানীয় এবং চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের নিয়োগ করবে।
৩। কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক ও ক্ষতিকর দূষণ ব্যবস্থাপনা, ঐতিহাসিক নির্গমন ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিকভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	প্রাসঙ্গিক এবং বর্জ্য ও দূষণ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে।
৪। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	জন-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সকলের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা, ট্রাফিক ও সড়ক নিরাপত্তা ইত্যাদি।	কর্ম-জনিত ঝুঁকি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্থাৎ বায়ু-পানি-মাটি প্রভৃতি দূষণ জনিত কারণে, আবর্জনা অব্যবস্থাপনা করা হলে, ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ব্যবহার করা হলে প্রয়োজ্য হবে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন	ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ।	প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য কোনোরূপ ভূমি অধিগ্রহণ বা পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে না।
৬। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা	জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, প্রাণীকূলের টেকসই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।	প্রাসঙ্গিক এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা রয়েছে।

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	চাহিদাসমূহ	প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
৭। উপ-জাতি বা স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩/ক ধারা অনুসারে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদি কোন উপ-জাতি বা আদি নৃ-গোষ্ঠী কর্ম এলাকায় থাকে তবে তাদের অধিকার, সংস্কৃতি ইত্যাদি যেন কর্মকাণ্ডের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটি নিশ্চিত করা, কাজ শুরুর পূর্বেই তাদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা ইত্যাদি।	নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় নগণ্য সংখ্যক জাতিগত সংখ্যালঘুদের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বিষয়ে অবহিতকরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) এবং উপ-জাতি/স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি জীবিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর পেশা, সামাজিক ও ঐতিহ্যের ওপরে আঘাত আসে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার এবং উপজাতি/ নৃগোষ্ঠী সহায়ক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ	কর্ম এলাকায় যদি কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন থাকে তাহলে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।	প্রকল্প বাস্তবায়নের এলাকায় কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকায় সেগুলোর উপর প্রকল্পের কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই।
৯। আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	এটি শুধুমাত্র পিকেএসএফ এর জন্য প্রযোজ্য।	-
১০। স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তথ্য প্রকাশ	প্রকল্পের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জন্য স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ। এখানে স্টেকহোল্ডার বলতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী, প্রকল্প এলাকার অন্যান্য জনগোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে বুঝানো হয়েছে।	প্রকল্পটি একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (SEP) তৈরি করেছে যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করে এবং প্রকল্পে তাদের চাহিদা এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে, যার মধ্যে একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.২। RHL প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ এবং শ্রেণিকরণ:

যে কোনো প্রকল্প বা উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ‘পরিবেশগত ও সামাজিক পরীক্ষা’ একটি বাধ্যতামূলক ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। পরিবেশগত ও সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশমন/প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রকল্প নকশা প্রণয়নের পূর্বেই প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতি কমানো এবং পরিবেশগত ও সামাজিক সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

এটি প্রকল্প বা উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করে এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ স্থানীয় জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়।

পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর চাহিদা পূরণে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত সকল প্রকল্প ও কর্মকান্ডসমূহের পরিবেশগত ও সামাজিক শ্রেণিকরণ করা আবশ্যিক। এই শ্রেণিকরণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত কর্মকান্ড বা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাতের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকান্ডকে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: শ্রেণি ‘ক’ বা ‘A’, শ্রেণি ‘খ’ বা ‘B’ এবং শ্রেণি ‘গ’ বা ‘C’। ‘ক’ বা ‘A’ শ্রেণির কর্মকান্ড হলো এমন সকল কর্মকান্ড যার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং অনেক ক্ষেত্রে তা নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে থাকে না। যেমন: কোন বসতি এলাকায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন, বৃহদাকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বৃহদাকার সেতু বা বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি। এ ধরনের কর্মকান্ডের পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ‘খ’ বা ‘B’ শ্রেণির কর্মকান্ড বা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম এবং সহজেই ব্যবস্থাপনা করা যায়। যেমন: ছোট ছোট নির্মাণ কাজ, গবাদিপশু পালন, তীত শিল্প ইত্যাদি। ‘গ’ বা ‘C’ শ্রেণির কর্মকান্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নেই বা থাকলেও অতি সামান্য। যেমন: প্রশিক্ষণ, কৃষিকাজ, বৃক্ষরোপন, পুকুর পুনঃখনন, খাল পুনঃখনন ইত্যাদি।

RHL প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ এবং শ্রেণিকরণে পিকেএসএফ তার নিরীক্ষা কার্যক্রমে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর নির্ভর করেনি, বরং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মিলিতভাবে প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত ঝুঁকি ও সম্ভাবনার মূল্যায়ন করেছে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে RHL প্রকল্পের শ্রেণিকরণ নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ছক-২: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য চেকলিস্ট

বর্জনীয় মানদণ্ড (Exclusion Criteria)	হ্যাঁ	না	ব্যাখ্যা
কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের জন্য কি এমন কোন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হয়, যার জন্য অতিরিক্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	প্রকল্পটিতে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে না কারণ কার্যক্রমগুলি পরিচিত এবং এর প্রভাবগুলিও পিকেএসএফ-এর কাছে পরিচিত।
কার্যক্রমগুলি কি আন্তঃদেশীয় নদী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	কার্যক্রমগুলি আন্তঃসীমান্ত নদীর নিম্নাঞ্চলে বাস্তবায়িত হবে এবং নদীর উপর কোনও বাঁধ বা সেতু নির্মাণ করা হবে না, অর্থাৎ নদীর উপর কোনও প্রভাব পড়বে না।
কর্মকান্ডগুলি কি শ্রমিকদের কর্ম-পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে অথবা নারী, শিশুশ্রমিক সহ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীর শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করবে?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	প্রকল্পটিতে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য ঘর এবং হ্যাচারি অবকাঠামোর মতো ছোট নির্মাণ কাজ থাকবে। এই কাজে কোনও শিশু বা ঝুঁকিপূর্ণ নারীকে নিযুক্ত করা হবে না। প্রকল্পটিতে জোরপূর্বক শ্রমের প্রয়োজন হবে না।
কার্যক্রমগুলি কি সম্ভাব্যভাবে কীটনাশক সহ বিপজ্জনক বর্জ্য এবং দূষণকারী পদার্থ তৈরি করবে এবং জমি দূষিত করবে যার জন্য ব্যবস্থাপনা, হাসকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ এবং দেশীয় এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মান ও নীতি মেনে চলার উপর আরও গবেষণার প্রয়োজন হবে?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	প্রকল্পটি কীকড়া হ্যাচারি এবং কীকড়া চাষকে উৎসাহিত করবে। তাই, হ্যাচারি এবং কীকড়া চাষের জন্য ব্যবহৃত পুকুরের চারপাশে মাটি এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি হওয়ার সীমিত সম্ভাবনা আছে।
কার্যক্রমগুলিতে কি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো (যেমন বাঁধ, জলাধার, উপকূলীয় এবং নদীর তীরের অবকাঠামো) নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসন জড়িত থাকবে যার জন্য আরও প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন, সুরক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন হবে?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	প্রকল্পটিতে কীকড়া হ্যাচারি, দুর্যোগ সহনশীল বসতবাড়ি, ছাগল/ভেড়ার জন্য মাচা ঘর ইত্যাদির মতো ছোট আকারের নির্মাণ কার্যক্রম থাকবে। তবে প্রকল্পটিতে বাঁধ, উপকূলীয় অবকাঠামো ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর প্রয়োজন হবে না। তাই, কার্যক্রমগুলির জন্য আরও প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন এবং সুরক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন হবে না।

বর্জনীয় মানদণ্ড (Exclusion Criteria)	হ্যাঁ	না	ব্যাখ্যা
প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলিতে কি পুনর্বাসন এবং দখল, ভূমি অধিগ্রহণ এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	প্রকল্পটিতে পুনর্বাসন এবং উচ্ছেদ, জমি অধিগ্রহণ এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এমন কোনও কার্যক্রম প্রস্তাব করা হবে না। তাছাড়া, কোনও অস্থায়ী স্থানচ্যুতির সমস্যাও নেই। ঘরগুলিতে বিকল্প কক্ষ থাকায় পরিবারগুলো একই ঘরে বাস করবে। কক্ষগুলি একের পর এক নির্মিত হবে। সুতরাং, পরিবারকে নির্মাণকালীন সময়ে কেবল এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে স্থানান্তর করতে হবে।
কার্যক্রমগুলি কি সংরক্ষিত এলাকা এবং পরিবেশগত তাৎপর্যপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল, গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এলাকা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংরক্ষিত স্থান?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	প্রকল্পটি বিদ্যমান বসতি এবং কৃষিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে।
কার্যক্রমগুলি কি উপজাতি/ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলবে, যাদের জন্য মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন হবে?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	প্রকল্প এলাকায় নগণ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের জন্য মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে।
কর্মকান্ডগুলি কি কোন প্রত্নতাত্ত্বিক, পুরাকীর্তি, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় উপসানালয় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবস্থান আছে এমন এলাকায় বাস্তবায়িত হবে?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	প্রকল্প এলাকায় কোন প্রত্নতাত্ত্বিক, পুরাকীর্তি, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় উপসানালয় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবস্থান নেই।

বর্জনীয় মানদণ্ড (Exclusion Criteria)	হ্যাঁ	না	ব্যাখ্যা
কার্যক্রমগুলি কি মানবাধিকারকে প্রভাবিত করবে যার জন্য আরও যথাযথ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	এই কার্যক্রমগুলি মানবাধিকারকে প্রভাবিত করবে না কারণ এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে নির্বাচিত করা হয়েছে। এছাড়াও, জমি সম্পর্কিত কোনও বিরোধ এড়াতে উপকারভোগীদের নিজস্ব জমিতে কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।
কার্যক্রমগুলির দ্বারা কি যৌন নির্যাতন, হয়রানী ও নিপীড়ন (SEAH) ঘটান সম্ভাবনা আছে, যেখানে অধ্যয়ন এবং যথাযথ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	কার্যক্রমগুলির মধ্যে বসতবাড়ি নির্মাণ, কাঁকড়ার খামার এবং কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণে নারী শ্রমিক জড়িত হতে পারে। সুতরাং, তারা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় বা স্থানীয় অন্যান্য মানুষ বা সহকর্মীদের সাথে সহাবস্থান করতে হতে পারে, যার ফলে যৌন নির্যাতন, হয়রানী ও নিপীড়ন (SEAH) ঘটান সম্ভাবনা আছে। তবে, যেহেতু বহিরাগত কর্মীরা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকবেন না, তাই যৌন নির্যাতন, হয়রানী ও নিপীড়নের সম্ভাবনা খুবই সীমিত।
এই কার্যক্রমগুলি কি লিঙ্গ বৈষম্যকে উৎসাহিত করার সম্ভাবনা আছে?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	পুরুষ কর্মীদের তুলনায় নারী কর্মীদের কম মজুরি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রকল্পের প্রকৃতির কারণে মজুরি বৈষম্যের সম্ভাবনা সীমিত। কারণ প্রকল্পটিতে বেশিরভাগ সম্প্রদায়ের নারী সদস্যদের জড়িত করা হবে, যারা মজুরির হার, ঠিকাদারদের সাথে দর কষাকষি ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুরুষ ও নারী কর্মীদের সমান মজুরি নিশ্চিত করার জন্য পিকেএসএফ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার জনবল ব্যবস্থাপনা নীতি প্রযোজ্য হবে।

RHL প্রকল্পের উপরোক্ত স্কিনিংয়ে দেখা গেছে যে প্রকল্পটির কিছু প্রভাব পড়বে যার জন্য কিছু প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করবে যেখানে পানি শোধনাগারের সুবিধা প্রয়োজন হবে। শ্রমিকদের সুরক্ষায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) যেমন: মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে হতে পারে। ধুলো কমানোর জন্য নির্মাণ কার্যক্রমে পানি-স্প্রে ইত্যাদির প্রয়োজন হবে।

GCF ও পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) নীতিমালা অনুযায়ী RHL প্রকল্পটি "ক্যাটাগরি বি"-এর অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ হলো প্রকল্প কার্যক্রমে সীমিত বা মাঝারি মাত্রার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশমিত ও ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।

২.৩। RHL প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা:

RHL প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী যেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষম হয়, সে লক্ষ্যেই এই কাঠামোর মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রম, সিসিএজি গঠন ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ ও সামাজিক পরিকল্পনা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এতে প্রকল্প কার্যক্রমের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকার পাশাপাশি সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ছক ৩: প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা	বাজেট	দায়িত্ব	ঝুঁকির পর্যায়
পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি	হ্যাচারিগুলি ডি-ক্লোরিনেশন সুবিধা সহ নকশা প্রণয়ন করা হবে।	হ্যাচারি নির্মাণ কর্মকান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট বাজেট	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	মাঝারি
হ্যাচারি স্থাপনের কারণে কৃষি/উৎপাদনশীল জমির ক্ষতি	হ্যাচারি স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে লবণাক্ত প্রবণ জমি বেছে নেওয়া হবে। কোনও কৃষি/উৎপাদনশীল জমি ব্যবহার করা হবে না। হ্যাচারি প্ল্যান্ট স্থাপন এবং মাটি সংগ্রহের জন্য কেবল অনুর্বর ও পতিত জমি, আশেপাশের খাল এবং পুকুর খননের মাটি বিবেচনা করা হবে।	প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	নিম্ন

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা	বাজেট	দায়িত্ব	ঝুঁকির পর্যায়
মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি	ইতিমধ্যেই লবণাক্ত প্রবণ জমিতে কাঁকড়া চাষ এবং হ্যাচারি পরিচালনা করা হবে।	প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	মাঝারি
বসতবাড়ি এলাকায় ঘাস, লতাগুল্ম এবং ভেষজ উদ্ভিদের ক্ষতি	উঁচু ভিটাগুলোতে বৃক্ষরোপণ এবং সবজি চাষ নিশ্চিত করা হবে।	বসতভিটায় বৃক্ষরোপণ/ সবজি চাষ কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট বাজেট	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	নিম্ন
প্রকল্পটিতে ছোটখাটো নির্মাণ কার্যক্রম থাকায় শ্রমিকরা আহত হতে পারেন	পিকেএসএফ পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে। এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। শ্রমিক স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করা হবে বিধায় অস্থায়ী কোন ক্যাম্পের প্রয়োজন হবেনা। শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স, হাতের গ্লাভস, টুপি এবং গামবুট সরবরাহ করা হবে।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত ঠিকাদার ব্যবস্থা করবেন।	ঠিকাদার, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	নিম্ন
কাঁকড়া ধরার ক্ষেত্রে মৃত্যু এবং আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস	হ্যাচারিতে উৎপাদিত ক্রাবলেটের উপকারিতা এবং প্রাকৃতিক কাঁকড়া ধরার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সিসিএজি সভাগুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালিত হবে।	বাজেটে অন্তর্ভুক্ত খাত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	নিম্ন
পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনাকালীন সময়ে একই বাড়িতে বসবাসের কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি	ঠিকাদাররা নির্মাণাধীন কক্ষ এবং অন্য কক্ষের মধ্যে অস্থায়ী প্রাচীর (Partition) তৈরি করে সুরক্ষা ব্যবস্থা নেবেন।	বাজেটে অন্তর্ভুক্ত খাত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা, সিসিএজি, ঠিকাদার ও পিকেএসএফ	নিম্ন

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা	বাজেট	দায়িত্ব	ঝুঁকির পর্যায়
বায়ু দূষণ	কাঁকড়া হ্যাচারির জন্য উপকরণ পরিবহনের সময় পেট্রোল বা ডিজেলের পরিবর্তে সিএনজি চালিত যানবাহন ব্যবহার করা হবে।	প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও ঠিকাদার	নিম্ন
ল্যাট্রিন নির্মাণের কারণে পানি দূষণ	যে স্যানিটারি ল্যাট্রিনগুলি তৈরি করা হবে তা হবে আধা-পাকা এবং Y-চেম্বারযুক্ত টুইন-পিট ল্যাট্রিন। এই চেম্বারগুলি পৃথকভাবে ব্যবহার করা হবে। যখন একটি চেম্বার বর্জ্য দ্বারা ভরাট হয়ে যাবে তখন এটি পরিষ্কার করা হবে এবং অন্য চেম্বারটি উন্মোক্ত করে দেওয়া হবে। শোধিত বর্জ্য কোনও খোলা জলাশয়ে ফেলা হবে না। তাছাড়া, ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণ রোধ করার জন্য ল্যাট্রিন এবং কাছাকাছি পানির উৎসের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা হবে।	বাজেটে অন্তর্ভুক্ত খাত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	নিম্ন
কিশোর কাঁকড়া (জুবিন্যাল) সংগ্রহের ফলে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন	কাঁকড়া চাষের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক উৎস/ সুন্দরবন হতে কিশোর কাঁকড়া (জুবিন্যাল) সংগ্রহ করতে না যাওয়ার জন্য উপকারভোগীদের নিরুৎসাহিত করা হবে। অধিকন্তু, প্রকল্পটি অন্যান্য কাঁকড়া সংগ্রাহকদের এই প্রকল্পের আওতায় হ্যাচারি এবং কাঁকড়া নার্সারি থেকে উৎপাদিত কাঁকড়া এবং কিশোর কাঁকড়া (জুবিন্যাল) ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। সিসিএজি সদস্যরা কাঁকড়া খামারের টেকসই অনুশীলন প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।	প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	মাঝারি

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা	বাজেট	দায়িত্ব	ঝুঁকির পর্যায়
নির্মাণ কার্যক্রমের কারণে ধুলো ও শব্দ দূষণ	নির্মাণস্থলে পানি স্প্রে নিশ্চিত করা হবে। যতটা সম্ভব কম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে।	প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	মাঝারি
ছাগল/ভেড়া পালন, কাঁকড়া হ্যাচারি এবং চাষ থেকে দূষণ (যেমন- পানি দূষণ ও দুর্গন্ধ)	<ul style="list-style-type: none"> - ছাগলের লিটার বাক্স এবং লিটার নিয়মিতভাবে পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে পরিষ্কার করা হবে। ছাগল/ভেড়ার বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরী করা হবে। - ছাগলের ঘরের নিচে পলিথিন শিট সরবরাহ করা হবে যাতে ছাগলের বর্জ্য সহজেই অপসারণ করা যায়। - কাঁকড়া চাষ কেবলমাত্র সেই জমিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে যেগুলি ইতিমধ্যে লবণাক্ত। 	প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পিকেএসএফ	নিম্ন
ভালো উপকরণ হিসেবে বিবেচিত নয় এমন সব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা	ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রী টেকসইভাবে তৈরি করা নিশ্চিত করা হবে। যেসব উপকরণ ভালো মানের হিসেবে বিবেচিত হবে না, সেগুলো কোনও অবস্থাতেই ব্যবহার করা হবে না।	প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ঠিকাদার ও পিকেএসএফ	নিম্ন

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা	বাজেট	দায়িত্ব	ঝুঁকির পর্যায়
যেহেতু প্রকল্পটি দুর্যোগপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলে বাস্তবায়িত হবে, তাই উপকারভোগী এবং প্রকল্প-বাস্তবায়িত কাঠামোগুলি ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে	বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ (SOD) গ্রহণ করেছে, যা যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি আইনি আদেশ। SOD কেন্দ্রীয় থেকে ইউনিয়ন স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা এবং দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত করা, যার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) হল একটি কার্যকরী ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, যা বিশ্বের অনেক দেশের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি মডেল হিসেবে খ্যাত। এই বিদ্যমান কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং জরুরি সেবা পরিচালিত হয়। তাই, RHL প্রকল্পের জন্য জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। তবে, প্রকল্পটি সিসিএজি-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD) কর্তৃক জারি করা পূর্বাভাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত জরুরি সহায়তা পেতে তথ্য প্রদান করা এবং CAT 4 বা CAT 5 ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।	প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়নকারী সংস্থা, সিসিএজি সদস্য ও পিকেএসএফ	মাঝারি

প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণকে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন পদ্ধতি যেমন: পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রিনিং, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন অংশীজন যেমন: বাস্তবায়নকারী সংস্থা, সিসিএজি সদস্য, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কার্যক্রম ০১: RHL প্রকল্পের কার্যক্রমভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা

কার্যক্রম ০১: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ

৩.১। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি হলো একটি নিরাপদ, টেকসই ও অভিযোজনযোগ্য আবাসন ব্যবস্থা যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, খরা ও অন্যান্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম। এসব বসতবাড়ি এমনভাবে পরিকল্পিত ও নির্মিত হয় যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কম হয় এবং মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে পারে। RHL-প্রকল্পটির বাস্তবায়ন নির্দেশিকার নির্বাচনের মানদণ্ডের ভিত্তিতে ৩,০০০ জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য ১৩,৫০০ (৩০০০ পরিবার) উপকারভোগী নির্বাচন করবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা-IE উপকারভোগীদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত এলাকায় পরামর্শ সভা পরিচালনা করবে এবং উপকারভোগীদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবে এবং অনুমোদনের জন্য পিকেএসএফ-এর কাছে জমা দেবে। পিকেএসএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিনিধিরা উপকারভোগী তালিকা যাচাই করতে এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অনুমোদন প্রদানের জন্য পরিদর্শন করবেন। স্থানীয় সম্প্রদায় পিকেএসএফ-এর মডেল অনুসরণ করে সমস্ত নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। উপরোক্ত নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প অবদান (অনুদান) এবং উপকারভোগী অবদান নিশ্চিত করা হবে। উপকারভোগী স্থানীয় বাজার থেকে সমস্ত নির্মাণ উপকরণ কিনবেন এবং নির্মাণ শ্রমিকদের পরিচালনা করবেন। প্রকল্প প্রকৌশলী এবং কারিগরি কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও সহায়তা প্রদান করবেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IEs) নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করবে যাতে নির্মাণের গুণগত মান, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ কার্যকলাপের অধীনে কিছু উপ-কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। কর্মকান্ডগুলো সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হল।

৩.১.১। বসতবাড়ির ভিটা উন্নয়ন (ভিটা উচ্চকরণ):

উপকূলীয় এলাকার নিম্নাঞ্চলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যাদের ঘরবাড়ি প্রায়শই জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার পানিতে ডুবে থাকে, তারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। এই ঝুঁকি কমাতে এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করার জন্য, RHL প্রকল্পের আওতায় এই এলাকাগুলিতে আবাসস্থল উচ্চকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমস্ত ঘরের সমষ্টি কমপক্ষে দ্বিগুণ উচ্চকরণের জন্য বসতবাড়ি এলাকা নির্বাচন করা হবে। বাস্তবায়নের সময় সঠিক ঢাল বজায় রাখা হবে।



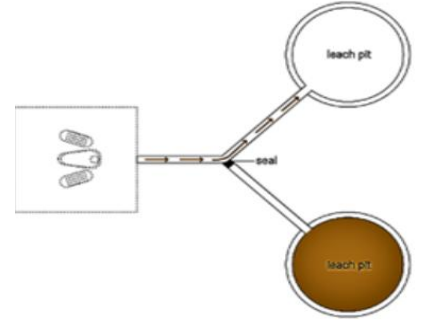
বসতবাড়ি উঁচু করার সময় বাড়ির ভিটার জন্য প্রতি ০.৬১ মিটার উচ্চতার পর ২৫.৪ সেমি এবং প্রতি ০.৩ মিটার উচ্চতার পর ১২.৭০ সেমি ধাপ বা খাঁজ স্থাপন করতে হবে। বসতবাড়ি উঁচু করার পর ঢালের চারপাশে দুর্বাঘাস (ঘাস) রোপণ করতে হবে। প্রকল্পের কর্মকান্ড “বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ”-এর অধীনে উঁচু বসতবাড়ির জমিতে গাছ লাগানো হবে। অধিকন্তু, যদি গৃহস্থালির প্রকল্পে জায়গা পাওয়া যায়, কর্মকান্ড “লবণ সহনশীল সবজি চাষ” এর অধীনে গৃহস্থালি এলাকার মধ্যে লবণাক্ততা সহনশীল সবজি চাষ চালু করা হবে।

৩.১.৩। ল্যাট্রিন নির্মাণ: প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: ঘূর্ণিঝড়, বন্যা প্রভৃতি উপকূলীয় অঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিন ধ্বংস করে। ফলস্বরূপ, মানুষ একের পর এক খোলা ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে বাধ্য হয় যা পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি রোগের প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাই, দরিদ্র জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে, পিকেএসএফ RHL প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।



তৈরিকৃত আরসিসি পিলার, পরিবেশবান্ধব ইট বা ব্লক এবং সিমেন্ট কংক্রিট দিয়ে সাব-স্ট্রাকচারটি তৈরি করা হবে। ল্যাট্রিনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণের জন্য রঞ্জিন সিআই শিট, কাঠের / এমএস / জিআই ফ্রেম ব্যবহার করা হবে। ল্যাট্রিনটি অফসেট সিঙ্গেল বা ডাবল পিট ল্যাট্রিন হবে। অফসেট পিট ল্যাট্রিন মানে পিট এবং কাঠামো আলাদা করা হবে। পিট নির্মাণের জন্য আরসিসি রিং ব্যবহার করা হবে। মাটি বা বালু দিয়ে বসতবাড়ির এলাকা উঁচু করা হবে। পিট ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য দুই ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হবে। প্রথমত, বালু ব্যবহার করে ল্যাট্রিন সাইটটি বসতবাড়ির গঠন গ্রাউন্ড লেভেল (Formation Ground Level-FGL) পর্যন্ত উঁচু করা হবে। ল্যাট্রিনের ভিত্তি FGL-এ তৈরি করা হবে এবং বিদ্যমান ভূমি স্তরে (Existing Ground Level-EGL) ১.৫ মিটার গর্ত খনন করা হবে। দ্বিতীয়ত, নকশা অনুসারে বিদ্যমান ভূমি স্তরে উপ-কাঠামো তৈরি করা হবে এবং এটি FGL পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। যেখানে কোনও কৌশল প্রযোজ্য হবে না, সেখানে বসতবাড়ির এলাকা বন্যার স্তরে উন্নীত করা হবে এবং বসতি স্থাপনের জন্য এক বর্ষার জন্য রাখা হবে। পরে, সেখানে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। টুইন পিট ল্যাট্রিনগুলি আকার পরিবর্তনযোগ্য, বাস্তবায়নযোগ্য এবং সাশ্রয়ী। ল্যাট্রিনগুলিতে দুটি গর্ত থাকে, প্রতিটির পরিমাপ প্রায় ১.৫ মিটার গভীর এবং প্রায় ৭৬.২ সেমি ব্যাস এবং দুটি গর্তের মধ্যে দূরত্ব কমপক্ষে ১ মিটার।

টুইন পিট টয়লেট ব্যবহার করার সময় মল বর্জ্য কেবল একটি গর্তে যেতে এবং স্থির হতে দেওয়া হবে। যখন সেই গর্তটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভরাট করা হবে, তখন প্রথম গর্তের চ্যানেলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয়টি মল বর্জ্যের জন্য খোলা হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে, প্রথম গর্তের উপাদান সারে রূপান্তরিত হবে, যা অপসারণ করা হবে এবং উদ্ভিদের জন্য ব্যবহার করা করা হবে। দ্বিতীয় গর্তটি ভরাট করার সময় একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।



৩.১.৪। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা (RWHS):

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ হলো একটি পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি বিশেষভাবে তৈরি রিজার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। এই পানি গৃহস্থালি কাজ, কৃষি ও সুপেয় পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি একটি পরিবেশবান্ধব, সহজ এবং খরচ সাশ্রয়ী পানি সংগ্রহ পদ্ধতি, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকায় এটি অত্যন্ত কার্যকর।



জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষকে দূরদূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয় অথবা কিনতে হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয় তবে সাধারণত ১৫০০ থেকে ৫০০০ মিমি (১৫০-৫০০ সেমি) এর মধ্যে হয়। RHL প্রকল্পটি প্রায় ২০ বর্গমিটারের একটি বাড়ি তৈরি করবে যেখানে ছাদের আকার প্রায় ২২ বর্গমিটার হবে। অংশীদাররা চাইলে আরও জলাবদ্ধতা এলাকা যোগ করতে পারেন। কিছু তথ্য নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জলাধার এলাকা (বর্গমিটার) \times নিষ্কাশন সহগ \times ফিল্টার দক্ষতা \times গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত (মিমি) \times ০.০৫ = প্রস্তাবিত ট্যাঙ্কের আকার। (যেখানে জলাধার এলাকা = ২২ বর্গমিটার; নিষ্কাশন সহগ = ০.৮; ফিল্টার দক্ষতা = ০.৯৫; গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত = ৩২০০ মিমি)।

সমীকরণটি দেখায় যে বছরে ৫৩৫০৪ লিটার পানি পাওয়া যাবে, পাশাপাশি প্রস্তাবিত ট্যাঙ্কের আকার প্রায় ২৭০০ লিটার হবে। ফলস্বরূপ, প্রকল্পটি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রায় ৩০০০ লিটার করার সুপারিশ করেছে।

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করার সময় গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যেমন ভাসমান বস্তু, ধ্বংসাবশেষ এবং পাতা ধরার জন্য প্রতিটি ড্রেনপাইপের মুখে গ্রেটিং স্থাপন করা। শুষ্ক মৌসুমের শেষের দিকে, প্রথম প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাতের ঠিক আগে স্টোরেজ ট্যাঙ্কটি পরিষ্কার এবং সমস্ত পলি এবং ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করা উচিত। তাই, সুপেয় পানির সংকট মোকাবেলা করার জন্য প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় RWHS স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্লাস্টিকের ট্যাঙ্কটি স্টোরেজ হিসাবে ব্যবহার করা হবে। ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসাবে কোনও খড় বা অ্যাসবেস্টস ছাদ ব্যবহার করা হবে না। ট্যাঙ্ক ধরে রাখার জন্য বেসমেন্ট এলাকাটি ব্লক বা মেশিন-তৈরি ইট দিয়ে তৈরি করা হবে। ট্যাঙ্কের প্রবেশপথে পরিশোধন ব্যবস্থা যুক্ত করা হবে।

৩.১.৫। আবাসন (মূল ঘর): মূল কাঠামোটি ইট এবং কংক্রিট দিয়ে তৈরি হবে। ঘরটি আয়তাকার হবে এবং ছোট প্রান্তটি বাতাসের দিকে মুখ করে থাকবে, যা সামগ্রিকভাবে বাতাসের সংস্পর্শ কমাবে। দ্বিতীয়ত, ছাদের বৃহত্তর ঢালের দিকটি বাতাসের দিকে মুখ করে থাকবে এবং ছাদটি দেয়ালের বাইরে প্রসারিত হবে না, যার ফলে মূল কাঠামোর উপর প্রভাব না ফেলে বাতাস ছাদের উপর দিয়ে যেতে পারবে। তাছাড়া, ছাদটি কেবল মূল কাঠামোর



সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং কোনও দেয়াল দ্বারা সমর্থিত হবে না, তাই ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, দেয়ালগুলি নিরাপদ থাকবে। তদুপরি, দেয়ালের পৃষ্ঠ এবং ছাদের মধ্যে কিছু ফাঁক থাকবে, তাই বাতাস যখন ছাদে আঘাত করবে, তখন ধাক্কা কমবে।

আবাসনের উপকরণের বর্ণনা:

ক) রেইনফোর্সড কংক্রিট (আরসিসি) ভবন/আবাসনের জন্য: পুরো ফ্রেম কাঠামো (পাদদেশ, কলাম, গ্রেড বিম, স্ল্যাব এবং লিফ্টেল) স্থাপন করা হবে।

খ) যদি ভবনটি আরসিসি দ্বারা নির্মিত হয় তাহলে বাইরের এবং ভিতরের দেয়াল ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি করা হবে এবং সিমেন্ট প্লাস্টার দিয়ে শেষ করা হবে।

গ) আধা-পাকা ভবনের জন্য: ভিত্তি এবং সমস্ত দেয়াল ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি করা হবে। ছাদটি কাঠের বা এমএস অ্যাঞ্জেল ট্রাস দিয়ে তৈরি সিজিআই শিট দিয়ে তৈরি করা হবে। অবশেষে, সমস্ত সিভিল কাজ সিমেন্ট প্লাস্টার দিয়ে শেষ করা হবে।

ঘ) সিজিআই হাউস: সিজিআই (চেউতোলা গ্যালভানাইজড আয়রন) হাউসে উচ্চ গতিতে বাতাসের বেগ সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিশালী আরসিসি পিলার ব্যবহার করা হবে। প্লিন্থটি ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি করা হবে এবং মেঝে এবং দেয়ালে পিসিসি (প্লেইন সিমেন্ট কংক্রিট) ঢালাই করা হবে। ছাদটি সিজিআই শিট দিয়ে তৈরি করা হবে। সিজিআই ছাদ কাঠের বা এমএস অ্যাঞ্জেল ট্রাসের উপরে থাকবে। এই ধরনের বাড়িতে সকল ধরনের শক্তিশালীকরণ কৌশল বিবেচনা করা হবে যেমন: সমস্ত দেয়ালে অনুভূমিক এবং তির্যক দৃঢ়কারী (Stiffener) যোগ করা।

নির্মাণ পর্যায়ে স্থানীয় নির্মাতারা স্থিতিস্থাপক আবাসন মান, নকশা এবং উপকরণ সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পাবেন। এই সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, স্থানীয় দক্ষতা নিশ্চিত করা হবে, এবং নতুন নির্মাণের চাহিদা মেটাতে মান আপডেট করা হবে।

৩.১.৬। সৌরবিদ্যুৎ: সৌরবিদ্যুৎ হলো সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া। বিশেষ ধরনের সৌর প্যানেল (Solar Panel) সূর্যের আলো শোষণ করে তা বিদ্যুতে রূপান্তর করে, যা ব্যাটারি-তে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা যায়। সৌরবিদ্যুৎ একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী জ্বালানি উৎস। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের অনেক উপকারিতা রয়েছে, যা পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচিত।



সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে কোনো ধরনের ধোঁয়া, শব্দ বা কার্বন নির্গমন হয় না, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। এটি একবার স্থাপন করলে বছরের পর বছর বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, ফলে মাসিক বিদ্যুৎ বিলের ঝামেলা থাকে না। বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও ঘরের আলো, পাখা বা মোবাইল চার্জ দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। এছাড়াও দুর্গম ও বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অঞ্চলেও সৌরবিদ্যুৎ সহজে স্থাপন করা যায়, যা এসব এলাকার মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করে। সৌরবিদ্যুৎ একটি নিরাপদ আলোর উৎস হওয়ায় এটি শিশু ও বয়স্কদের জন্যও বিশেষভাবে উপকারী, কারণ এতে অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেই। এসব দিক বিবেচনায় RHL প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বসতবাড়িতে সৌর প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩.১.৭। পরিবেশবান্ধব চুলা: পরিবেশবান্ধব বা উন্নত চুলা (Improved Cookstove) হলো এমন একধরনের রান্নার চুলা, যা সাধারণ চুলার তুলনায় কম কাঠ বা জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং কম ধোঁয়া সৃষ্টি করে। এটি ঘরের ভেতর বায়ু দূষণ কমায় ও জ্বালানি সাশ্রয় করে। এছাড়া পরিবারের নারী ও শিশুদের শ্বাসকষ্ট জাতীয় রোগ কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পরিবেশবান্ধব চুলা এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে তাপ একত্রিত হয়ে সরাসরি হাঁড়ির নিচে গিয়ে পড়ে, ফলে রান্না দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়। এই চুলার ভেতরে বায়ু চলাচলের সঠিক ব্যবস্থা থাকার কারণে জ্বালানি সম্পূর্ণভাবে



পুড়ে যায়, যা জ্বালানি সাশ্রয় করে এবং তাপ উৎপাদন বাড়ায়। অনেক উন্নত চুলায় ধোঁয়া নির্গমনের জন্য পাইপ বা চিমনি সংযুক্ত থাকে, যা রান্নার সময় উৎপন্ন ধোঁয়াকে ঘরের বাইরে বের করে দেয়। এর ফলে ঘরে ধোঁয়া জমে না, যা রান্নাঘরকে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ রাখে। এসব বৈশিষ্ট্য পরিবেশবান্ধব চুলাকে একটি টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলেছে। পরিবেশবান্ধব চুলার ব্যবহারে রয়েছে স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপকারিতা। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এটি অত্যন্ত উপকারী, কারণ এতে ধোঁয়া কম হওয়ায় চোখ, ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের সমস্যার ঝুঁকি কমে যায় এবং নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। পরিবেশগতভাবে, পরিবেশবান্ধব চুলা কাঠ ও অন্যান্য জ্বালানির সাশ্রয় করে, ফলে বন সংরক্ষিত থাকে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটি লাভজনক, কারণ এতে কম জ্বালানিতে রান্না সম্ভব হয়, ফলে ব্যয় কমে যায় এবং এটি টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় বারবার নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে না। সামাজিকভাবে এই চুলা ব্যবহার করলে রান্নার সময় ও কষ্ট কমে যায় এবং রান্নাঘরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও ধোঁয়ামুক্ত থাকে, যা পরিবারের সকল সদস্যের জন্য স্বস্তিদায়ক। এসব দিক বিবেচনায় RHL প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বসতবাড়িতে বন্ধুচুলা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩.১.৮। কর্মকান্ডভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ:

ছক ০৪: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ কর্মকান্ডের পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রিনিং চেকলিস্ট

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
১। পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	✓		স্বল্প মাত্রা	জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি কর্মকান্ডটিতে ছোট আকারের নির্মাণ কার্যক্রম রয়েছে যেমন: বসতভিটা উঁচুকরণ, ঘর ও ল্যাট্রিন নির্মাণ, RWHS স্থাপন ইত্যাদি। তাই, নির্মাণ পর্যায়ে মাটির উপরিভাগের ক্ষতি, পানি নিষ্কাশনে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি, ঘাস এবং লতাপাতা হ্রাস, ধুলো এবং শব্দ দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে।
২। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা	✓		স্বল্প মাত্রা	কর্মকান্ডটিতে ছোটখাটো নির্মাণ কাজ রয়েছে ফলস্বরূপ, শ্রমিকদের আঘাতের ঝুঁকি বেশ কম। উপরন্তু, জোরপূর্বক শ্রম বা শিশু শ্রমে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
৩। কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা	✓		স্বল্প মাত্রা	নির্মাণ কাজ এবং উপকরণ পরিবহনের সময় বায়ু ও পানি দূষণের সম্ভাবনা সীমিত।
৪। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	✓		স্বল্প মাত্রা	এই কার্যক্রমগুলিতে নির্মাণ কাজে নারীদের শ্রম জড়িত হতে পারে। তাই, কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে স্থানীয় অন্যান্য মানুষ বা সহকর্মীদের দ্বারা তারা প্রভাবিত হতে পারে অথবা এর ফলে নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন		✓	-	এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোনও সরকারি জমি বা বিতর্কিত জমি ব্যবহার করা হবে না।

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
৬। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা		✓	-	বসতভিটা উচু করণের জন্য মাটি সংগ্রহ করার সময় কিছু ঘাস, ভেষজ এবং কেঁচো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে, যেহেতু প্রকল্পটি কোনও সুরক্ষিত বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাস্তুসংস্থান এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে না তাই কার্যক্রম পরিবর্তিত, প্রাকৃতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে বা সুরক্ষিত বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাস্তুসংস্থানে অবস্থান করার কোনও সম্ভাবনা নেই।
৭। উপ-জাতি বা ঐতিহাসিক স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ	✓		স্বল্প মাত্রা	প্রকল্প এলাকায় নগণ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের জন্য মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে।
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত স্থাপনা নেই।			
৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রাসঙ্গিক নয়			
১০. স্টেকহোল্ডার অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং তথ্য প্রকাশ	✓		স্বল্প মাত্রা	প্রকল্পটি একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (SEP) তৈরি করেছে যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করে এবং প্রকল্পে তাদের চাহিদা এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে, যার মধ্যে একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উপরোক্ত স্ক্রিনিংয়ে দেখা গেছে যে, এই কার্যকলাপের কিছু প্রভাব রয়েছে যার জন্য কিছু প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে। চিহ্নিত এসকল প্রভাব প্রশমনে বিশেষজ্ঞ এবং সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে নিম্নলিখিত পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

ছক ০৫: জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ কর্মকান্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

কর্মকান্ডের নাম	উপ-কর্মকান্ড	সম্ভাব্য প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা
দুর্যোগ সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ	বসতবাড়ির ভিটা উঁচুকরণ	ভূ-উপরস্থ মাটির ক্ষয়	মাটি সংগ্রহের জন্য কোনও কৃষি বা উৎপাদনশীল জমি ব্যবহার করা হবে না; পতিত জমি, পুকুর, মাছের ঘের, খাল পুনঃখননের মাটি ব্যবহার করা হবে।
		গাছ, ঘাস এবং লতাপাতা জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষতি	এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোন গাছ কাটা হবে না; বসতভিটা উঁচু করার পর বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করা হবে।
	ল্যান্ডট্রিন নির্মাণ	পানি দূষণ	ল্যান্ডট্রিনের পিট এবং নিকটবর্তী পানির উৎসের মধ্যে ন্যূনতম ১০ মিটার (৩০ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। জলাশয়ে কোনও বর্জ্য পদার্থ ফেলা হবে না। ভূগর্ভস্থ জলস্তর এবং ল্যান্ডট্রিন গর্তের তলদেশের মধ্যে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখা হবে এবং পিট থেকে জলাশয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে না।
	RWHS স্থাপন	খাবার পানি দূষণ	খড় বা অ্যাসবেস্টসের ছাদ ক্যাচমেন্ট এলাকা হিসেবে ব্যবহার করা হবে না; প্রথম ১০ মিনিট বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা হবে না; সংগ্রাহকের প্রবেশপথে পরিস্রাবণ ব্যবস্থা যুক্ত করা হবে।
	আবাসন	পানি নিষ্কাশনে বাঁধা ও জলাবদ্ধতা	রাস্তা এবং ড্রেনের ধারে বা পাশে নির্মাণ সামগ্রী সংরক্ষণ করা হবে না।
		ধূলা এবং শব্দ দূষণ	ধুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মাণস্থলে পানি স্প্রে করা নিশ্চিত করা হবে; উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে; মেশিনের শব্দ কমাতে যান্ত্রিক লুব্রিকেশন ব্যবহার করা হবে।

কর্মকান্ডের নাম	উপ-কর্মকান্ড	সম্ভাব্য প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা
দুর্যোগ সহনশীল বসতবাড়ি নির্মাণ	পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা		শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) নিশ্চিত করা হবে; এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটির লোকজনকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং শিশুশ্রম পরিহার করা হবে।
	লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানির ঝুঁকি।		সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা করা হবে; কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।
			কমিউনিটির মানুষকে শ্রমিক হিসেবে সম্পৃক্ত করা হবে এবং পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা হবে।

৩.১.৯। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সাধারণ নির্দেশিকা:

১। বসতভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে তা নির্ভর করবে বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতার উপর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন্যার পানি বিগত ১০/১৫ বছরে সর্বোচ্চ যে উচ্চতায় উঠেছে ভিটার উচ্চতা তা থেকে সাধারণভাবে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই ফুট (ভরাটকৃত নতুন মাটি Compaction হওয়ার পর) বেশি উঁচু করতে হবে। উল্লেখ্য, বিগত ১০/১৫ বছরে বন্যার পানি সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠেছিলো তা কমিউনিটির লোকদের সাথে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে আলোচনা করে জানতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য রেজুলেশন আকারে রেকর্ড করতে হবে।

২। বসতভিটা উঁচু করার সময় সঠিক ঢাল বজায় রাখতে হবে। প্রতি ০.৬১ মিটার উচ্চতার পর ২৫.৪ সেমি এবং প্রতি ০.৩ মিটার উচ্চতার পর ১২.৭০ সেমি ধাপ বা খাঁজ স্থাপন করতে হবে।

৩। বসতবাড়ি উঁচু করার পর ঢালের চারপাশে দুর্বাঘাস (ঘাস) রোপণ করতে হবে। দুর্বাঘাস অবশ্যই দেড় থেকে দুই ইঞ্চি গভীর করে মাটিসহ কেটে এনে ঢালের উপর রোপণ করতে হবে। এছাড়াও ঢালের উপর নারিকেল গাছ, সুপারী গাছ, খেজুর গাছ, নিম গাছসহ অন্যান্য গাছ যা সংশ্লিষ্ট পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা রোপণ করা যেতে পারে।

৪। বসতভিটার মাটি দুই/তিনস্তরে খুব নিবিড়ভাবে ঠেসে দিতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে কোনো অংশ অসমানভাবে বসে না যায় এবং ভিটার মাঝখানে উঁচু রেখে পানি নিষ্কাশনের জন্য চারদিকে প্রয়োজনীয় ঢাল রাখতে হবে।

৫। ভিটা উঁচুকরণ এর কারণে কোন প্রবাহিত/ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানির প্রবাহে কোন সমস্যা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। বসতভিটা উঁচুকরণে অবশ্যই কৃষি ও উৎপাদনশীল জমির উপরিভাগের মাটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে পতিত জমি, পুকুর, নদী ও খাল খননের মাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নদীর পাড় থেকে মাটি কাটা যাবে না। প্রয়োজনে নদীর তলদেশ থেকে মাটি উত্তোলন করা যেতে পারে। মাটি কাটার জন্য ড্রেজার মেশিন ব্যবহার করা যাবে না। তবে কোনো ভিটা উঁচুকরণে পর্যাপ্ত মাটি পাওয়া না গেলে ড্রেজারের মাধ্যমে মাটি কাটা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাটি কাটার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৭। বসতভিটা উঁচুকরণের মাটি কাটার ফলে কিছু কিছু পুকুর সদৃশ জলাধার তৈরী হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এসব জলাধার পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকলে উক্ত জলাধারে প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের মাছ/কার্প জাতীয় মাছ চাষ করতে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

৮। এটেল মাটি ও বাঁশ বা কাঠ দিয়ে দিয়ে অল্প ঢালসম্পন্ন সিঁড়ি তৈরি করে বাড়ি থেকে নামার রাস্তা রাখতে হবে যেন ওই রাস্তা দিয়ে সবাই বিশেষ করে শিশু, পঙ্কু, বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং গবাদি পশুও সহজে উঠা-নামা করতে পারে।

৯। নির্মাণ এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও নালা পরিষ্কার রাখা এবং নিয়মিত ছাদ ও দেওয়াল পরীক্ষা করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত ও শৈবাল পরিষ্কার করা।

১০। ছাদের পানি যাতে জমে না থাকে সেজন্য ছাদে পাইপ ব্যবহার করা এবং পানি পড়ে যাতে বসতভিটার মাটি ক্ষয় না হয় সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১। ঘরের কাঠামো দুর্বল হলে সময়মতো মেরামত ও শক্তিশালী করা, দ্রুত ক্ষয় রোধে লোহা বা ধাতব অংশে অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্ট ব্যবহার করা। পাশাপাশি, পচন রোধে কাঠের অংশে বার্নিশ বা ওয়াটারপুফ কোটিং দেওয়া।

১২। মাটির উপরে ল্যাট্রিনের পিটের (রিংয়ের) কোন অংশ থাকলে তার চারিপাশে মাটি/বালু দিয়ে ভরাট করা ও মল চুইয়ে বাইরে নির্গত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা।

১৩। ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ব্যবহার করা এবং পায়খানা ব্যবহারের সময় স্যান্ডেল ব্যবহার করা।

১৪। প্রতিদিন (সম্ভব না হলে সপ্তাহে অন্তত দুইদিন) পায়খানার ভিতর ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

১৫। পায়খানার একটি পিট ভর্তি হয়ে গেলে অন্য পিটে সংযোগ দেওয়া। কিছুদিন (৬ মাস থেকে ১ বছর) পর পূর্বের পিট পরিষ্কার করে পুনরায় ব্যবহার করা।

১৬। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ট্যাংক নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং সোলার প্যানেল, ব্যাটারির কার্যকারিতা ও সংযোগ পরীক্ষা করা।

১৭। পানি ট্যাংকে ঢোকার আগে ছাদ ও পাইপলাইন পরিষ্কার রাখতে হবে, যেন এখান থেকে ময়লা এসে ট্যাংকে জমতে না পারে।

১৮। সংরক্ষিত পানির গুণগত মান নিশ্চিত করতে বছরে অন্তত একবার পানি পরীক্ষা করা উচিত।

- ১৯। বৃষ্টির পর প্রথম ৫-১০ মিনিট (ছাদ বা টিনের চাল ধুয়ে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত) বৃষ্টির পানি ট্যাংকে প্রবেশ না করানো।
- ২০। প্রতি মাসে অন্তত দুইবার ট্যাংকের পাইপ এবং ফিল্টার বা জালি পরিষ্কার করা এবং বছরে অন্তত দুইবার ট্যাংক খালি করে নিচে জমে থাকা পলি, কাদামাটি বা শেওলা পরিষ্কার করা। পরিষ্কারের সময় ব্রাশ ও ব্লিচযুক্ত পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ২১। পোকামাকড়, দূষণ ও শৈবাল জন্মানো প্রতিরোধে ট্যাংকের ঢাকনা সবসময় এমনভাবে বন্ধ রাখা উচিত যাতে আলো, বাতাস ট্যাংকের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে।
- ২২। প্রতি ১-২ মাসে একবার সোলার প্যানেল পরিষ্কার রাখা - যাতে ধুলা জমতে না পারে। প্যানেলে ধুলাবালি, পাখির বিষ্ঠা, শুকনো পাতা জমলে সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যায়।
- ২৩। প্যানেল থেকে ব্যাটারি, চার্জ কন্ট্রোলার ও ইনভার্টারের সংযোগ ঠিক আছে কিনা নিয়মিত পরীক্ষা করা।
- ২৪। প্রতি মাসে ১/২ বার সোলার প্যানেলের ব্যাটারির পানি (ডিস্টিল্ড ওয়াটার) পরীক্ষা করা (লিড এসিড ব্যাটারির জন্য) এবং ব্যাটারির টার্মিনালে মরিচা পড়লে তা পরিষ্কার করে গ্রিজ/ভ্যাসলিন লাগানো।
- ২৫। বৃষ্টি বা ঝড়ের পর সোলার প্যানেলে ফাটল বা কোন অংশে পানির প্রবেশ ঘটেছে কি না পরীক্ষা করা।
- ২৬। বজ্রপাত বা অতিরিক্ত লোডের সময় সোলারের সংযোগ বন্ধ রাখা এবং যান্ত্রিক ত্রুটি বা সমস্যা হলে প্রশিক্ষিত কারিগর বা সৌরবিদ্যুৎ বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা।
- ২৭। বন্ধুচুলায় রান্নার পরে চুলার ছাই ও পোড়া কাঠ সরিয়ে ফেলতে হবে এবং সপ্তাহে অন্তত ১-২ বার সম্পূর্ণভাবে চুলা পরিষ্কার করতে হবে।
- ২৮। ভেজা কাঠ বা কাঁচা গাছপালা ধোঁয়া বাড়ায়, শুকনো কাঠ ব্যবহার করলে কম ধোঁয়া হবে। ধোঁয়া নির্গমনের জন্য চিমনি বা পাইপ ব্যবহার করলে তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে, কেননা ধোঁয়ার পথ বন্ধ হলে চুলার কার্যকারিতা কমে যায়।
- ২৯। চুলায় ফাটল বা ছিদ্র হলে তা কাদামাটি দিয়ে দ্রুত মেরামত করতে হবে, অল্প অল্প করে জ্বালানি দিলে দহন ভালো হয় এবং চুলার দীর্ঘস্থায়িতা বাড়ে।
- ৩০। কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ এর জন্য কাউকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা যাবে না। শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাস্তবচ্যুতি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিকল্প কর্ম-পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩১। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কোন বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণির ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ৩২। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কোন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এবং কোন ধর্মীয় কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কার্যক্রম ০২: ছাগল/ভেড়া পালনে মাচা নির্মাণ

৩.২। ছাগল/ভেড়া পালনে মাচা নির্মাণ:

প্রচলিত পদ্ধতিতে গ্রামে ছাগলকে মাঠে, বাগানে, রাস্তার পাশে বেঁধে রেখে বা ছেড়ে দিয়ে পালন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন লাভজনক হচ্ছেনা। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া দুর্যোগ কালীন সময়সহ অন্যান্য সময় মাচায় অবস্থান করে বিধায়



ছাগল/ভেড়ার মৃত্যু হার, রোগ-ব্যাদি কম হয়। ফলে খামারি বেশি লাভবান হয় এবং ছাগলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। RHL প্রকল্পটি মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য ২০,০০০ পরিবারকে সহায়তা প্রদান করবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্বাচন মানদণ্ডের ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থা উপকারভোগীভোগী নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত এলাকায় পরামর্শ সভা পরিচালনা করবে। তারা উপকারভোগীদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবে এবং অনুমোদনের জন্য পিকেএসএফ-এ জমা দেবে। পিকেএসএফের প্রকল্প ব্যবস্থা ইউনিট (PMU) প্রতিনিধিরা উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই করার জন্য পরিদর্শন করবেন এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অনুমোদন দেবেন। বন্যার স্তর থেকে উঁচু স্থানে মাচাগুলি নির্মিত হবে। প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ কৃষকদের (যাদের সারা বছর ধরে টেকসই আয় নেই) জন্য বিকল্প জীবিকা হিসেবে উন্নত ছাগল ও ভেড়া ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে। সিসিএজি সদস্যরা নির্মাতাদের মাচা ঘরগুলি নির্মাণের ব্যবস্থা করবেন। মাচাগুলি সম্পন্ন হওয়ার পরে, PMU কর্মকর্তাগণ গুণমান নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শন করবেন। মাস্টার রোলার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করা হবে এবং প্রাপ্তি স্বীকার সদস্য ও প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা হবে। এই কার্যক্রমটি মূলত নির্বাচিত পরিবারের নারী সদস্য দ্বারা পরিচালিত হবে। এটি পারিবারিক আয়ে অবদান রেখে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস করে তাদের ক্ষমতায়ন করবে।

মাচা ঘর কাঠ বা বাঁশের মতো স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হবে এবং ছাদটি মরিচা-প্রতিরোধী ডেউতোলা লোহার শিট দিয়ে তৈরি করা হবে, যা ঝড় এবং সংশ্লিষ্ট জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী। দেয়ালের সাথে ছাদকে সারিবদ্ধ করার জন্য লোহার তৈরি কোণ ব্যবহার করা হবে। নির্বাচিত পরিবারগুলি ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য পিকেএসএফ থেকে আর্থিক সহায়তা (ঋণ) গ্রহণ করতে পারবে।

ছক ০৬: ছাগল/ভেড়া পালনে মাচা নির্মাণ কর্মকাণ্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরুপণ

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
১। পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরুপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	✓		স্বল্প মাত্রা	ছাগল বা ভেড়া পালনের ফলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে।
২। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা	✓		স্বল্প মাত্রা	ছাগল বা ভেড়ার জন্য মাচাঘর তৈরীতে শ্রমিকদের আঘাতের ঝুঁকি বেশ কম। ছাগল/ভেড়া পালনের কাজে শিশুশ্রম নিযুক্ত করার কিছু অভ্যন্তরীণ বা পারিবারিক ঝুঁকি রয়েছে।
৩। কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা	✓		স্বল্প মাত্রা	ছাগল ও ভেড়ার মূত্র এবং মলের মিশ্রণের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের জলাশয়ের উপর সম্ভাব্য প্রভাব ফেলতে পারে।
৪। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	✓		স্বল্প মাত্রা	মাচা ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণে প্রতিবেশী পরিবারগুলির জন্য দুর্গন্ধের সমস্যা তীব্র হতে পারে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন		✓		এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোনও সরকারি জমি বা বিতর্কিত জমি ব্যবহার করা হবে না।
৬। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা		✓		প্রযোজ্য নয়
৭। উপ-জাতি বা ঐতিহাসিক স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ	✓		স্বল্প মাত্রা	প্রকল্প এলাকায় নগণ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের জন্য মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে।
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত স্থাপনা নেই।			
৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রাসঙ্গিক নয়			
১০. স্টেকহোল্ডার অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং তথ্য প্রকাশ	✓		স্বল্প মাত্রা	প্রকল্পটি একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (SEP) তৈরি করেছে যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করে এবং প্রকল্পে তাদের চাহিদা এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে, যার মধ্যে একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ছক ০৭: ছাগল/ভেড়া পালনে মাচা নির্মাণ কর্মকান্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

কর্মকান্ডের নাম	সম্ভাব্য প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা
ছাগল/ভেড়া পালনে মাচা নির্মাণ	দুর্গন্ধ	লিটার বাক্স এবং লিটার নিয়মিতভাবে পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে পরিষ্কার করা হবে; বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন করা হবে; মাচা ঘরের নীচে পলিথিন শিট সরবরাহ করা হবে যাতে মল-মূত্র সহজেই অপসারণ করা যায়।
	পানি দূষণ	ভূপৃষ্ঠের জলাশয় থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা হবে।
	লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানির ঝুঁকি	সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা করা হবে; কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। কমিউনিটির মানুষকে শ্রমিক হিসেবে সম্পৃক্ত করা হবে এবং পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা হবে।
	পেশা স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা	কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স নিশ্চিত করা হবে; লিটার বাক্স এবং লিটার নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা হবে; পশু অসুস্থ হলে অন্য ছাগল বা ভেড়ার পাল থেকে আলাদা রাখা নিশ্চিত করা হবে।

৩.২.১। উপকূলীয় এলাকায় মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ ভেড়া পালন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সাধারণ নির্দেশিকা:

- ১। ছাগল/ভেড়ার ঘরের মেঝে মাটি হতে অন্তত ১.৫ থেকে ২ ফুট উঁচু করতে হবে এবং ঘরের উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট হওয়া সমীচীন।
- ২। ঘরের পরিবেশ ভেজা, সাঁতসেতে না হওয়া এবং শুষ্ক আবহাওয়া যুক্ত থাকতে হবে।
- ৩। ঘর তৈরীতে পাকা বাঁশ/ সারি কাঠ ব্যবহার করতে হবে যেন প্রকল্প মেয়াদ শেষ হলেও ঘরটি টেকসইতা নিশ্চিত হয়।
- ৪। ঘর নির্মানের পূর্বে কাঠ সিজনিং করে নিতে হবে এবং ঘর তৈরীর পরে বাঁশ/কাঠের অংশে আলকাতরার প্রলেপ দিতে হবে।
- ৫। চাল টিনের হলে তার নিচে অবশ্যই চাটাই বা অন্য কিছু দিয়ে তাপ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৬। শীতকালে অথবা বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় খুপড়ি বেঁড়া পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাঁচায় খড় বা চট বিছিয়ে দিতে হবে।
- ৭। প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে ছাগল বের করার পর ছাগলের মলমূত্র ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে।
- ৮। প্রকল্প হতে প্রদত্ত ছাগলের ঘর ছাগলপালন ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ৯। ছাগলের ঘরের নিচে এক বা একাধিক পলিথিন এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে ছাগলের মূত্র এবং বিষ্ঠা সহজেই অপসারণ করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনে ছাগলের ঘরের পাশে নালা এবং গর্ত তৈরি করতে হবে যেন প্রস্রাব বা বর্জ্য পদার্থ নালার মধ্য দিয়ে গর্তে জমা হতে পারে। এতে দুর্গন্ধ ছড়ানো থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

১০। ছাগলের বিষ্ঠা ছোট গর্ত করে তার মধ্যে পুঁতে কিছুদিন ফেলে রেখে জৈব সার উৎপাদন করা যেতে পারে।

১১। ছাগল বা ভেড়ার ওষুধ ও ভ্যাক্সিন এর অবশিষ্টাংশ এবং মৃত ছাগল বা ভেড়া মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

১২। রোগ আক্রান্ত ছাগল বা ভেড়ার মাংস খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না এবং অসুস্থ ছাগল/ভেড়াকে আলাদা রাখার (কোয়ারেন্টাইন) ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। ছাগল বা ভেড়ার ঘর স্থাপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিবেশীর বাড়িতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়।

১৪। ছাগল বা ভেড়াকে অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। যখন ছেড়ে পালন করা হবে তখন খেয়াল রাখতে হবে যেন ছাগল বা ভেড়া প্রতিবেশীর শস্য বা ফসল বা চারা গাছের ক্ষতি না করে।

১৬। রোগ দেখা দেয়ার আগেই সুস্থ ছাগলকে পিপিআর রোগের টিকা দিতে হবে। অবশ্যই টিকার শিডিউল অনুযায়ী টিকা প্রদান করতে হবে। এতে অধিক সময়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।

১৭। ছাগল পিপিআর রোগে মারা গেলে অবশ্যই দূরে কোথাও গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

১৮। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ছাগলকে কুমিনাশক খাওয়াতে হবে।

কার্যক্রম ০৩: কৌকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন

৩.৩। কৌকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন: বাংলাদেশে কৌকড়া চাষ একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। আন্তর্জাতিক বাজারে, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কৌকড়ার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ এই খাতে উল্লেখযোগ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।



তবে, দেশের কৌকড়া শিল্প এখনও প্রধানত সুন্দরবন ও প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে সংগৃহীত বন্য কৌকড়ার ওপর নির্ভরশীল, যা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এই প্রেক্ষাপটে, কৌকড়ার কৃত্রিম প্রজনন ও আধুনিক হ্যাচারিতে কৌকড়ার পোনা উৎপাদন করে কৌকড়া চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। টেকসই কৌকড়া চাষের জন্য হ্যাচারির মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখিত প্রেক্ষিতে, RHL-প্রকল্পটি উপকূলীয় অঞ্চলে ৫০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌকড়া হ্যাচারি উন্নয়নে কাজ করবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় উল্লেখিত নির্বাচনের মানদণ্ডের ভিত্তিতে কৌকড়া হ্যাচারির জন্য সদস্য নির্বাচন করবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত এলাকায় পরামর্শ সভা পরিচালনা করবে। তারা উপকারভোগীদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবে এবং অনুমোদনের জন্য পিকেএসএফ-এর কাছে জমা দেবে। পিকেএসএফ-এর PMU প্রতিনিধিরা উপকারভোগী তালিকা যাচাই করতে এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের



অনুমোদন প্রদানের জন্য পরিদর্শন করবেন। হ্যাচারির কাঠামো মেশিন-তৈরি সিমেন্ট-বালি ইট বা ব্লক, কংক্রিট এবং ঢেউতোলা শীট দিয়ে তৈরি করা হবে। উদ্যোক্তা পর্যায়ে একটি কাঁকড়া হ্যাচারির আনুমানিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি চক্রে ১০০,০০০ ক্রাবলেট বা কিশোর কাঁকড়া। হ্যাচারিতে ৬-৮টি লার্ভা পালন ট্যাঙ্ক, ২-৪টি শোখন ট্যাঙ্ক, ২টি ফিল্টার ট্যাঙ্ক, ২টি সমুদ্রের জল শোখন ট্যাঙ্ক এবং ১টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক থাকবে। ফিল্টার ট্যাঙ্কটি এমনভাবে স্থাপন করা উচিত যাতে এর তলদেশ লার্ভা পালন ট্যাঙ্কের চেয়ে কমপক্ষে ১ ফুট উঁচুতে থাকে। এটি ফিল্টার ট্যাঙ্ক থেকে লার্ভা পালন এবং শোখন ট্যাঙ্কে পানির মসৃণ প্রবাহ নিশ্চিত করবে। লার্ভা পালন ট্যাঙ্ক, শোখন ট্যাঙ্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারী কাঁকড়া পালন স্থান ইটের ঘরের এক অংশে অবস্থিত হবে এবং নিষ্ক্রিয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সর্বোত্তম তাপমাত্রা বজায় রাখা হবে। গভীর সমুদ্র থেকে সংগৃহীত পানি একটি রিজার্ভ ট্যাঙ্কে সংরক্ষণ করা হবে। সমুদ্রের পানি ক্লোরিন দিয়ে শোখন করা হবে এবং ডি-ক্লোরিনেশনের পরে, এটি ফিল্টার ট্যাঙ্ক দ্বারা ফিল্টার করা হবে। ফিল্টার করা পানি জোয়া পালনের জন্য লার্ভা পালন ট্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করা হবে (প্রথম দিন লার্ভা)। হ্যাচারি মালিকরা বন্য গর্ভবতী নারী কাঁকড়া দিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করবেন। সংগ্রাহকরা প্রাকৃতিক উৎস থেকে, বিশেষ করে গভীর সমুদ্র থেকে বন্য গর্ভবতী নারী কাঁকড়া ধরেন। সাধারণত, সংগ্রাহকরা ম্যানগ্রোভ বা মোহনা থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্রাবলেট/কিশোর কাঁকড়া বা কাঁকড়া সংগ্রহ করেন। ফলস্বরূপ, এটি প্রাকৃতিক সম্পদ বা জীববৈচিত্র্যের জন্য একটি বড় হুমকি। প্রকল্পটি গভীর সমুদ্র থেকে অল্প পরিমাণে স্ত্রী কাঁকড়া সংগ্রহ করবে, যা থেকে লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া উৎপাদিত হবে। ডিম ফোটানোর পর, জোয়াকে ক্রাবলেট/কিশোর কাঁকড়ায় রূপান্তরিত করার প্রযুক্তিগত নীতি অনুসরণ করে তারা হ্যাচারিতে ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জোয়াকে লালন-পালন করবে। এই সময়ের মধ্যে, প্রতিটি ক্রাবলেট/কিশোর কাঁকড়ার ওজন ০.১ গ্রাম বৃদ্ধি পাবে। এই পর্যায়ে, তারা ক্রাবলেট/কিশোর কাঁকড়াগুলিকে নার্সারিগুলিতে বিক্রি করবে। হ্যাচারির মালিকরা ক্রাবলেট/কিশোর কাঁকড়াগুলিকে তাদের বয়সকাল পর্যন্ত লালন-পালন করতে পারবেন। প্রকল্পের কর্মকান্ড “কাঁকড়া উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা”-এর অধীনে প্রাথমিক পরিচালনা খরচ হিসেবে হ্যাচারি নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা এবং ঋণ প্রদান করবে।

উপকরণের বর্ণনা:

ক) রেইনফোর্সড কংক্রিট (আরসিসি) ভবন/আবাসনের জন্য: পুরো ফ্রেম কাঠামো (পাদদেশ, কলাম, গ্রেড বিম, স্ল্যাব এবং লিফ্টেল) স্থাপন করা হবে।

খ) যদি ভবনটি আরসিসি দ্বারা নির্মিত হয়, তাহলে বাইরের এবং ভিতরের দেয়ালগুলি ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি করা হবে এবং সিমেন্ট প্লাস্টার দিয়ে শেষ করা হবে।

গ) আধা-পাকা ভবনের জন্য: ভিত্তি এবং সমস্ত দেয়াল ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি করা হবে। ছাদটি কাঠের বা এমএস অ্যাঞ্জেল ট্রাস সহ সিজিআই শিট ছাদ দিয়ে তৈরি করা হবে। অবশেষে, সমস্ত সিভিল কাজ সিমেন্ট প্লাস্টার দিয়ে শেষ করা হবে।

ছক ০৮: কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
১। পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	✓		স্বল্প মাত্রা	হ্যাচারি তৈরির জন্য ছোট আকারের নির্মাণ কার্যক্রম রয়েছে। তাই, নির্মাণ পর্যায়ে ডেনের পানি নিক্ষেপনে বাঁধা, ধুলো এবং শব্দ দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে।
২। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা	✓		স্বল্প মাত্রা	হ্যাচারি তৈরিতে ছোটখাটো নির্মাণ কার্যক্রম থাকবে তবে শ্রমিকদের আঘাতের ঝুঁকি বেশ কম। উপরন্তু, জোরপূর্বক শ্রম বা শিশু শ্রমে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
৩। কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা	✓		মাঝারি মাত্রা	কাঁকড়া হ্যাচারির চারপাশে মাটি এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, ইতিমধ্যে লবণাক্ত প্রবণ এলাকা এই কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা হবে।
৪। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	✓		স্বল্প মাত্রা	এই কার্যক্রমগুলিতে নির্মাণ কাজে মহিলাদের শ্রম জড়িত থাকতে পারে। তাই, কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে স্থানীয় অন্যান্য মানুষ বা সহকর্মীদের দ্বারা তারা প্রভাবিত হতে পারে অথবা এর ফলে নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন		✓		এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোনও সরকারি জমি বা বিতর্কিত জমি ব্যবহার করা হবে না।

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
৬। জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা		✓		সংগ্রাহকরা প্রাকৃতিক উৎস থেকে, বিশেষ করে গভীর সমুদ্র থেকে বন্য গর্ভবতী স্ত্রী কাঁকড়া ধরেন। সাধারণত, সংগ্রাহকরা ম্যানগ্রোভ বা মোহনা থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্রাবলেট বা কাঁকড়া সংগ্রহ করেন। ফলস্বরূপ, এটি প্রাকৃতিক সম্পদ বা জীববৈচিত্র্যের জন্য একটি বড় হুমকি। প্রকল্পটি গভীর সমুদ্র থেকে অল্প পরিমাণে স্ত্রী কাঁকড়া সংগ্রহ করবে, যা থেকে লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া উৎপাদন করা হবে। কাঁকড়া হ্যাচারি বন্য কাঁকড়া ধরা কমাবে এবং প্রকৃতিতে কাঁকড়ার মজুদ বৃদ্ধি করবে, যা জীববৈচিত্র্যের উপর প্রকল্পের হস্তক্ষেপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব। তবে, যেহেতু প্রকল্পটি কোনও সুরক্ষিত বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে নয় তাই কার্যক্রমগুলো পরিবর্তিত, প্রাকৃতিক এবং/অথবা গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে বা সুরক্ষিত বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাস্তুতন্ত্রে অবস্থান করার কোনও সম্ভাবনা নেই।
৭। উপ-জাতি বা ঐতিহাসিক স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ	✓	✓	স্বল্প মাত্রা	প্রকল্প এলাকায় নগণ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের জন্য মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে।
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত স্থাপনা নেই।			
৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রাসঙ্গিক নয়			
১০. স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তথ্য প্রকাশ	✓		স্বল্প মাত্রা	প্রকল্পটি একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (SEP) তৈরি করেছে যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করে এবং প্রকল্পে তাদের চাহিদা এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে, যার মধ্যে একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপরোক্ত স্ক্রিনিংয়ে দেখা গেছে যে কর্মকান্ডটির কিছু প্রভাব পড়তে পারে, যার জন্য কিছু প্রশমন ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। প্রকল্পটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করবে যেখানে ক্লোরিনেশনের মতো জল পরিশোধনের সুবিধা প্রয়োজন হবে। হ্যাচারিটি কার্যকরী পর্যায়ে লবণাক্ত পানি ব্যবহার করবে এবং গভীর সমুদ্র থেকে পাইপের মাধ্যমে প্রায় 25 ppt লবণাক্ত পানি সংগ্রহ করা হবে। তাই, আশেপাশের এলাকায় পানি এবং মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। এটিও উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে ক্লোরাইড অনুমোদিত সীমা 150-600 mg/l। এছাড়াও, আশেপাশে কোনও লবণাক্ত পানি নিষ্কাশন করা হবে না। ক্লোরিনেশন এবং পরিস্রাবণের পরে এই পানি পুনঃব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে, শ্রমিকদের মাস্ক, হ্যান্ড-গ্লাভস, হেলমেট ইত্যাদি সহ ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরতে হতে পারে। ধুলো কমানোর জন্য, নির্মাণ কার্যক্রমে পানি-স্প্রে ইত্যাদির প্রয়োজন হবে।

ছক ০৯: কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

কর্মকান্ডের নাম	সম্ভাব্য প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা
কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন	হ্যাচারি স্থাপনের কারণে উৎপাদনশীল জমির ক্ষতি	লবণাক্ত পুকুর, অনুর্বর ও পতিত জমি হ্যাচারি স্থাপন এবং মাটি সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হবে; কোন কৃষি/উৎপাদনশীল জমি ব্যবহার করা হবে না।
	পানির লবণাক্ততা	কাঁকড়া হ্যাচারির লোনা পানি খোলা জায়গা বা ভূপৃষ্ঠের জলাশয়ে ফেলা হবে না; 3R মডেলিং (হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং পুনঃব্যবহার) ব্যবহার করা হবে; ডিক্লোরিনেশনের পাশাপাশি পরিস্রাবণ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে; প্রয়োজনে ডি-স্যালাইনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে।
	মাটির লবণাক্ততা	শেডের ভেতরে স্থাপিত বেশ কয়েকটি চেষ্টার হ্যাচারির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে; সমুদ্র থেকে হ্যাচারিতে লবণাক্ত পানি সংগ্রহের জন্য পিভিসি পাইপ ব্যবহার করা হবে; মাটির লবণাক্ততা দূর করার জন্য হাঁসের আগাছার ব্যবহার; বৃষ্টির পানি দিয়ে মাটি ধোঁয়া ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে।
	বায়ু দূষণ	উপকরণ পরিবহনের সময় সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) চালিত যানবাহন ব্যবহার করা হবে; হ্যাচারির জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে; হ্যাচারি পরিচালনার জন্য ডিজেল চালিত ডিভাইস ব্যবহার করা হবে না।
	হ্যাচারির বর্জ্য	হ্যাচারির বর্জ্য, বিশেষ করে কাঁকড়া মাটিতে পুঁতে রাখলে পচে যাবে।

কর্মকাণ্ডের নাম	সম্ভাব্য প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা
কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন	জলাবদ্ধতা	রাস্তা এবং ড্রেনের ধারে বা পাশে নির্মাণ সামগ্রী সংরক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
	ধুলা এবং শব্দ দূষণ	ভালো গুণগত মানের প্রস্তুতকৃত নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হবে; ধুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মাণস্থলে পানি স্প্রে করা নিশ্চিত করা হবে; মেশিন থেকে শব্দ কমাতে যান্ত্রিক তৈলাক্তকরণ সর্বাধিক করা হবে; ভালো মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং দিনের বেলায় কাজ শেষ করা নিশ্চিত করা হবে।
	লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানির ঝুঁকি	সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা করা হবে; কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। কমিউনিটির মানুষকে শ্রমিক হিসেবে সম্পৃক্ত করা হবে এবং পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা হবে।
	পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা	শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) নিশ্চিত করা; এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটির লোকজনকে সম্পৃক্ত করা হবে; শিশুশ্রম এড়ানো হবে।

কার্যক্রম ০৪: কাঁকড়া নার্সারদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা

৩.৪। কাঁকড়া নার্সারদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা: প্রকল্পের কার্যক্রমে হ্যাচারি মালিক এবং কাঁকড়া চাষীদের মধ্যে একটি গৌণ দল জড়িত থাকবে। প্রকল্পটি এই দলটিকে "কাঁকড়া নার্সার" হিসাবে অভিহিত করেছে। কাঁকড়া সংগ্রহকারীরা (যাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ নারী) ক্রাবলেট/কিশোর কাঁকড়া পালনে নিযুক্ত থাকবেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কাঁকড়া নার্সারি নির্বাচনের মানদণ্ডের ভিত্তিতে নার্সারি নির্বাচন করবেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মীরা উপকারভোগী নির্বাচন করার জন্য নির্বাচিত এলাকায় পরামর্শ সভা পরিচালনা করবেন। তারা উপকারভোগীদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং অনুমোদনের জন্য পিকেএসএফ-এর কাছে জমা দেবেন। পিকেএসএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিনিধিরা উপকারভোগী তালিকা যাচাই করতে এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অনুমোদন প্রদানের জন্য পরিদর্শন করবেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের সাথেও জড়িত থাকতে পারেন, যা উৎপাদন শৃঙ্খলের তৃতীয় অংশ। কাঁকড়া নার্সারিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ক্রাবলেট/কিশোর কাঁকড়া পরিবহন এবং যন্ত্রের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রতি বর্গমিটারে পাঁচটি করে কাঁকড়া পোনা বিবেচনা করলে, একজন নার্সারি ২০০০টি কাঁকড়া পোনা লালন-পালন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুকুর তৈরির জন্য, অ্যামোনিয়া এবং pH ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য চুন ব্যবহার করা হবে। তারপর, পুকুরটি একটি জাল এবং ত্রিপোলি (এক ধরনের মাদুর) দিয়ে ঢেকে ডাইক দিয়ে ঘেরা হবে।

নার্সার হ্যাচারি থেকে কঁকড়া পোনা কিনে দেড় থেকে দুই মাস ধরে লালন-পালন করবে। এই পর্যায়ে বাচ্চা কঁকড়াগুলির ওজন ৪০-৫০ গ্রাম হবে এবং পুকুরে বেড়ে উঠতে সক্ষম হবে। নার্সারিরা বাচ্চা কঁকড়াগুলি কঁকড়া নার্সারি এবং মোটাতাজাকরণকারীদের কাছে বিক্রি করবে।



ছক ১০: কঁকড়া নার্সারদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কর্মকান্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
১। পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	✓		স্বল্প মাত্রা	এই কার্যক্রমের আওতায় কঁকড়া পালনকারীদের ক্রাবলেট পালনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। পুকুরের পাড় মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে এবং পুকুর প্রস্তুতির পর্যায়ে অ্যামোনিয়া ও pH ভারসাম্য বজায় রাখতে চুন ব্যবহার করা হবে।
২। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা	✓		স্বল্প মাত্রা	পুকুরের পাড় উঁচু করা ও বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ফলস্বরূপ, শ্রমিকদের আঘাতের ঝুঁকি সীমিত। তবে প্রকল্পের কার্যক্রমে, বিশেষ করে কঁকড়া চাষে, শিশুশ্রম নিয়োগের কিছু অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি রয়েছে যা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা ঘটতে পারে।
৩। কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা	✓		মাঝারি মাত্রা	এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্রাবলেট/কিশোর কঁকড়া পালন করা হবে। তাই, পুকুরের চারপাশে মাটি এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ, বিদ্যমান লবণাক্ত প্রবণ এলাকা ব্যবহার করা হবে এবং কঁকড়া চাষের সাথে ইতিমধ্যে জড়িত ব্যক্তিদেরও এই কার্যকলাপের জন্য নির্বাচন করা হবে।
৪। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	✓		স্বল্প মাত্রা	কঁকড়া চাষের জন্য পরিবারের সদস্যরা পুকুর প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত থাকবেন, যেমন পুকুরের পাড় তোলা, বেড়া দেওয়া ইত্যাদি। কখনও কখনও কমিউনিটিভিত্তিক শ্রমিকের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
				এক্ষেত্রে, নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাঁকড়া চাষ পরিচালনার জন্য গভীর সমুদ্রের জল সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে, যেহেতু চিংড়ি হ্যাচারি থেকে ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রের জল জমা হচ্ছে, তাই নতুন করে দূষণ হবে না। তাছাড়া, চুন এবং জৈব সার ব্যবহারের সময় কমিউনিটির স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন			✓	এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোনও সরকারি জমি বা বিতর্কিত জমি ব্যবহার করা হবে না।
৬। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা			✓	কাঁকড়া পালনকারীরা বন্য কাঁকড়া ধরা কমাতে এবং প্রকৃতিতে কাঁকড়ার মজুদ বৃদ্ধি করবে, যা জীববৈচিত্র্যের উপর প্রকল্পের হস্তক্ষেপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপকারী প্রভাব। তবে, যেহেতু প্রকল্পটি কোনও সুরক্ষিত বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাস্তবসংস্থান এলাকায় নয়, তাই কার্যক্রমটি পরিবর্তিত, প্রাকৃতিক এবং/অথবা গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে বা সুরক্ষিত বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাস্তবসংস্থানে অবস্থান করার কোনও সম্ভাবনা নেই।
৭। উপ-জাতি বা ঐতিহাসিক স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ	✓	✓	স্বল্প মাত্রা	প্রকল্প এলাকায় নগণ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের জন্য মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে।
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ				সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত স্থাপনা নেই।
৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি				প্রাসঙ্গিক নয়
১০. স্টেকহোল্ডার অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং তথ্য প্রকাশ	✓	✓	স্বল্প মাত্রা	প্রকল্পটি একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (SEP) তৈরি করেছে যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করে এবং প্রকল্পে তাদের চাহিদা এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে, যার মধ্যে একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কাঁকড়া নার্সারদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের স্ক্রিনিংয়ে দেখা গেছে যে এই কার্যকলাপের প্রভাব ন্যূনতম, যার জন্য কিছু প্রশমন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। পানি ও মাটির লবণাক্ততা, উৎপাদনশীল জমির ক্ষতি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা পাওয়া গেছে। পানি ও মাটিতে লবণাক্ততার বিস্তার হবে না কারণ গভীর সমুদ্রের জল বা লবণাক্ত জল ইতিমধ্যেই চিংড়ির হ্যাচারি থেকে জমা হচ্ছে। এছাড়াও কাঁকড়া নার্সারি কার্যক্রমটি শুধুমাত্র বিদ্যমান লবণাক্ত প্রবণ এলাকাগুলিতে পরিচালিত হবে। প্রভাব কমাতে, বিশেষজ্ঞ এবং কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নিম্নলিখিত পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

ছক ১১: কাঁকড়া নার্সারদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

কর্মকান্ডের নাম	সম্ভাব্য প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা
কাঁকড়া নার্সারদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা	উৎপাদনশীল জমির ক্ষতি	ইতিমধ্যে লবণাক্ত প্রবণ পুকুর, অনুর্বর ও পতিত জমি নার্সারি স্থাপন এবং মাটি সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হবে; কোনও কৃষি/উৎপাদনশীল জমি ব্যবহার করা হবে না।
	পানির লবণাক্ততা	বিদ্যমান লবণাক্ত জলাধার বা ঘেরই কেবল ব্যবহার করা হবে; নিয়মিত বিরতিতে পুকুর বা খামারে মিষ্টি পানি প্রবেশ করানো হবে।
	মাটির লবণাক্ততা	শুধুমাত্র লবণাক্ত জলাশয় ও পুকুর ব্যবহার করা হবে; মাটির লবণাক্ততা দূর করার জন্য জৈব পদার্থ এবং সার ব্যবহার করা হবে; সুষ্ঠুভাবে পানি প্রবেশ এবং বহির্গমন নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে; পুকুর বা খামারের পাড়ে গাছ লাগানো হবে।
	লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানির ঝুঁকি	সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা করা হবে; কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। কমিউনিটির মানুষকে শ্রমিক হিসেবে সম্পৃক্ত করা হবে এবং পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা হবে।
	পেশা স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা	পুকুর তৈরির সময় বেড়া এবং জাল ব্যবহার করা হবে; কাঁকড়ার বর্জ্য, বিশেষ করে মৃত কাঁকড়া মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে।

কার্যক্রম ০৫: কঁকড়া চাষীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা

৩.৫। কঁকড়া চাষীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা: উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে যেখানে অন্য কোন কিছু চাষাবাদ করা যায় না সে জায়গা কঁকড়া চাষের উপযুক্ত। কাকড়া দ্রুত বর্ধনশীল, ৪-৫ মাসেই বাজারজাত করা যায়। কঁকড়ার বাজারদর ভালো ও আন্তর্জাতিক বাজারেও প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, প্রকল্পটি শক্ত খোলস এবং নরম খোলস উভয় রপ্তানি-মানের কঁকড়া উৎপাদনের জন্য তৃতীয় স্তরের কঁকড়া চাষীদের (৫০ শতাংশ নারী) নির্বাচন করবে।



বাস্তবায়নকারী সংস্থা উপকারভোগীদের নির্বাচন করার জন্য নির্বাচিত এলাকায় পরামর্শ সভা পরিচালনা করবে। তারা উপকারভোগীদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবে এবং কঁকড়া চাষের নির্বাচনের মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে অনুমোদনের জন্য পিকেএসএফ-এর কাছে জমা দেবে। পিকেএসএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিনিধিরা উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই করতে এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অনুমোদন প্রদানের জন্য পরিদর্শন করবে। তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। কঁকড়া চাষীগণ নার্সারি থেকে ক্রাবলেট/কিশোর কঁকড়া কিনে বাজারজাত করার আগে ৩০ থেকে ৪০ দিন ধরে তাদের লালন-পালন করবে। প্রকল্পটি ফল-মাছ-আঁশ (৩-এফ মডেল) সমন্বিত কঁকড়া চাষ এবং কঁকড়া-পুকুর বা ঘেরের আশেপাশে বৃক্ষরোপণকে উৎসাহিত করবে। প্রতিটি কঁকড়া চাষী কঁকড়া-পুকুর বা ঘেরে কমপক্ষে ২০টি ম্যানগ্রোভ গাছের চারা এবং পুকুরের চারপাশে ফলের গাছ রোপণ করবেন। গাছগুলি কাঠ, জ্বালানি এবং ফল সরবরাহ করবে, পুকুরে বেড়ে ওঠা কঁকড়া পাশাপাশি কঁকড়া চাষীদের অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পাবে।

ছক ১২: কঁকড়া চাষীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তাকার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
১। পরিবেশ ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	✓		স্বল্প মাত্রা	এই কার্যক্রমের আওতায় কঁকড়া পালনকারীদের ক্রাবলেট পালনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। পুকুরের পাড় মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে এবং পুকুর প্রস্তুতির পর্যায়ে অ্যামোনিয়া এবং pH ভারসাম্য বজায় রাখতে চুন ব্যবহার করা হবে।
২। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা	✓		স্বল্প মাত্রা	পুকুরের পাড় উঁচু করা ও বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ফলে, শ্রমিকদের আঘাতের ঝুঁকি সীমিত। তবে প্রকল্পের কার্যক্রমে, বিশেষ করে কঁকড়া চাষে, শিশুশ্রম নিয়োগের কিছু অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি রয়েছে যা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা ঘটতে পারে।

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
৩। কার্যকরী সম্পদ ব্যবহার, দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনা	✓		স্বল্প মাত্রা	এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কাঁকড়া পালন করা হবে। তাই, পুকুরের চারপাশে মাটি এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, বিদ্যমান লবণাক্ত প্রবণ এলাকা ব্যবহার করা হবে এবং কাঁকড়া চাষের সাথে ইতিমধ্যে জড়িত ব্যক্তিদেরও এই কার্যকলাপের জন্য নির্বাচন করা হবে।
৪। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	✓		স্বল্প মাত্রা	কাঁকড়া চাষের জন্য পরিবারের সদস্যরা পুকুর প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত থাকবেন, যেমন পুকুরের পাড় তোলা, বেড়া দেওয়া ইত্যাদি। কখনও কখনও কমিউনিটিভিত্তিক শ্রমিকের প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে, নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাঁকড়া চাষ পরিচালনার জন্য গভীর সমুদ্রের জল সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে, যেহেতু চিংড়ি হ্যাচারি থেকে ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রের জল জমা হচ্ছে, তাই নতুন করে দূষণ হবে না। তাছাড়া, চুন এবং জৈব সার ব্যবহারের সময় কমিউনিটির স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন		✓		এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোনও সরকারি জমি বা বিতর্কিত জমি ব্যবহার করা হবে না।
৬। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা		✓		প্রকল্পটি কোনও সুরক্ষিত বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাস্তুসংস্থান এলাকায় নয়, তাই কার্যক্রমটি পরিবর্তিত, প্রাকৃতিক এবং/অথবা গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে বা সুরক্ষিত বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাস্তুসংস্থানে অবস্থান করার কোনও সম্ভাবনা নেই।
৭। উপ-জাতি বা ঐতিহাসিক স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ	✓		স্বল্প মাত্রা	প্রকল্প এলাকায় নগণ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের জন্য মুক্ত, পূর্ব ও অবহিত সম্মতি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে।
৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ				সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত স্থাপনা নেই।

প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	ঝুঁকি	কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা
৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি				প্রাসঙ্গিক নয়
১০. স্টেকহোল্ডার অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং তথ্য প্রকাশ	✓	✓	স্বল্প মাত্রা	প্রকল্পটি একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (SEP) তৈরি করেছে যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করে এবং প্রকল্পে তাদের চাহিদা এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে, যার মধ্যে একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কাঁকড়া চাষীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের স্ক্রিনিংয়ে দেখা গেছে যে এই কার্যকলাপের কিছু প্রভাব রয়েছে যার জন্য কিছু প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে। প্রভাব কমাতে, বিশেষজ্ঞ এবং কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নিম্নলিখিত পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

ছক ১৩: কাঁকড়া চাষীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

কর্মকান্ডের নাম	সম্ভাব্য প্রভাব	প্রতিকার ব্যবস্থা
কাঁকড়া চাষীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা	উৎপাদনশীল জমির ক্ষতি	ইতিমধ্যে লবণাক্ত প্রবণ পুকুর, অনুর্বর ও পতিত জমি নার্সারি স্থাপন এবং মাটি সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হবে; কোনও কৃষি/উৎপাদনশীল জমি ব্যবহার করা হবে না।
	পানির লবণাক্ততা	বিদ্যমান লবণাক্ত জলাধার বা ঘেরই কেবল ব্যবহার করা হবে; নিয়মিত বিরতিতে পুকুর বা খামারে মিষ্টি পানি প্রবেশ করানো হবে।
	মাটির লবণাক্ততা	শুধুমাত্র লবণাক্ত জলাশয় ও পুকুর ব্যবহার করা হবে; মাটির লবণাক্ততা দূর করার জন্য জৈব পদার্থ এবং সার ব্যবহার করা হবে; সুষ্ঠুভাবে পানি প্রবেশ এবং বহির্গমন নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে; পুকুর বা খামারের পাড়ে গাছ লাগানো হবে।
	লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানির ঝুঁকি	সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা করা হবে; কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।
	পেশা স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা	কমিউনিটির মানুষকে শ্রমিক হিসেবে সম্পৃক্ত করা হবে এবং পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা হবে।
		পুকুর তৈরির সময় বেড়া এবং জাল ব্যবহার করা হবে; কাঁকড়ার বর্জ্য, বিশেষ করে মৃত কাঁকড়া মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে।

কাঁকড়া চাষের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা:

- ❑ চাষের জন্য ১০-২৫ ppt মাত্রার লবণাক্ত পানি ব্যবহার করা। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নতুন করে কোন জলাশয়ে কাঁকড়া চাষের উদ্দেশ্যে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ করানো না হয়।
- ❑ প্রাকৃতিক উৎসের পরিবর্তে হ্যাচারি ও নার্সারি থেকে সংগৃহীত পোনা ব্যবহার করা।
- ❑ কাঁকড়াকে ছোট মাছ, শামুক, চিংড়ির মাথা বা বিশেষ কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া এবং অতিরিক্ত খাবার প্রদান না করা।
- ❑ কাঁকড়া খোলস পাল্টানোর সময়ে বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ❑ পানি পরিষ্কার রাখা, পিএইচ, তাপমাত্রা ও অক্সিজেন মাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।
- ❑ পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার করা।
- ❑ ক্ষতিগ্রস্ত কাঁকড়াকে আলাদা রাখা।
- ❑ প্রয়োজনে প্রশিক্ষিত কারিগরি পরামর্শ গ্রহণ।

কার্যক্রম ০৬: বসতবাড়িতে সবজি চাষ

৩.৬। বসতবাড়িতে সবজি চাষ: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিবিধ কারণে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্য ও শাক-সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও বর্ধিত জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির মাত্র ৩ শতাংশ অর্থাৎ ৪,২৯,০০০ হেক্টর জমিতে শাক-সবজি আবাদ হয়ে থাকে।



বলা বাহুল্য শাক-সবজি আবাদের জন্য এই পরিমাণ জমি খুবই অপ্রতুল। আবার অন্য দিকে এই পরিমাণ শাক-সবজির বেশির ভাগই উৎপাদন হয় শীত মৌসুমে। বছরের অন্যান্য সময় শাক-সবজির যোগান খুবই অপর্যাপ্ত। এছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে শাক-সবজি উৎপাদন ব্যহত হয়ে থাকে। এ কারণে RHL প্রকল্পের মাধ্যমে বসতবাড়ির আশেপাশের পতিত জমিতে বছরব্যাপী বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা সহনশীল শাক-সবজি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে একদিকে যেমন পতিত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের কাছে সারা বছর বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি সহজলভ্য হবে এবং অধিক পরিমাণে শাক-সবজি গ্রহণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে।

মৌসুম ভিত্তিক সবজির শ্রেণীবিন্যাস:

১. শীতকালীন বা রবি সবজি: যে সকল সবজি শীতকালে (অক্টোবর-মার্চ) চাষ করা হয় তাদেরকে শীতকালীন বা রবি সবজি বলা হয়। কপি গোত্রের বিভিন্ন সবজি (বাধাকপি, ওলকপি, শালগম, ফুলকপি), আলু, টমেটো, শিম, বরবটি, লাউ, মুলা, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি শীতকালীন সবজি।

২. গ্রীষ্মকালীন বা খরিফ সবজি: যে সকল সবজি গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) চাষ করা হয় সেগুলোকে গ্রীষ্মকালীন বা খরিফ সবজি বলা হয়।

কুমড়া জাতীয় সবজি (চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া), টেঁড়স, পুঁইশাক, ডাঁটা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি সবজি গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়।

৩. উভয়-মৌসুমি সবজি: বেগুন, মরিচ, টেঁড়স, লালশাক, কলমিশাক, পেঁপে ইত্যাদি উভয় মৌসুমে জন্মানো যায়। যে সকল সবজি বছরের যে কোনো সময় চাষ করা যায় তাদেরকে উভয় মৌসুমি সবজি বলা হয়।



সবজী চাষের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

১। পর্যাপ্ত চাষ ও মই দিয়ে মাটি বুরবুরে ও ঢেলামুক্ত করতে হবে।

২। চাষের গভীরতা ২৫-৩০ সেমি (প্রায় ১ফুট) হওয়া প্রয়োজন।

৩। জমির আগাছা শেকড়সহ বাছাই করে বেড তৈরি করতে হবে।

৪। বেড তৈরির সময় জমিতে জৈব সার যেমন- পচা গোবর বা কম্পোস্ট সার বেডের মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

৫। বেডের প্রস্থ ৩ ফুট এবং দৈর্ঘ্য জমির আকারের সাথে মিল রেখে করতে হবে।

৬। দুই বেডের মধ্যে ১ফুট ফ্রেন রাখতে হবে এবং সবজি মাদা তৈরিতে ১.৫ হাত×১.৫ হাত×১.৫ হাত মাপের গর্ত তৈরি করতে হবে।

৭। গর্তের মাটি তুলে গর্তের পাশে রেখে দিতে হবে এবং ৩:১ অনুপাতে মাটি ও গোবর/কম্পোস্ট সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

৮। গর্ত করে মাদা তৈরি করে তার চার দিকে সুন্দর করে বেড়া দিতে হবে।

৯। সবজি চাষের জন্য বস্তা তৈরির সময় প্রতিটি বস্তা রোদে শুকিয়ে জীবাণু/পোকা-মাকড় মুক্ত করতে হবে এবং প্রতিটি বস্তায় অর্ধেক পরিমাণ বুরবুরে মাটি ও অর্ধেক পরিমাণ শুকনো গোবর/প্রয়োজনীয় পরিমাণ কেঁচো সার প্রয়োগ করতে হবে।

১০। বস্তা এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যেন লবণাক্ত পানির সংস্পর্শে না আসে।

১১। বস্তায় লতা জাতীয় (মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা, লাউ, সিম ইত্যাদি) ও মসলা জাতীয় (আদা) বস্তা পদ্ধতিতে চাষ করা ভালো।

১২। চারা গজানোর পর থেকে ফুল ধরা পর্যন্ত সবজির পানি চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তারপর এ চাহিদা আবার কমতে থাকে। পানি সেচের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৩। সবজি ফসল ২-৩ দিনের বেশি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, তাই সবজি বেড়ে পানি জমাট বাঁধতে দেওয়া জাবে না।

১৪। শীত মৌসুমে সবজি চাষে বেশি সেচের প্রয়োজন হয়। আবার গ্রীষ্মকালে খরাজনিত কারণে সবজির সেচ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সাধারণত বৃষ্টি না থাকা অবস্থায় সবজির ফুল আসা পর্যন্ত জমিতে প্রতি ৩-৬ দিন অন্তর সেচ দেওয়া যেতে পারে।

১৫। বসতবাড়ির সবজি বাগানে আগাছার উপদ্রব তুলনামূলকভাবে কম হয়। সবজি বেড়ে আগাছা হলে তা সময় মতো নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। তবে নিড়ানি দেওয়ার সময় যাতে গাছের গোড়ার শেকড় কেটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১৬। সবজির মাদায় আগাছা দেখা মাত্রই তা হাত দিয়ে টেনে তুলে বা নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

১৭। মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য Mulching দেয়া যেতে পারে।

কার্যক্রম ০৭: বসতবাড়িতে বনায়ন

৩.৭। বসতবাড়িতে বনায়ন: ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, উপকূলীয় বন্যা ও উচ্চমাত্রার জোয়ার (High Tide) অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর ধরণ, তীব্রতা এবং সংঘটনমাত্রায় পরিবর্তন হচ্ছে।



ফলে উপকূলীয় এলাকার ঘরবাড়ি প্রায়ই পানিতে নিমজ্জিত হয় এবং দুর্যোগকালীন সময়ে আক্রান্ত মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা উঁচু বাধে আশ্রয় নেয়। এ সময়ে তাদের অনেক সম্পদ নষ্ট হয় অথবা হারিয়ে যায়। ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তাসহ জীবিকায়ন হুমকির মুখে পড়ছে। এই ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এই প্রাকৃতিক বিপদের সাথে খাপ খাইয়ে চলার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসতভিটা উঁচুকরণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু উঁচুকৃত বসতভিটা সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করলে পরবর্তী বন্যায় সব মাটি ধুয়ে যাবে এবং বসতভিটা উঁচুকরণের কাজটি টেকসই হবে না।

তাই উঁচুকৃত বসতভিটা টেকসই করতে RHL প্রকল্পের আওতায় নানাবিধ কাজ নেয়া হয়েছে। যেমন: ভিটা উঁচুকরণের পর ঢালের চারিদিকে দুর্বাঘাস রোপণ করা ও বসতভিটায় বৃক্ষ রোপণ করা। এছাড়াও ঢালের উপর বাঁশ, কলাগাছ, নারিকেল গাছ, সুপারিগাছ, খেজুর গাছসহ বিভিন্ন গাছ যা সংশ্লিষ্ট পরিবেশের সাথে যুতসই তা রোপণ করা। ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জাতের ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা। প্রায় প্রতিটি বসতবাড়িতে কৃষি বনায়নের অস্তিত্ব থাকলেও যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে তা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ফলে ধারণাটি পুরনো হলেও মানুষ এটা নিয়ে খুব একটা ভাবে না। অথচ পরিকল্পনামাফিক বসতবাড়িতে কৃষি বনায়নের মাধ্যমে একটি পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব। একটি আদর্শ বসতবাড়ির কৃষি বনায়ন ধারা গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত প্রধান দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে-

১. বসতবাড়ির চারপাশের সীমানায় বেড়া হিসেবে মান্দার, ভেরেন্ডা, পলাশ, জিগা ইত্যাদি উদ্ভিদ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে বসতবাড়ির সীমানা নির্ধারণ ছাড়াও সুরক্ষার কাজও করবে।
২. বসতবাড়ির আঙিনার ফাঁকা স্থানে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, বেল, পেঁপে, নিম, বহেড়া, হরীতকী, তুলসী, সজিনা, নারিকেল, সুপারি, বকুল ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যায়।
৩. বসতবাড়ির সীমানায় পুকুর থাকলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছের চাষ করতে হবে। পুকুরের পাড়ে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণ (নারিকেল, সুপারি, ইপিল-ইপিল, মেহগনি, খেজুর, কড়ই ইত্যাদি) করতে হবে। এতে গরমের সময় মাছের উপকার হয়। এখানে বেশি শিকড়বিশিষ্ট গাছ লাগালে পুকুরের পাড়ের মাটি ভাঙবে না।
৪. বিভিন্ন ছায়াসহনশীল উদ্ভিদ যেমন- আদা, হলুদ ইত্যাদি দুই বৃক্ষের মাঝে লাগাতে হবে।
৫. সর্বোপরি স্থান-অবস্থান, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, সামর্থ্য, সহজপ্রাপ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বসতবাড়ির কৃষি বনায়ন ধারার উপাদানগুলো নির্বাচন করতে হবে এবং যথাযথ নিয়মে এর পরিচর্যা করতে হবে।
- ৬। দ্রুত বর্ধনশীল ফলজ এবং বনজ বৃক্ষের সমন্বয়ে একটি বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য বসতবাড়ি বাগান গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে করে খাদ্যের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং সে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।
- ৭। সাধারণত সারা বছর গাছের চারা রোপণ করা গেলেও আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে গাছের চারা রোপণের উত্তম সময়। কারণ বর্ষা মৌসুমে একদিকে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে অপরদিকে মাটিতে রসের পরিমাণও যথেষ্ট থাকে। যা রোপিত চারা সতেজ রাখতে সহায়ক। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় বৃক্ষরোপণ করা ঠিক নয়। কারণ এ সময় মাটিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকে এবং গাছের শিকড়ের শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে, ফলে শিকড় পচে যায় এবং চারা মরে যায়।
- ৮। রোপিত চারাকে অবশ্যই প্রবল বাতাস, শিলাবৃষ্টি এবং জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।
- ৯। ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খুঁটি ব্যবহার করতে হবে। ৫ সে. মি. কাঠের খুঁটি অথবা ২.৫ সেমি. ব্যাসের স্টিলের খুঁটি ব্যবহার করা যেতে পারে। খুঁটি তারের ভিতর দিক থাকা বাঞ্ছনীয়।

১০। বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা যুক্ত খাঁচা দিয়ে গাছকে জীব-জন্তুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

১১। তার জাল বা পাতলা মশারির নেট দিয়ে চারার চারদিক ঘিরে দেয়া উত্তম।

১২। বসত বাড়িতে বৃক্ষ রোপণের সময় দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতির এবং যেসব গাছের ডাল-পালা কম হয় সেগুলো নির্বাচন করতে হবে যাতে খোলামেলা বাতাস সহজেই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে।

১৩। উত্তর পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত উঁচু প্রকৃতির গাছের চারা এবং পশ্চিম পার্শ্বে মাঝারি আকৃতির গাছ লাগানো উপযোগী।

১৪। বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে পেয়ারা, ডালিম, লেবু, পেঁপে প্রভৃতি ধরনের গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

১৫। দুই একটা নিমগাছ রোপণ করলে স্বাস্থ্যকর বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়।

১৬। ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গায় বস্তায় আদা ও হলুদের চাষ করা যেতে পারে।

১৭। বাড়ির গেটে কিছু বাহারী গাছ রোপণ করে বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।

১৮। বাড়ির ঢালে ধৈষ্ঠা বীজবপন করে মাটি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া যায়।

১৯। কলা গাছ রোপণ করে বাড়তি পুষ্টি ও আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। বন্যার সময় কলা গাছের ভেলা বন্যা প্লাবিত বাসিন্দাদের জরুরি বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০। পোকার আক্রমণ বেশি হলে সমন্বতি বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) অবলম্বন করতে হবে।

২১। বেড তৈরির সময় জমিতে জঁবে সার যেমন পচা গোবর বা কম্পোস্ট সার বেডের মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

২২। জৈব সার ব্যবহার এর উপর জোর দিতে হবে।

২৩। কীটপতঙ্গের উপদ্রব সহনশীল জাতের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

২৪। জৈবিক (বায়োলোজিক্যাল) এবং ফেরোমন ফাঁদ এর ব্যবহার বাড়াতে হবে।

২৫। স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে হবে।

২৬। ভূপৃষ্ঠের পানি দ্বারা সেচ এর উপর জোর দিতে হবে।

২৭। সেচের পানিরস পরিকল্পনা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে সেচের জন্য স্প্রে পদ্ধতি এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২৮। বৃষ্টির পানির ব্যবহার বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

২৯। ফসলের অবশিষ্টাংশ সার হিসাবে ব্যবহার করার উপর জোর দিতে হবে।

৩০। পরিশিষ্ট-৬ এ উল্লেখিত নিষিদ্ধ রাসায়নিকগুলোর ব্যবহার করা যাবে না।

কার্যক্রম০৮: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৩.৮। বর্জ্য: বিভিন্ন উৎস থেকে আসা যেসব পদার্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে না তাকে বর্জ্য বলে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে নানান ধরনের বর্জ্য তৈরি হয় যেমন: রান্নাঘরের ফেলে দেওয়া খাদ্য, শাকসবজির খোসা, পাতা, গবাদি পশুর গোবর, ছাগলের মাচার বর্জ্য, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট, পলিথিন, কাগজের প্যাকেট প্রভৃতি। এদের অনেকটাই জৈব বর্জ্য, যা সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যায়। এভাবে বর্জ্য থেকে তৈরি জৈব সার পরিবেশবান্ধব, খরচ সাশ্রয়ী এবং টেকসই কৃষির জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

৩.৮.১। গৃহস্থলি বর্জ্য:

আমাদের প্রতিদিনের রান্নার ফলে যে শাকসবজি, তরকারির খোসা, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি উৎপন্ন হয় কিংবা পলিথিন, কাগজের প্যাকেট, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি সবই গৃহস্থলি বর্জ্য। অর্থাৎ যেসব বর্জ্য আমাদের ঘরে উৎপন্ন হয় তাই গৃহস্থলি বর্জ্য।

৩.৮.২। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:

আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনর্ব্যবহার (Reuse) এবং নিক্ষেপনের সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বুঝায়। আমাদের প্রতিদিনের উৎপন্ন আবর্জনা যেমন- শাকসবজি, তরকারির খোসা, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট, পলিথিন, কাগজের প্যাকেট প্রভৃতি সংগ্রহ, নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া, পরিশোধন করা সবকিছু মিলেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

১। ঘর বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২। বর্জ্য পরিশোধন পদ্ধতি রাখতে হবে। 'খোলা স্থানে' আবর্জনা ফেলা যাবে না। প্রয়োজনে গর্ত করে তার মধ্যে পচনশীল আবর্জনা জৈব সারে পরিণত করে জমিতে ব্যবহার করতে হবে।

৩। পচনশীল আবর্জনা থেকে সার তৈরি করার জন্য প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪। কেঁচো সার/গর্তে সার উৎপাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৩.৮.৩। বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় জৈব সার ও কেঁচো সার উৎপাদন:

ক) জৈব সার:

জৈব সার হচ্ছে সেসব সার যা কোনো জীবের দেহ থেকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উদ্ভিদ বা গাছপালা বা প্রাণির ক্ষেত্রসাবশেষ থেকে প্রস্তুত করা যায়। যেমন: গোবর সার, সবুজ সার, খৈল ইত্যাদি।

৩.৮.৪। কম্পোস্ট সার প্রস্তুত প্রণালী: কম্পোস্ট হলো স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে প্রাপ্ত জৈব সার যা স্থানীয়ভাবে সহজেই সংগ্রহযোগ্য। বিভিন্ন প্রকার জৈব উপকরণ দ্বারা এ সার প্রস্তুত করা হয়। উপকরণের উপর ভিত্তি করে সার তৈরিতে দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে। উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে পচে যাওয়ার পর কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুইটি পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা যায়, যথা- গর্ত পদ্ধতি ও স্তুপ পদ্ধতি। বাংলাদেশে বেশিরভাগই পিট বা গর্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা হয়। এই পদ্ধতির প্রধান দুটি অসুবিধা হলো প্রথমত সময় বেশি লাগে, দ্বিতীয়ত সরাসরি কাঁচা মাটিতে গর্ত করলে বেশির ভাগ পুষ্টি উপাদান গর্তে ও চারিধারের মাটি শোষণ করে।



এ পদ্ধতিতে শাকসবজি বা ফলের অবশিষ্টাংশ, ঘাস লতাপাতা, অব্যবহৃত কাঠের ব্রাশ, চা বা কফির ফেলে দেয়া গুড়ো, ঘুণে ধরার ফলে সৃষ্ট কাঠের গুঁড়ো, গৃহপালিত পশুর বর্জ্য, এসব দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে কম্পোস্ট সার। শুধু ঘাস-লতাপাতা, সবজি বা ফলমূলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে কিংবা একটি ঝুড়িতে রেখে দিতে হবে। এটার জন্য আর কোনো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সার তৈরি হতে কয়েক মাস, এমনকি বছরও লেগে যেতে পারে। তবে যাদের বাড়িতে আবর্জনার পরিমাণ কম, যারা মিশ্র সার তৈরিতে খুব বেশি সময় ব্যয় করতে পারবেন না, তাদের জন্য এই পদ্ধতি খুব কাজে দিবে। দিনে একবার কম্পোস্ট সারের জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলোকে নেড়ে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে গর্ত করে আবর্জনা স্তুপাকারে রেখে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। স্তুপ এর সাথে চাইলে কিছু মাটিও মিশিয়ে দেয়া যাবে। এতে আবর্জনার পচন দ্রুত হবে। কারণ, মাটিতে এমন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু থাকে যারা বিভিন্ন জৈব পদার্থকে দ্রুত পচিয়ে দিতে পারে। আবর্জনার স্তুপটিতে প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে পানি দিতে হবে যেন সার তৈরির উপাদানগুলো আর্দ্র থাকে, কিন্তু ভিজ়ে চুপচুপে না হয়ে যায়। কারণ, এতে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হবে। যখন আবর্জনাগুলো পচে যেতে থাকবে তখন সেখান থেকে তাপ উৎপাদিত হবে। তাই মাঝে মাঝে আবর্জনার স্তুপ নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে এক থেকে তিন মাসের মাঝে ঘরের আবর্জনা থেকে তৈরি করা যাবে কম্পোস্ট বা জৈব সার। অপরদিকে হিপ বা স্তুপ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের কম্পোস্ট প্রস্তুত করা যায়। স্তুপ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী এর আকার ও আয়তন কম বেশি হতে পারে। তবে চওড়ায় ৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৫ ফুট হওয়া প্রয়োজন। এধরনের স্তুপে একাধিক প্রকোষ্ঠ বা খোপ থাকা ভালো। সর্বনিম্ন স্তরে এক ফুট খামার এর আবর্জনার স্তর (ঘাস পাতা, খাবার উচ্ছিষ্টাংশ) দিতে হবে। সর্বোচ্চ স্তরে আধাফুট উৎকৃষ্ট মানের মাটি ও গোবর/লিটার সারের মিশ্রণ দিতে হয়। যদি সম্ভব হয়, তবে কম্পোস্ট স্তুপটি একটি ছাউনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

যদি তা না হয়, তবে অন্তত এমন কিছু দিয়ে ঢাকতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা পায়। কিছুদিনের মধ্যে স্তুপের ভিতরের দিকে খুব গরম হতে থাকবে তখন বুঝা যাবে উপকরণগুলি পচতে শুরু করেছে। একে বেশি শুকানো বা ভেজা রাখা যাবে না। সম্পূর্ণরূপে পচে না যাওয়া পর্যন্ত উপকরণগুলি প্রতি সপ্তাহে একবার করে একই বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে ওলট পালট করে দিতে হবে। ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে উর্বর কালো মাটির মত কম্পোস্ট তৈরি হবে।

৩.৮.৫। কম্পোস্ট সারের উপকারিতা:

- ১। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- ২। ফসলের গুণমান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- ৩। মাটির পানি ধারণক্ষমতা বাড়ায়।
- ৪। পরিবেশ দূষণ রোধ করে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- ৫। রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে।
- ৬। খরচ কমায়।
- ৭। উৎপাদিত সবজির স্বাদ বাড়ায় ও স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ।



খ) ভার্মি কম্পোস্ট (কঁচো সার): ভার্মি-কম্পোস্ট বা কঁচো সার হলো একটি জৈব সার, যা কঁচোর মাধ্যমে গৃহস্থালির জৈব বর্জ্য ও গোবর পচিয়ে তৈরি হয়। এতে রাসায়নিক পদার্থ না থাকায় এটি মাটির জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং পরিবেশবান্ধব। এটি বর্জ্য থেকে মিথেন উৎপাদন বন্ধে সহায়তা করে ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রশমন কৌশল হিসেবেও কাজ করে।

৩.৮.৬। কঁচো সার প্রস্তুত পদ্ধতি: সার প্রস্তুত করার প্রথম ধাপে দরকার হবে সার প্রস্তুতকরণের জায়গা নির্ধারণ। জায়গা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাড়ির কোন এক পতিত জায়গাকে বেছে নিতে হবে। প্রথমে স্যানিটারি রিং এর ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পরিমাণমত কাঁচা গোবর ও আবর্জনা সংরক্ষণ করতে হবে। সংগৃহীত কাঁচা গোবর ও আবর্জনা গাঁদা করে পলিথিন অথবা পলিথিনের বস্তা দিয়ে ছায়া যুক্ত স্থানে মাটির উপরে অথবা মাটিতে গর্ত করে ৬-৮ দিন ঢেকে রাখতে হবে। এরপর কোদাল অথবা বেলচা দিয়ে উক্ত মাটিগুলো ওলট-পালট করে দিতে হবে যাতে করে গোবরে ৪০-৫০% আদ্রতা থাকে। যদি আদ্রতা না থাকে তাহলে গোবরের উপরে হালকা করে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ওলট-পালট করতে করতে যখন গোবর কালচে রং ধারণ করবে এবং গোবরের কাঁচা গন্ধ বা ঝাঁঝালো গন্ধ বের হয়ে যাবে তখন মনে করতে হবে স্যানিটারি রিং বা চারিতে ঢালার জন্য উপযোগী হয়েছে। এবার পচানো গোবর স্যানিটারি রিং বা চারিতে ঢালতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন স্যানিটারি রিং বা চারিতে কমপক্ষে দুই ইঞ্চি পরিমাণ খালি থাকে। তা না হলে রিং বা চারি হতে কঁচোগুলো বের হয়ে যেতে পারে।

প্রতি ১৫০ কেজি গোবর ও আবর্জনা মিশ্রণে নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রায় ২০০০ টি কেঁচো দিতে হবে। পরবর্তীতে স্যানিটারি রিং বা চারিকে মশারি বা নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কেননা কেঁচোর অন্যতম শত্রু যেমন-পিঁপড়া, মুরগি, উইপোকা, ইঁদুর ও তেলাপোকা ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মশারি বা নেট জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কেঁচোর প্রধান শত্রু লাল পিঁপড়া। কেঁচোর ডিমগুলোকে লাল পিঁপড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পরিমাণ মতো মরিচের গুড়া, হলুদের গুড়া, ডিটারজেন্ট পাউডার এবং লবণ একত্রে মিশিয়ে স্যানিটারি রিং বা চারির চারপাশে বর্ডারের মত করে দিতে হবে।



যাতে করে লাল পিঁপড়া কেঁচোর ডিমগুলোকে আক্রমণ করতে না পারে। এরপর বায়ু চলাচল করতে পারে এমন বস্তা বা চালা নির্বাচন করে উক্ত স্যানিটারি রিং বা চারির উপরে ঢেকে দিতে হবে। সেই সাথে স্যানিটারি রিং বা চারির উপরে দেওয়া বস্তা বা চালার উপরে একটু হালকা করে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে যেন পানির পরিমাণ খুব বেশী না হয় কারণ পানির পরিমাণ বেশি বা কম হলে উভয় অবস্থায় কেঁচো মারা যেতে পারে। স্যানিটারি রিং বা চারি অবস্থিত গোবরের উপরের অংশ কেঁচোর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পানি ছিটানো বন্ধ করে দিতে হবে। সঠিকভাবে যত্ন নিলে ৩০-৪০ দিনের মধ্যে কেঁচো সার প্রস্তুত হয়ে যাবে। কেঁচোর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সার তৈরীর সময় নির্ভর করে। সংখ্যা বেশী হলে দ্রুত কেঁচো সার তৈরি হবে। কেঁচো সার দেখতে চায়ের গুড়ার মত। সার তৈরি হওয়ার পর চৌবাচ্চা হতে সতর্কতার সাথে কম্পোস্ট তুলে চালুনি দিয়ে চালতে হবে। সার আলাদা করে কেঁচোগুলো পুনরায় কম্পোস্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হবে। কেঁচো সার বাজারের চাহিদা অনুযায়ী/ নিজস্ব ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সাইজের প্যাকেট/ বস্তা ভর্তি করে রাখা যেতে পারে।

৩.৮.৭। ভার্মি-কম্পোস্টের উপকারিতা:

- মাটির উর্বরতা ও গঠন উন্নত করে।
- জমির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ফসলের গুণগত মান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
- রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমায়।
- মাটির ক্ষতিকর জীবাণু দমন করে উপকারী জীবাণুর পরিমাণ বাড়ায়।
- দীর্ঘমেয়াদে জমিকে স্বাস্থ্যকর ও টেকসই রাখে।
- পরিবেশবান্ধব ও খরচসাশ্রয়ী পদ্ধতি।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM)

৪.১। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিকল্পনা: ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের সনাক্তকরণ, তাদের উপর প্রকল্পের প্রভাব, জলবায়ু প্রশমন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে উপযুক্ত সময়ে তাদের সম্পৃক্তকরণ এবং প্রয়োজ্যক্ষেত্রে, প্রকল্পে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অংশগ্রহণ প্রস্তুতির জন্য পিকেএসএফ RHL- প্রকল্প ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী পরিকল্পনা তৈরী করেছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য স্থিতিস্থাপক বসতবাড়ি এবং জলবায়ু সহনশীল জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং সুবিধা বন্টনে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সাথে পরিচালিত প্রাথমিক সামাজিক মূল্যায়ন এবং পরামর্শের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি এবং পদক্ষেপগুলি নির্ধারণ করে:

- ☐ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের উপর প্রকল্পের প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে বা হ্রাস করতে।
- ☐ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগে নিশর্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) নিশ্চিত করা।
- ☐ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিচয়, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান এবং জীবিকা রক্ষা করা।
- ☐ কার্যক্রমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও যুবকদের পূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ☐ জলবায়ু সহনশীল আবাসন, অভিযোজিত জীবিকা এবং ক্ষমতা উন্নয়নসহ প্রকল্পের সুবিধাগুলিতে ন্যায়সঙ্গত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা।

ছক ১৪: কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উপর প্রভাব সম্পর্কিত চেকলিস্ট

ক্রম	প্রভাব নির্ণয়ের সূচক/নির্দেশক	হ্যাঁ	না	প্রয়োজ্য নয়
০১	প্রকল্প এলাকায় কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উপস্থিতি আছে কি?	✓		
০২	প্রকল্পের কোনো কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকৃত ভূমিতে বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?	✓		
০৩	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জোরপূর্বক উচ্ছেদ বা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা আছে কি?		✓	
০৪	প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানবাধিকার, অধিকৃত ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রথাগত জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কি?		✓	
০৫	প্রকল্পের কার্যক্রম কি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বা বাণিজ্যিকিকরণে ভূমিকা রাখবে?		✓	
০৬	প্রকল্পের কার্যক্রম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে কি?		✓	
০৭	প্রকল্পের কার্যক্রম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য সংজ্ঞায়িত উন্নয়ন অগ্রাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?		✓	
০৮	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিশর্ত, পূর্ব এবং অবহিত (FPIC) নেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়কে অবগত করা হয়েছে কি?	✓		

RHL প্রকল্পের নির্বাচিত কর্ম-এলাকার চারটি জেলায় সর্বমোট ৩৯১ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলি হল রাখাইন, চাকমা, মুন্ডা এবং মাহাতো। সর্বাধিক পরিকল্পিত অন্তর্ভুক্তি খুলনার কয়রার উপজেলায় ১৮০ জন মুন্ডা এবং মাহাতো সদস্য এবং কক্সবাজারের টেকনাফে ৬২ জন চাকমা জনগোষ্ঠী। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অন্তর্ভুক্তির মধ্যে রয়েছে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে ১০৮ জন মুন্ডা এবং কক্সবাজারের রামু উপজেলায় রাখাইন জনগোষ্ঠী।

ছক ১৫: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা

সম্ভাব্য ঝুঁকি	প্রশমন ব্যবস্থা	কার্যক্রম	দায়িত্ব	সময়কাল
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী জীবিকা ব্যাহত হতে পারে	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধিভুক্ত সম্পদে হস্তক্ষেপ না করে এবং ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলিকে ব্যাহত না করে সহায়তা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করা	- কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থান নির্দিষ্ট স্ক্রিনিং করা। - ঐতিহ্যবাহী ব্যবসার জন্য জীবিকা নির্বাহের অনুদান/ঋণ প্রদান করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU)	কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরতে ও চলমান
প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে	অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা এবং সুবিধা ভাগাভাগি করা	- FPIC নিশ্চিত করা। - ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নেতা এবং নারী প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা। - আবাসন এবং জীবিকা সহায়তা প্রদানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ফোকাল পয়েন্ট	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়
অবকাঠামো নির্মাণে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত নকশা থেকে বিচ্যুতি	নকশা ও বাস্তবায়নে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা	- ধর্মীয় উপাসনালয়/সাংস্কৃতিক স্থানে কার্যক্রম পরিহার করা। - স্থানীয় উপকরণ/নকশা ব্যবহার করা। - অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ঠিকাদার এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ফোকাল পয়েন্ট	পরিকল্পনা পর্যায়

সম্ভাব্য ঝুঁকি	প্রশমন ব্যবস্থা	কার্যক্রম	দায়িত্ব	সময়কাল
ভাষা বা যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা	সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কাছে সহজবোধ্য ভাষায় যোগাযোগ করা	<ul style="list-style-type: none"> - স্থানীয় উপভাষায় উপকরণ অনুবাদ করা। - প্রয়োজনে মৌখিক/দৃশ্যমান যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা। 	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ফোকাল পয়েন্ট	চলমান
লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানির ঝুঁকি (SEAH)	SEAH প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল পরিকল্পনা নিশ্চিত করা	<ul style="list-style-type: none"> - SEAH সচেতনতা প্রশিক্ষণ - ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংবেদনশীল অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রচলন করা। - ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীদের অংশগ্রহণ এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা। 	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট	কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতে ও চলমান
নির্মাণ কাজ, কাঁকড়া চাষ বা ছাগল পালনে শিশু শ্রম	শিশু শ্রম অনুশীলন পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা	<ul style="list-style-type: none"> - ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচারণা - প্রশিক্ষণ এবং সিসিএজি সভায় শিশু সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা। - সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। 	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট	নিয়মিত পর্যবেক্ষণ
প্রকল্প পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিচ্যুতি	FPIC এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা	<ul style="list-style-type: none"> - অন্তর্ভুক্তিমূলক পরামর্শ গ্রহণ করা। - পরিকল্পনা কমিটিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সম্পৃক্ত করা - লিঙ্গ-সমতাপূর্ণ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। 	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট	পরিকল্পনা পর্যায় ও কার্যক্রমের শুরুতে

সম্ভাব্য ঝুঁকি	প্রশমন ব্যবস্থা	কার্যক্রম	দায়িত্ব	সময়কাল
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংবেদনশীল অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRM) অভাব।	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংবেদনশীল ও গমনযোগ্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) স্থাপন করা	- স্থানীয় এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বকারী GRM সেল স্থাপন করা। - মৌখিক/স্থানীয় উপভাষা পদ্ধতি ব্যবহার করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট	কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতে ও চলমান
বাস্তবায়নের সময় অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক প্রভাব	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অভিযোজিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা	- মাঠ পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলন করা। - ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিউনিটি পর্যবেক্ষণ দল গঠন করা। - বাস্তবতার ভিত্তিতে কৌশলগুলি সংশোধন করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট	ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উপর সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব কমাতে, RHL প্রকল্প অন্তর্ভুক্তি, সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রভাবিত করে এমন যেকোনো কার্যকলাপ বাস্তবায়নের আগে নিশর্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) (পেরিশিষ্ট-০৫) নিশ্চিত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্প্রদায়ের নেতা এবং নারীদের জড়িত করা এবং স্থান-নির্দিষ্ট পরামর্শ পরিচালনা করা। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা পবিত্র স্থানগুলির কাছাকাছি হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করবে এবং স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত নকশা এবং ভাষার ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে। প্রকল্পের সুবিধাগুলিতে ন্যায্য প্রবেশাধিকার এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীদের জন্য লক্ষ্যযুক্ত সহায়তার মাধ্যমে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জীবিকা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করবে এবং আদিবাসী সংস্কৃতিকে উন্নীত করবে। লিঙ্গ-ভিত্তিক ঝুঁকি এবং বৈষম্য মোকাবেলায়, প্রকল্পটি SEAH সচেতনতা প্রচারণা বাস্তবায়ন করবে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বসহ গমনযোগ্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে এবং কর্মীদের মানবাধিকার এবং সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার উপর প্রশিক্ষণ দেবে। সক্রিয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অংশগ্রহণের সাথে চলমান পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোজিত ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলি সামঞ্জস্য করতে সহায়তা নিশ্চিত করবে।

৪.২। লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানি (SEAH) প্রতিকার পরিকল্পনা:

বাংলাদেশ হাইকোর্ট যৌন হয়রানি এবং মুক্ত শিক্ষা ও কর্ম পরিবেশ নীতি গ্রহণ করেছে এবং দেশের সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য রায় দিয়েছে। নীতি অনুসারে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানির অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে। পিকেএসএফ কঠোরভাবে এই নীতি অনুসরণ করে।

RHL প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি (SEAH) হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, নির্বাচিত নারী সদস্যরা সরাসরি অনেক কার্যক্রমে জড়িত থাকবেন যেহেতু এগুলি তাদের বসতবাড়ি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস্তবায়িত হবে। এছাড়াও, কিছু নারীকে কাঁকড়া খামারে কাজ করার জন্য বাইরে যেতে হতে পারে। খামারে কাজ করার সময় বা বাড়ি থেকে খামারে যাতায়াত করার সময় তাদের SEAH-এর ঝুঁকি থাকতে পারে তবে, ঝুঁকি খুবই সীমিত বা নগণ্য। কিন্তু চ্যালেঞ্জ হল যে যদি কোনও নারী আক্রান্ত হন, তবে তিনি লজ্জা/সংকোচ বা মর্যাদা হারানোর ভয়ের কারণে প্রকাশ করতে চান না। বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IE) পর্যায়ে, এমন নারী কর্মী থাকতে পারেন যাদের নির্বাচিত গ্রামে ঘন ঘন ভ্রমণ করতে হবে। এই কর্মীগণও একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। তদুপরি, কমিউনিটি পর্যায়ে নারী শ্রমিকরা পুকুর এবং খাল পুনঃখননের জন্য মাটি কাটার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারা বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত হতে পারে যেমন: কর্মক্ষেত্রে স্যানিটেশন সুবিধার অভাব, ইভটিজিং, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন, মজুরি বৈষম্য ইত্যাদি।

ছক ১৬: লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (GBV) এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি (SEAH) সুরক্ষার জন্য কর্ম পরিকল্পনা

চিহ্নিত ঝুঁকি	প্রশমন ব্যবস্থা	দায়িত্ব	বাজেটের উৎস
মজুরি বৈষম্য	- সিসিএজি সভার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। - নির্মাণ কাজের সময় পুরুষ ও নারী শ্রমিকের সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা। - মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সিসিএজি সদস্যগণ	অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন নেই
কর্মক্ষেত্রে স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে যৌন হয়রানি এবং ইভটিজিং	- পুরুষ ও নারী উভয় সদস্যের জন্য কর্মক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা। - মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও স্থানীয় ঠিকাদার	বাজেট প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম থেকে খরচ করতে হবে।

চিহ্নিত ঝুঁকি	প্রশমন ব্যবস্থা	দায়িত্ব	বাজেটের উৎস
কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যৌন হয়রানি অথবা ইভটিজিং	মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন নেই।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা পর্যায়ে SEAH এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য SEAH এবং GBV সম্পর্কিত সেশন অন্তর্ভুক্ত করা নারী কর্মীদের ব্যক্তিগত চাহিদা বিবেচনা করে নারী কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা আলাদাভাবে নিশ্চিত করা। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখা। 	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট	বিদ্যমান প্রশিক্ষণ বাজেট

৪.৩: ষ্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা (SEP):

প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার মাধ্যমে প্রকল্পটি সর্বোত্তম অনুশীলন এবং নীতিমালা ব্যবহার করে অংশীদারদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। যাতে প্রকল্পটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে:

- প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে কমিউনিটিকে বোঝা, সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে জড়িত করা এবং চিহ্নিত করা এবং কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সততার সহিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- অংশীদার এবং প্রভাবিত সম্প্রদায়ের অধিকার, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা।
- সময়োপযোগী, উন্মুক্ত এবং কার্যকর পদ্ধতিতে কমিউনিটির উদ্বেগের প্রতি সাড়া দেওয়া।
- উপযুক্ত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত এবং সমর্থন করা।
- উন্মুক্ত এবং অর্থপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে কমিউনিটির আস্থা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং মতামতকে সম্মান প্রদর্শন করা।

জাতীয় পর্যায়ের ইনসেপশন কর্মশালা ২৯ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষের (NDA) প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (MoEFCCC), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (NHA), গৃহায়ন ও ভবন গবেষণা ইনস্টিটিউট (HBRI), মৎস্য অধিদপ্তর (DoF), পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), পানি উন্নয়ন বোর্ড (WDB), জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল বিভাগ (DPHE), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI), পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE),

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT), বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং নাগরিক সমাজ সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া, PMU মে-জুলাই ২০২৪ সালে প্রায় ১৩টি উপজেলা বা জেলা-ভিত্তিক কর্মশালা পরিচালনা করে। এছাড়াও, ১৮ মে থেকে ১১ জুন ২০২৪ পর্যন্ত যশোর এবং কক্সবাজারে বাস্তবায়নকারী সংস্থা -এর কর্মীদের নিয়ে ছয়টি ব্যাচের ভিত্তি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IE) নির্ধারিত ফর্ম (পরিশিষ্ট ২) ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা খুঁজে বের করার জন্য প্রায় ৩০৫৭ টি অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA) পরিচালনা করে। কমিউনিটি, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, নারী প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মতো সুশীল সমাজ PRA-তে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া, বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিবার জরিপ এবং দল গঠন করে। অন্যদিকে, PMU জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ২৭ বার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। সেই সময়ে, PMU কমিউনিটি, এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রাসঙ্গিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ সভা পরিচালনা করে। পরামর্শ সভার মূল উদ্দেশ্যগুলি নীচে দেওয়া হল:

স্টেকহোল্ডারদের প্রকারভেদ	অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি	উদ্দেশ্য
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII)	প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য ভাগাভাগি করা; প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা এবং প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা খুঁজে বের করা।
কমিউনিটি, সুশীল সমাজ, নারী প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা	কমিউনিটি পরামর্শ (Community Consultation) সভা	প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্পের উপকারী এবং প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কে কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা।
এনজিও প্রতিনিধিরা	মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	তারা কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল এবং কীভাবে তারা কাটিয়ে উঠেছে তা বোঝা; প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা এবং প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা খুঁজে বের করা।

উপরোক্ত সভা থেকে কিছু প্রভাব নির্ধারণ করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারী সকলেই মতামত দিয়েছেন যে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের নেতিবাচক দিকগুলি লাভজনক দিকগুলির তুলনায় নগণ্য। এছাড়াও, তারা উল্লেখ করেছেন যে নির্মাণের আগে এবং নির্মাণ পর্যায়ের সমস্ত সম্ভাব্য প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব। পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে এই পরামর্শ সভাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

8.8। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM):

8.8.১। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM) কি?

অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) হলো একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যা পিকেএসএফ, RHL প্রকল্পের মধ্যে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM)-এর মাধ্যমে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কাজের মান, পরিষেবা, অধিকার, হয়রানিমূলক কার্যক্রম অথবা বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং তাদের কর্মীদের কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি রিপোর্ট করতে পারে।

8.8.২। কিভাবে অভিযোগ দাখিল করতে হবে?

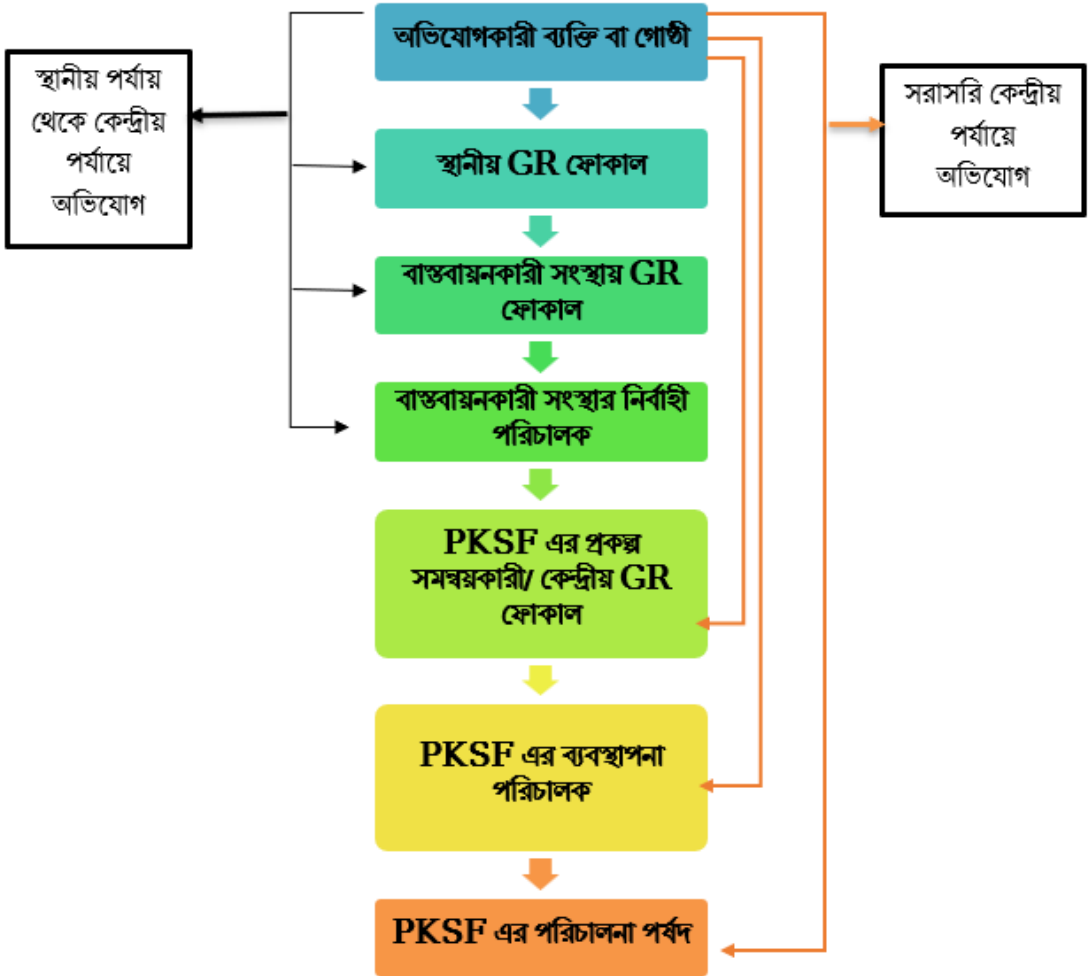
অভিযোগকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ প্রদান করতে চাইলে অভিযোগ গ্রহণ ফরমে (পরিশিষ্ট-০৩) লিখিত আকারে সিল করা খামের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার অফিসে অভিযোগ নিবন্ধন রেজিস্ট্রারে (পরিশিষ্ট-০৪) যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করাবে এবং এন্ট্রি রেফারেন্সসহ একটি রসিদ সংগ্রহ করবে। উল্লেখ্য, অভিযোগকারী ব্যক্তি যদি লিখিত আকারে অভিযোগ দাখিল করতে অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে অভিযোগকারী সংস্থার যে কোনো কর্মকর্তা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন।

এছাড়াও অভিযোগকারী স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও অন্য কোন মাধ্যমে যেমন: মৌখিক, মোবাইল, ইমেইল, অভিযোগ বক্স বা অন্যান্য মাধ্যমে অভিযোগ প্রদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থার অভিযোগ প্রতিকার (GR) ফোকাল সঠিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ করবেন এবং অভিযোগের যথাযথ নথি বজায় রাখার স্বার্থে অভিযোগ ফরম ও রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন।

8.8.৩। অভিযোগ দাখিল করার পর পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি হবে?

- ❑ অভিযোগ যথাযথ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উন্মুক্ত সভায়, নির্বাচিত/বাস্তবায়নকারী সংস্থা অভিযোগগুলি শুনতে এবং আলোচনা করতে এবং সমাধান করতে স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার (LGR) ফোকাল পয়েন্টকে সহায়তা করবে। অভিযোগকারী ব্যক্তি, যদি নারী হন, তাহলে জলবায়ু অভিযোজন দলের একজন নারী সদস্য তাকে শুনানিতে সহায়তা করবেন, এবং যদি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের হন, তাহলে একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিনিধি তাকে সহায়তা করবেন।
- ❑ প্রদানকৃত সমাধানে যদি অভিযোগকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সন্তুষ্ট না হয়, সেক্ষেত্রে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- ❑ নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক গৃহীত কোনও সিদ্ধান্ত যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা পিকেএসএফ-এর RHL প্রকল্প সমন্বয়কারী বা কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার ফোকাল (CGR) পয়েন্টের কাছে অভিযোগগুলো প্রেরণ করবেন।

- ❑ বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত অমীমাংসিত অভিযোগগুলো পিকেএসএফ-এর কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার ফোকাল পয়েন্ট কার্যালয়ে নিবন্ধিত হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- ❑ অভিযোগকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বাস্তবায়নকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সরাসরি ফোকাল পয়েন্টের নিকট, পিকেএসএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর নিকট অথবা পিকেএসএফ-এর সাথে সম্পর্কিত কোনও সমস্যা থাকলে সরাসরি গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।



8.8.8। অভিযোগ সম্পর্কিত কর্ম-কৌশল:

- ১। সিসিএজি মিটিং-এ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- ২। সদস্যদের সামাজিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
- ৩। অভিযোগ সংক্রান্ত সকল নথি প্রকল্প অফিসে সঠিকভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM) এর অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে।
- ৫। অভিযোগ যথাযথভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি সিসিএজি দলে স্থানীয় অভিযোগ ফোকাল মনোনীত করতে হবে।
- ৬। প্রতিটি সিসিএজি দলে একটি করে অভিযোগ বক্স স্থাপন করতে হবে এবং স্থানীয় ফোকাল পয়েন্টের উপস্থিতিতে বক্স খোলে অভিযোগ আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে।



পঞ্চম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

৫.১। প্রশিক্ষণ: RHL প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী, ফোকাল পার্সন এবং পরিবেশ বিষয়ক মনোনীত ব্যক্তি বা সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১ অনুসারে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতেই পরিবেশগত প্রভাব ও তার মান নির্ণয় করা প্রয়োজন। এজন্য সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে ‘পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার স্ক্রিনিং চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট ২) ও প্রয়োজনে প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (IEE) সম্পন্ন করবেন। মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাসমূহ হতে উপকারভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এ পর্যায়ে সংস্থা হতে প্রশিক্ষণের সময় প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের কারণে পরিবেশ অ সামাজিক সম্ভাব্য প্রভাব ও তা নিরসনের উপায় সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

৫.২। পরিবেশ দূষণ, প্রভাব ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা:

৫.২.১। পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা: সাধারণ ভাবে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। অর্থাৎ মানুষ, গাছ-পালা, পশুপাখি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট ইত্যাদি সব কিছুই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ মূলত মাটি, পানি, বাতাস ও জীবমণ্ডল নিয়ে গঠিত।

৫.২.২। পরিবেশ দূষণ: পরিবেশ দূষণ বলতে পৃথিবী/ভূগৃষ্ঠের ভৌত এবং জৈবিক উপাদানসমূহের এমন কলুষিত হওয়াকে বোঝায়, যা পরিবেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াসমূহের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন: পরিবেশের উপাদানগুলোর (যেমন- মাটি, পানি, বাতাস) স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া, যা জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর। এটি মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে। দূষণের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতিসাধন হয় তাই পরিবেশ দূষণ।

ক) মাটি দূষণ: আমাদের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডের ফলে উৎপন্ন ময়লা, আবর্জনা, পলিথিন, নানা রকমের প্যাকেট, কাপড়ের টুকরা, পানির বোতল ইত্যাদি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করে যত্রতত্রভাবে নিকটস্থ জমিতে ফেলে দিলে সংশ্লিষ্ট জমি/মাটি দূষিত হয়ে পড়ে। সেখানে গাছপালা ধীরে ধীরে অনুর্বর হয়ে পড়ে। এছাড়াও, মাছ চাষ ও কৃষি কাজে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার, বালাই নাশক, আগাছা নাশক ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে মাটির উপকারী কীটপতঙ্গ ও অনুজীব মারা গেলে মাটির গুণগত নষ্ট হয়ে যায়। পচনশীল নয় এমন বর্জ্য, ময়লা আবর্জনা যেমন: পলিথিন ও প্লাস্টিক মাটিতে পুতে ফেললেও (ল্যান্ড ফিলিং) মাটি দূষিত হয়। পাশাপাশি কলকারখানার ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানি যত্রতত্রভাবে মাটিতে ফেলার কারণেও মাটি দূষণ হয়।

খ) **পানি দূষণ:** গৃহস্থলী ও পয়নিষ্কাশনের দূষিত পানি আশেপাশের বিভিন্ন জলাশয় যেমন: খাল, বিল, নদী বা পুকুরের সাথে সংযুক্ত করলে পানি দূষিত হয়। এছাড়াও, কৃষি কাজে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার, বালাই নাশক, আগাছা নাশক ও কীটনাশকের ব্যবহার, যা বৃষ্টির পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে খাল, বিল বা পুকুরের পানির দূষণ ঘটায়। গৃহপালিত পশুর বর্জ্য সরাসরি জলাশয়ে ফেলার মাধ্যমে পানি দূষিত হয়। পাশাপাশি, কলকারখানার ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানি সরাসরি নদী, খাল, পুকুর বা পানিতে ফেলার কারণে পানি দূষিত হয়। পানি দূষিত হলে তা ব্যবহার করলে নানা রকমের পানিবাহিত রোগবালাই ছড়ায় যেমন: ডায়েরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি। মাছ শিকারের জন্য নদী, খাল আ পুকুরে বিষ প্রয়োগ করার মাধ্যমেও পানি দূষণ করা হয়, এতে করে জলাশয়ের মাছও আক্রান্ত হয়। মাছের মৃত্যুর পাশাপাশি এসব বিষাক্ত মাছ খেয়েও নানা রকম রোগ হয়, বিশেষ করে শিশুরা আক্রান্ত হয় বেশি। তাদের মস্তিষ্কের গঠনে বাধাগ্রস্ত হয়। খাবার বা গৃহস্থলীর কাজের জন্য নির্দিষ্ট/সংরক্ষিত পুকুরের পানিতে গরু-হাগল গোসল করানো, কাপড় ধোঁয়া ও মলমূত্র মিশ্রিত করা।

গ) **বায়ু দূষণ:** আমাদের নিত্যদিনের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা বায়ু দূষণ করছি। পরিবহণ, জ্বালানী ও আবর্জনার দহন থেকে গ্যাস ও ধূলিকণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে সেখানে বায়ু দূষিত হয়। নির্মাণ কাজের সময়ে নির্মাণ সামগ্রী যেমন: ইট, বালু, সিমেন্ট ইত্যাদি খোলা অবস্থায় রাখার ফলে ধুলোবালি আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে বায়ু দূষণ করে। এছাড়াও, কলকারখানার দূষিত বর্জ্য ও ধোঁয়া, ইট ভাটায় নির্গত কালো ধোঁয়া, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত সনাতন চুলা থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বায়ু দূষণ করে। বায়ু দূষণের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের হৃদরোগসহ ফুসফুসে নানা রকমের অসুখ হয়। এর ফলে অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের সন্তানের বৃদ্ধি কমে যায়। বায়ু দূষণের ফলে যে যে রোগ হয় নিউমোনিয়া তার মধ্যে অন্যতম।

ঘ) **শব্দ দূষণ:** কর্মক্ষেত্রে উচ্চশব্দ যেমন: উন্মুক্ত মেশিনারিজ ব্যবহার, যন্ত্রাংশের ঘর্ষণজনিত শব্দ, অতিরিক্ত কোলাহল ইত্যাদি শব্দ দূষণের জন্য দায়ী। এছাড়াও, উচ্চ শব্দে হর্ণ বাজানো, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে উচ্চশব্দের সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার, মাইকিং ইত্যাদিও শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। কলকারখানা ও নির্মাণ কাজের সৃষ্ট উচ্চ শব্দ অনেক সময় শ্রমিকদের জন্য অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়, যাতে করে শ্রমিকদের কাজের মনোযোগ বিনষ্ট হয় এবং মাথা ব্যথা ও হৃদরোগসহ দীর্ঘমেয়াদের বধিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

৫.২.৩। পরিবেশ দূষণের প্রভাব:

- বিশুদ্ধ পানি ও পরিষ্কার বাতাসের অভাব হয়।
- মাটির গুণমান নষ্ট হয়ে ফসল উৎপাদন কমে যায়।
- বায়ু, পানি ও মাটি দূষিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন রোগব্যাধি, যেমন - শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ, ডায়েরিয়া, টাইফয়েড, ক্যাম্পার ইত্যাদি বেশি দেখা দেয়।

- জীবজন্তু এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয় - জীবজন্তুর আবাসস্থল নষ্ট হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হয়।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পায় এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে।

৫.২.৪। পরিবেশ দূষণ রোধের উপায়

- কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।
- কলকারখানার বর্জ্য পরিশোধন ছাড়াই খাল-বিল-নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে।
- গৃহস্থালি কাজ ও পশু গোসলের জন্য পুকুর ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ বন্ধ করতে হবে।
- নির্ধারিত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলতে অভ্যস্ত হতে হবে।
- পলিথিন, প্লাস্টিক ও অপচনশীল দ্রব্য পানিতে ফেলা যাবে না।
- নির্বিচারে গাছ কাটার পরিবর্তে অধিক পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে।
- সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- নির্মাণ সামগ্রীতে মাটির তৈরি ইটের পরিবর্তে সিমেন্ট ও বালির তৈরি ব্লক ব্যবহার করতে হবে।
- ময়লা আবর্জনা পুনঃব্যবহার করতে হবে।
- কৃষি জমিতে জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।
- কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে জৈব বা বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার প্রবণতা বন্ধ করতে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
- কলকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কঠোর নিয়মকানুন আরোপ ও মান্য করা নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষি জমিতে বাড়ী-ঘর নির্মাণে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- যানবাহনে অপ্রয়োজনীয় হর্ণ বাজানো বন্ধ করতে হবে।
- জনবহুল এলাকায় নির্মাণ কাজ ও কলকারখানার শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকার আশেপাশে ‘নীরব এলাকা’ ঘোষণার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।
- পরিবেশ এর ক্ষতি হয় এমন কার্যক্রম সংঘটিত না করা।
- পানির অপচয় রোধ করা এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া।

৫.৩। শ্রম, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশিকা:

কর্মক্ষেত্রে কর্মরত কর্মী/শ্রমিকের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার সর্বোচ্চ পর্যায় বজায় রাখাকেই পেশাগত স্বাস্থ্য বলে। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা (OHS) হল একটি শব্দ যা বহু বছর ধরে কাজ-সম্পর্কিত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। OHS হল নীতি, প্রক্রিয়া এবং অনুশীলনের সেট, যা কর্মীদের পেশাগত বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা শ্রমিক/কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করার একটি উপায়।

৫.৩.১। পেশাগত স্বাস্থ্যের আওতায় ঝুঁকিসমূহ:

পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার সাথে যুক্ত প্রাধান ৩ প্রকারের ঝুঁকি রয়েছে-

(১) শারীরিক, (২) সংক্রমণ জনিত ও (৩) রাসায়নিক ঝুঁকি। এ সকল ঝুঁকি সমূহের ক্ষেত্রে করণীয় নিম্নরূপ-

(১) শারীরিক ঝুঁকি

- অনিরাপদ, ঝুঁকিপূর্ণ বা ধারালো পদার্থের সংস্পর্শে না আসা;
- পর্যাবৃত্তমূলক গতিশীল বস্তুর আঘাত, পিছলে পড়া, গড়িয়ে পড়া ইত্যাদি থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা;
- সামর্থ্যের বাহিরে ভারী জিনিস না তোলা বা বহন না করা;
- শারীরিক অসাড়া, দীর্ঘ সময় ধরে একই অবস্থানে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না;
- দৃষ্টি শক্তির ওপরে প্রভাব-দীর্ঘ সময় ধরে অতিরিক্ত আলোকিত স্থানে কাজ না করা; এবং
- অতিরিক্ত শব্দে কাজ না করা।

(২) সংক্রমণ জনিত ঝুঁকি

- জীবাণু সংক্রমণ ও ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) রাসায়নিক ঝুঁকি

- ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে না আসা;
- বিপজ্জনক পদার্থের ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ, ধোঁয়া, ধূলাবালি হ্রাসের ব্যবস্থা করা; এবং
- অন্যান্য ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক পদার্থের সংস্পর্শে না আসা।

৫.৩.২। কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বজায় রাখার কৌশল:

কর্মক্ষেত্রে কাজের প্রতিটি পর্যায়ে উত্তম কর্ম-পরিবেশ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অবকাঠামো, যন্ত্রাংশ স্থাপন, শ্রমিক নিয়োগ, কার্যক্রম পরিচালনা প্রতিটি ধাপেই উত্তম চর্চার প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রতিপালন করতে হবে।

১। সবাইকে কাজ করার সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে।

২। ১৮ বছরের অনূর্ধ্ব শিশু শ্রমিক দ্বারা কোনরূপ কাজ করানো যাবে না।

৩। কোন শ্রমিককে জোরপূর্বক কাজ করানো করানো যাবে না।

৪। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা এর লিখিত পদ্ধতি থাকতে হবে।

৫। শ্রমিকদেরকে তাদের কাজের সময়, মজুরি, ওভারটাইম, ক্ষতিপূরণ এবং সুবিধা সম্পর্কে অবগত করতে হবে।

৬। কোভিড-১৯ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭। কর্মক্ষেত্রে পিছলে পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকলে তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। ধুলো ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাস্ক পরিধান এবং পানির স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।

৯। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পানীয় জলের সুব্যবস্থা বিশিষ্ট করতে হবে।

১০। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেশন চলমান রাখতে হবে।



১১। কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা/ প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

১২। নারী শ্রমিক ও প্রকল্প-এ অংশগ্রহণকারী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। কর্মক্ষেত্রে খালি গায়ে কোন শ্রমিক/ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী যাতে অংশ নিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৪। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তার জন্য দরকারি সারঞ্জামাদি যেমন- হেলমেট, চশমা, গ্লাভস, গামবুট এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৫। কাজভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নিত ঝুঁকি নিরসনের উপায় সম্পর্কে কর্মী/শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১৬। সুপারভাইজার/ ঠিকাদার কর্তৃক কাজের পরিবেশ নিয়মিত মনিটরিং করা।

১৭। নিয়ম মেনে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করা।

৫.৪। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ:

৫.৪.১। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কী?

জীববৈচিত্র (Biodiversity) বলতে পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল প্রাণী, উদ্ভিদ, মাইক্রো-অর্গানিজম এবং এদের পরিবেশগত আন্তঃসম্পর্কে বোঝায়। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ হলো প্রাণ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং জীবের প্রজাতিগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। এটি পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান এবং মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

৫.৪.২। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন?

- খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষা করে: উদ্ভিদ ও প্রাণিজ উৎস থেকে আমরা খাদ্য পাই।
- ঔষধ ও চিকিৎসার উৎস: অনেক রোগের ঔষুধ উদ্ভিদ ও প্রাণিজ উৎস থেকে তৈরি হয়।
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে: পরাগায়ন, মাটির উর্বরতা ও বৃষ্টিপাতের চক্র জীববৈচিত্রের উপর নির্ভরশীল।

- প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে: জীববৈচিত্র্য বাস্তুসংস্থানকে টেকসই রাখে।
- মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ: জীববৈচিত্র্য জীবিকায় সহায়তা করে এবং সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।

৫.৪.৩। কিভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়?

- বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি রক্ষা করা।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যথেষ্ট ব্যবহার পরিহার করা।
- শিল্প ও গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বাড়ানো।
- জলাভূমি, নদী ও পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন বন্ধ করা।
- পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা কর্মসূচি চালু রাখা।
- স্থানীয় জনগণকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সম্পৃক্ত করা।
- পরাগায়নকারী পতঙ্গ ও ছোট প্রাণীদের আবাসস্থল রক্ষা করা।
- বন্যপ্রাণী হত্যা, পাচার ও অবৈধ শিকার বন্ধ করা।

৫.৫। দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:

৫.৫.১। দুর্যোগ:

দুর্যোগ হলো প্রকৃতি বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বা সংঘটিত এমন ঘটনা যা চলমান সমাজ জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে যেটা মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত দুর্যোগ বলতে আপদ বুঝালেও সকল আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপদাপন্নতা একত্রিত হলেই তাকে দুর্যোগ বলে। যেমন-ঘূর্ণিঝড় সিডর হলো আপদ। এর কারণে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ যখনই হলো তখন ইহা দুর্যোগ।

৫.৫.২। দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কাজ:

- সঞ্চয় করা।
- আলগা চুলা তৈরি করা ও জ্বালানি সংগ্রহ করে উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে শুকনো খাবার চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা।
- ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা।
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খাবার সংরক্ষণ করা, গবাদিপশু-পাখিকে প্রতিষেধক টিকা দেয়া।
- প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা।
- ডাইরিয়া প্রতিরোধে কার্যকর খাবার স্যালাইন কীভাবে বানাতে হয় তা জেনে রাখা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে গর্ভবতীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনে আগেই তাকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।

৫.৫.৩। দুর্যোগকালীন কাজ:

- দুর্যোগকালীন সময়ে নিয়মিত দুর্যোগের খবর জানানর চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিপদের সংবাদ সবাইকে পৌঁছে দিতে হবে।
- প্রয়োজনে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া।
- নিরাপদ আশ্রয় গমনে নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- নিরাপদ পানি সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।
- স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্মরত এনজিওদের নিজেদের অবস্থান জানাতে হবে।
- নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৫.৪। দুর্যোগ-পরবর্তী কাজ:

- বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করতে হবে, নোংরা আর্বজনা মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
- অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রুত বর্ধনশীল শাকসবজির চাষ করতে হবে।
- দুর্যোগের পর সরকারি-বেসরকারি পুনর্বাসন-সুবিধা সম্বন্ধে জানা ও তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- দুর্যোগের পানিতে তলিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া নলকূপ সংস্কার করতে হবে।

৫.৬। RHL-প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ:

৫.৬.১। পরিবীক্ষণের সময়ঃ RHL-প্রকল্পের তিন ধাপে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ধাপ ০১: কার্যক্রম বাস্তবায়ন পূর্বে বাস্তবায়ন পূর্ব পরিবীক্ষণ: কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নির্ণয়ের লক্ষ্যে বাস্তবায়নপূর্ব পরিবীক্ষণ বা প্রাথমিক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই স্তরে কার্যক্রম বাস্তবায়ন এলাকার বর্তমান পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব নির্ণয় করা হয়।

ধাপ ০২: কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন সময়: কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন সময়ে কার্যক্রমের ফলে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবগুলো চিহ্নিত করতে এবং প্রয়োজনীয় প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাস্তবায়নকালীন সময়ে পরিবীক্ষণটি পরিচালনা করা হয়। এই পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বাস্তবায়নকালীন পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত হ্রাসকরণ ও অগ্রগতি নির্ণয় করা হয়।

ধাপ ০৩: কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ: কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে এই পরিবীক্ষণটি পরিচালনা করতে হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করতে এবং নতুন করে পরিবেশগত ও সামাজিক কোন প্রভাব পড়েছে কিনা যাচাই করার জন্য এই পরিবীক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকাকালীন সময়ে ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক, প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এই পরিবীক্ষণটি সম্পন্ন করতে হবে।

৫.৬.২। পরিবীক্ষণের দায়-দায়িত্ব:

প্রাথমিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী ব্যক্তি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্বে থাকবেন এবং কারিগরি কর্মকর্তা (পরিবেশ ও পর্যবেক্ষণ) পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রকল্প ব্যবস্থা ইউনিটের কাছে পরিবীক্ষণের তথ্য ও প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৫.৬.৩। প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা তৈরি:

পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

৫.৬.৪। পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষিনিং চেকলিস্ট পূরণের নির্দেশনা:

(সক্ষমতা বৃদ্ধির এ অংশটি বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে)

১। কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থান/সম্ভাব্য আবাসনের ভৌত ও ভৌগোলিক পরিচিতি ‘পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার চেকলিস্ট’ (পরিশিষ্ট-১) শীর্ষক ছকটির অনুরূপ তথ্যাবলী কবো টুলবক্স (Kobo toolbox)-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। শুরুতেই আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থান) সম্পর্কিত তথ্য পূরণ করে ছকের মধ্যকার তথ্য প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে কার্যক্রমের ধরন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়কাল আলাদাভাবে টিক (✓) দিয়ে উল্লেখ করতে হবে।

২। কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিতকরণে প্রতিটি কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাস্তবায়নপূর্ব তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে হবে। একইভাবে, কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ের প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা যাচাইকরণের নিমিত্তে বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়ন পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৩। তিনটি পৃথক পর্যায়ের ক্ষিনিংকালে নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড যেমন: বসতবাড়ি নির্মাণ ও কাঁকড়ার হ্যাচারি নির্মাণে শতভাগ ক্ষিনিং পূরণ করতে হবে। অন্যান্য কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কর্মকান্ডভিত্তিক মোট সদস্য সংখ্যার নূন্যতম ১০% পূরণ করতে হবে।

৪। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের প্রভাব চিহ্নিত করা ও প্রশমনে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো নির্ধারণ করে দিতে হবে।

পরিশিষ্ট-০১

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন চেকলিষ্ট

সাধারণ তথ্যাবলী	
বাস্তবায়নকারী সংস্থা:	
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	
পদবী:	
তথ্য সংগ্রহের তারিখ:	
তথ্য সংগ্রহের সময়কাল: ১। প্রাক-বাস্তবায়ন পর্যায় ২। বাস্তবায়নকালীন পর্যায় ৩। রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়	
উপকারভোগীর নাম:	
লিঙ্গঃ	গ্রুপের নামঃ
১। পুরুষ ২। নারী ৩। অন্যান্য	
সম্পূর্ণ ঠিকানাঃ	কর্মকান্ডের নামঃ
গ্রামঃ	১। জলবায়ু সহিষ্ণু বসতবাড়ি নির্মাণ
ইউনিয়নঃ	২। কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ
উপজেলাঃ	৩। কাঁকড়া নার্সারি স্থাপন
জেলাঃ	৪। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ
	৫। ছাগল/ভেড়ার মাচা তৈরী
জিপিএস lat:	long:

ক্রম	১। পরিবেশ ও দূষণ সম্পর্কিত	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রশমন ব্যবস্থা
১.১	কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ (মাটি, বায়ু, পানি) হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?				
১.২	পানির উৎস হতে ল্যান্ডফিলের দূরত্ব ৩০ ফুট বজায় রাখা হয়েছে কিনা?				
১.৩	৩০ ফুটের মধ্যে ল্যান্ডফিল নির্মাণ হয়ে থাকলে দূষণরোধে কোন ধরনের প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?				
১.৪	নির্মাণ সামগ্রীর ধূলা-বালি প্রতিরোধে (পানি স্প্রে/পলিথিনে ঢেকে রাখা) কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি?				
১.৫	বায়ু দূষণরোধে নির্মাণসামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল পরিবহনে পরিবেশবান্ধব যানবাহন ব্যবহার করা হয় কি?				

ক্রম	১। পরিবেশ ও দূষণ সম্পর্কিত	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রশমন ব্যবস্থা
১.৬	কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে গ্রিন হাউজ গ্যাস (কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন) নির্গমনের কোনো সম্ভাবনা আছে কি?				
১.৭	শব্দ দূষণ প্রতিরোধে মেশিনারিজ সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধায়ন বা লুব্রিকেশন ব্যবহার করা হয়েছে কি?				
১.৮	এন্টিবায়োটিকমিশ্রিত বা লবণাক্ত পানি হ্যাচারি থেকে সরাসরি উন্মুক্ত জলাশয়ে নির্গত হয় কিনা?				
১.৯	এন্টিবায়োটিকমিশ্রিত বা লবণাক্ত পানি পরিশোধন (ডি-ক্লোরিনেশন) সুবিধা বর্তমান আছে কি?				
১.১০	ছাগলের বর্জ্য (মলমূত্র) আশেপাশের জলাশয়ে নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?				
২। শ্রম ও কাজের অবস্থা সম্পর্কিত					
২.১	কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় কবলিত হয়েছে কি?				
২.২	কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ খাবার পানি ও প্রাথমিক চিকিৎসার সু-ব্যবস্থা আছে কি?				
২.৩	শ্রমিকদের সুরক্ষায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার করা হয় কি?				
২.৪	কাজের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত কোন সচেতনতামূলক সেশন সম্পন্ন হয়েছে কি?				
২.৫	বলপূর্বক শ্রমিক বা শিশু শ্রমিক (≥ ১৮) কাজে নিয়োজিত ছিল বা আছে কি?				
৩। সম্পদ ও শক্তি সম্পর্কিত					
৩.১	কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসের উপর কোন বিরূপ প্রভাব (যেমন মাত্রাতিরিক্ত পানির ব্যবহার) পড়েছে কি?				
৩.২	কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে ভূপৃষ্ঠের পানির গুণগত মানের উপর প্রভাব ফেলার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?				
৩.৩	হ্যাচারির পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় কি?				

ক্রম	৩। সম্পদ ও শক্তি সম্পর্কিত	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রশমন ব্যবস্থা
৩.৪	গ্রিন হাউজ গ্যাস প্রশমনে সাশ্রয়ী প্রযুক্তি যেমন সোলার ব্যবহার করা হয় কি?				
৩.৫	গ্রিন হাউজ গ্যাস প্রশমনে বন্ধুচুলা ব্যবহার করা হয় কি?				

৪। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত

৪.১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে নলের মুখে ফিল্টার ব্যবস্থা রয়েছে কি?				
৪.২	পানি প্রবাহে বাঁধা ও জলাবদ্ধতা প্রতিরোধে কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত মালামাল/যন্ত্রাংশ রাস্তা ও ডেন থেকে দূরবর্তী স্থানে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি?				
৪.৩	রোগ-জীবাণু ও দুর্গন্ধ রোধে ছাগলের মাচা/লিটার বক্স নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় কি?				
৪.৪	ছাগলের মাচার নিচে পলিথিন শিট ব্যবহার করা হয় কি?				
৪.৫	উৎপন্ন বর্জ্য কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়?				
৪.৬	বর্জ্য থেকে সার তৈরিতে কোন প্রকার প্রচারণা, সচেতনতামূলক বৈঠক কিংবা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কি?				
৪.৭	বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় CCAG গ্রুপের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কোন সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন কি?				

৫। জমি সংক্রান্ত

৫.১	কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত জমি কী ব্যক্তি মালিকানাধীন?				
৫.২	জমির মালিকানা স্বামী/পিতা/পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের হলে অনাপত্তিপত্র/সম্মতিপত্র নেয়া হয়েছে কি?				
৫.৩	সরকারি খাস জমি কিংবা বিবদমান কোনো জমিতে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন হয়েছে বা হচ্ছে কি?				
৫.৪	আবাদি জমি হতে জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি কর্তন করা হয়েছে কি?				
৫.৫	কাঁকড়া চাষে লবণাক্ত জমি/ জলাশয় ব্যবহৃত হয়েছে কী?				

ক্রম	৫। জমি সংক্রান্ত	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রশমন ব্যবস্থা
৫.৬	কাঁকড়া চাষের উদ্দেশ্যে নতুন করে পুকুর/ জলাশয় খনন করা হচ্ছে কি?				
৫.৭	কর্মকাণ্ড (কাঁকড়া চাষ) বাস্তবায়নে জমিতে নতুন করে লবণাক্ত পানি প্রবেশ/ লবণাক্ততা বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখছে কি?				
৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত					
৬.১	বন উজাড় বা বৃক্ষ কর্তনের কোন ঘটনা ঘটেছে কি বা সম্ভাবনা আছে কি?				
৬.২	বসতভিটা/ঘের/পুকুরের পাড়ে ঘাস/লতাগুল্ম/গাছ/সবজি চাষ করা হয়েছে কি?				
৬.৩	কর্মকাণ্ডটি কোন বিপন্ন প্রজাতি বা জীব বৈচিত্র্য বা বাস্তুসংস্থানের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলছে কি?				
৬.৪	চাষের জন্য কাঁকড়া কোথায় থেকে সংগ্রহ করা হয়?				
	১। প্রাকৃতিক উৎস হতে				
	২। হ্যাচারি/নার্সারি হতে				
	৩। অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				
৭। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংক্রান্ত					
৭.১	কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি?				
৭.২	কার্যক্রমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পূর্ব লিখিত সম্মতিপত্র গ্রহণ করা হয়েছে কি?				
৭.৩	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানবাধিকার, নিজস্ব স্বকীয়তা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রথাকে সম্মানপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে কি?				
৭.৪	প্রকল্পের কার্যক্রমে মূলধারার জনসাধারণের ন্যায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে কি?				
৮। সামাজিক নিরাপত্তা ও সংক্রান্ত					
৮.১	নারী ও পুরুষ সকলে সমভাবে কাজের সুযোগ পায় কি?				
৮.২	শতকরা কতভাগ নারী শ্রমিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছেন?				

ক্রম	৮। সামাজিক নিরাপত্তা ও সংক্রান্ত	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রশমন ব্যবস্থা
৮.৩	নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় কি?				
৮.৪	পারিশ্রমিক প্রাপ্তিতে কেউ কখনো বৈষম্যের শিকার হয়েছে/হচ্ছে কি?				
৮.৫	যৌন হয়রানিমূলক কোন ঘটনা ঘটেছে কি?				
৮.৬	যৌন হয়রানি সম্পর্কে সচেতনতামূলক কোনো সেশন সম্পন্ন হয়েছে কি?				
৮.৭	কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কোনও প্রকার অভিযোগ বা বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি?				
৮.৮	অভিযোগ বা বাঁধার যথাযথ নিষ্পত্তি করা হয়েছে কি?				
৯। স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত					
৯.১	কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে গ্রুপ মিটিংয়ে আলোচনা করা এবং কমিউনিটির মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কি?				
৯.২	কর্মকাণ্ড পরিচালনায় স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয় কি?				
৯.৩	কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়েছে কি?				
৯.৪	স্থানীয় প্রশাসন প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত রয়েছে কি?				

পরিশিষ্ট-০২
সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবসমূহ

সহযোগী সংস্থা (IE) এর নাম:	
স্ক্রিনিংয়ের তারিখ:	
ইউনিয়নের নাম:	
উপজেলার নাম:	
জেলার নাম:	

ক্রম	সাধারণ হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত সমস্যা	হী	না	নিষিদ্ধ	মন্তব্য
১. পরিবেশ এবং দূষণ সম্পর্কিত সমস্যা					
১.১	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি জল দূষণে অবদান রাখবে?				
১.২	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি বায়ু দূষণে অবদান রাখবে?				
১.৩	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ডটি কি মাটির অবক্ষয় এবং মাটি দূষণের সাথে সম্পর্কিত?				
১.৪	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি শব্দ দূষণের কারণ হবে?				
১.৫	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টি করে?				
১.৬	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের সাথে সম্পর্কিত?				
২. শ্রম এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা					
২.১	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষ করে বৈষম্যহীনতা, সমান সুযোগ, শিশু শ্রম এবং জোরপূর্বক শ্রমের উপর?				
২.২	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করবে?				

ক্রম	সাধারণ হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত সমস্যা	হী	না	নিষিদ্ধ	মন্তব্য
৩. সম্পদ এবং শক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি					
৩.১	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি জল এবং শক্তি সহ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার আশা করা হচ্ছে?				
৪. সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি					
৪.১	এই কার্যক্রমগুলি কি ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রভাব তৈরি করবে?				
৪.২	প্রকল্পস্থলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সম্ভাব্য সংঘাতের কারণে কি শ্রমিক এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের জন্য ঝুঁকি থাকবে?				
৪.৩	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ডগুলি কি যৌন হয়রানী, নির্যাতন এবং নিপীড়নের ঝুঁকি বাড়াবে?				
৫. ভূমি এবং আদিবাসীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি					
৫.১	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি ভূমি ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন করবে?				
৫.২	এই কার্যক্রমগুলি কি আদিবাসী/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে?				
৬. জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত সমস্যা					
৬.১	আক্রমণাত্মক বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রবর্তনের ফলে কি এলাকার জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব পড়েছে?				
৬.২	বন উজাড়, গাছ কাটা বা জমি পরিষ্কারের সমস্যায় কি এই কার্যক্রম অবদান রাখবে?				
৬.৩	এই কার্যক্রমগুলি কি বাস্তুতন্ত্রের উপর সম্ভাব্য প্রভাব ফেলবে নাকি জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদন সহ বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবার উপর নির্ভরশীল হবে?				
৭. ঐতিহ্যবাহী স্থান সম্পর্কিত সমস্যা					
৭.১	এই কার্যক্রম / কর্মকান্ড কি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং সম্পত্তির উপর কোন সম্ভাব্য প্রভাব ফেলবে?				

পরিশিষ্ট-০৩
(অভিযোগ নিবন্ধন ও নিষ্পত্তি ফরম)

অভিযোগ প্রদানকারীর তথ্য	
১) আপনি কি আপনার নাম/ঠিকানা গোপন করতে চান?	হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না <input type="checkbox"/> (হ্যাঁ হলে ২ নং ঘর পূরণ করবেন না)
৪) আপনি কি কমিউনিটি মেম্বর <input type="checkbox"/> স্থানীয় কর্তৃপক্ষ <input type="checkbox"/> প্রকল্পের উপকারভোগী <input type="checkbox"/> অন্যান্য <input type="checkbox"/>	
৫) অভিযোগ গ্রহণের তারিখ:	৬) অভিযোগ গ্রহণ রেজিঃ নম্বর:
৭) অভিযোগ গ্রহণের স্থান:	৮) অভিযোগকালীন উপস্থিতির সংখ্যা:
৯) অভিযোগ যে প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করা হচ্ছে: <input type="checkbox"/> সরাসরি অফিসে লিখিত <input type="checkbox"/> মোবাইল/ফোনের মাধ্যমে <input type="checkbox"/> মাঠকর্মীর মাধ্যমে <input type="checkbox"/> অভিযোগ বক্সের মাধ্যমে <input type="checkbox"/> ইমেইলে <input type="checkbox"/> অন্যান্য মাধ্যমে (উল্লেখ করুন)	
১০) আপনার পরামর্শ/অভিযোগ বলুন: (প্রয়োজনে সারসংক্ষেপ যথাযথভাবে লিখে ফরমের পেছনে সংযুক্ত করুন)	
১১) মতামত/অভিযোগের ধরণ: <input type="checkbox"/> কর্মকান্ড সম্পর্কে স্বল্প মাত্রায় অসন্তুষ্ট <input type="checkbox"/> কর্মকান্ড সম্পর্কে অধিক মাত্রায় অসন্তুষ্ট <input type="checkbox"/> লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা ও নিরাপত্তা <input type="checkbox"/> আচরণবিধি লঙ্ঘন	<input type="checkbox"/> আর্থিক অস্বচ্ছলতা <input type="checkbox"/> পক্ষপাতমূলক আচরণ <input type="checkbox"/> উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান <input type="checkbox"/> সহযোগিতার জন্য অনুরোধ <input type="checkbox"/> অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১০) গৃহিত পদক্ষেপঃ <input type="checkbox"/> সরাসরি উত্তর প্রদান <input type="checkbox"/> রেফার করা হয়েছে (রেফার করা চ্যানেলের নাম লিখুন) <input type="checkbox"/> মিমাংসিত/অমিমাংসিত <input type="checkbox"/> মিমাংসিত হলে কতোদিনের মধ্যে হয়েছে: <input type="checkbox"/> অমিমাংসিত হলে কারণ উল্লেখ করুনঃ <input type="checkbox"/> পুনরায় যোগাযোগ/ফলো-আপ/ এডভোকেসি/ কনসাল্টেশন প্রয়োজন (বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক পূরণীয়)	১১) গৃহিত পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? <input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না <input type="checkbox"/> পূর্নবিবেচনার জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক অভিযোগকারীর স্বাক্ষরঃ তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৪

অভিযোগ নিষ্পত্তি রেজিস্ট্রার

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম:

কর্ম-এলাকা:

শাখার নাম:

ক্র মিক	অভিযোগ গ্রহণ রেজিঃ নম্বার	অভিযোগ গ্রহণের তারিখ ও সময়	অভিযোগ গ্রহণের স্থান	অভিযোগ কারীর লিঙ্গ	অভিযোগ গকালীন উপস্থিতি সংখ্যা	অভিযোগের ধরণ (মৌখিক/ লিখিত)	অভিযোগের বর্ণনা	অভিযোগ নিষ্পত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ	নিষ্পত্তির অবস্থা: মিমাংসিত/ অমিমাংসিত	ফলো- আপ ও মন্তব্য

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের উপকারভোগী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি মেম্বার কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে যে কোন প্রকার বাঁধা/অভিযোগ সৃষ্টি হলে, অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার নিমিত্তে বাস্তবায়নকারী সংস্থা অভিযোগ নিষ্পত্তি রেজিস্ট্রারে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করবে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্পের অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল (Grievance Redress Mechanism) অনুসরণ করবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি চ্যানেলের মাধ্যমে কার্য-মাসিক এবং বাৎসরিক রিপোর্টিং নিশ্চিত করবে।

পরিশিষ্ট-০৫

মুক্ত, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি (FPIC) ফরম

Free, Prior and Informed Consent (FPIC) প্রক্রিয়া

১. প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

প্রকল্পের শিরোনাম: Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) Project

প্রকল্প এলাকার অবস্থান:

অনুমোদিত সংস্থা (Accredited Entity): পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের বিবরণ: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), Green Climate Fund (GCF) এর Direct Access Entity (DAE) হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতি এবং জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর অভিযোজন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে GCF-এর আর্থিক সহযোগিতায় “Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)” প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, দুর্যোগ প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে RHL প্রকল্পটি বাংলাদেশের সাতটি উপকূলীয় জেলা- খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা ও কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন অভিযোজিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সনাক্ত করতে সক্ষম হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (CCAG) এর মাধ্যমে সেই প্রভাবগুলি মোকাবেলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

RHL প্রকল্পটি বাংলাদেশের উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতবাড়ি এবং জলবায়ু-অভিযোজিত জীবিকা যেমনঃ মাচাপদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, লবণ সহিষ্ণু সবজি চাষ, কঁকড়া চাষ ইত্যাদি অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে।

প্রকল্পটিতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- ১। জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বসতবাড়ি নির্মাণ।
- ২। দুর্যোগ মোকাবেলায় বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপন।
- ৩। ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য মাচা নির্মাণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- ৪। বসতভিটা এলাকায় লবণাক্ত সহনশীল সবজি চাষ।
- ৫। কঁকড়া হ্যাচারি স্থাপনে আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।
- ৬। "কঁকড়া নার্সদের" জন্য কারিগরি, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা।
- ৭। কঁকড়া চাষীদের কারিগরি, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২. সংশ্লিষ্ট আদিবাসী/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী:

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের নাম:	
ভৌগোলিক অবস্থান:	
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার আনুমানিক সংখ্যা:	
ব্যবহৃত ভাষা:	
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের নাম:	
ভৌগোলিক অবস্থান:	

৩. FPIC প্রক্রিয়ার সারসংক্ষেপ:

সময় ও প্রক্রিয়া	
প্রাথমিক যোগাযোগের তারিখ:	
পরবর্তী পরামর্শ সভার তারিখসমূহ:	
মতবিনিময়ের মাধ্যম (সভার ধরন, ফোকাস গ্রুপ, উন্মুক্ত আলোচনা ইত্যাদি)	
ভাষা ও প্রাপ্যতা	
তথ্য স্থানীয়/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষায় প্রদান করা হয়েছে কি?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না
স্থানীয়/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথা ও রীতি মেনে উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে কি?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না
প্রদত্ত তথ্যের বিষয়বস্তু	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য ঝুঁকি, উপকারিতা, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কি?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না
অংশগ্রহণের ধরন	
কারা অংশগ্রহণ করেছেন? (স্থানীয় নেতা, গোষ্ঠী প্রধান, প্রবীণ, নারী, যুবক, প্রান্তিক গোষ্ঠী)	
মোট কয়টি সভা হয়েছে?	
স্থানীয়/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরামর্শ ও সিদ্ধান্তকে যথাযথ সম্মান ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না

৪. FPIC প্রক্রিয়ার ফলাফল:

সম্মতির অবস্থা:	
সম্মতি প্রদান করা হয়েছে	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না
শর্তসাপেক্ষে সম্মতি প্রদান করা হলে, শর্তসমূহ উল্লেখ করুন।	
সম্মতি প্রদানের তারিখ:	

৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের প্রতিনিধি স্বাক্ষর:

আমরা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (.....) প্রতিনিধিরা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে আমাদের জানানো হয়েছে, আমাদের প্রথা অনুযায়ী মতবিনিময় করা হয়েছে, এবং আমাদের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও সচেতনভাবে গৃহীত হয়েছে।

নাম:	নাম:	নাম:
পদবী:	পদবী:	পদবী:
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:

৬. বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি স্বাক্ষর:

নাম:	নাম:
পদবী:	পদবী:
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:

৭. সংযুক্ত প্রমাণাদি:

- ☐ সভার উপস্থিতি তালিকা
- ☐ সভার কার্যবিবরণী/সারসংক্ষেপ
- ☐ সম্প্রদায়ের সাথে ভাগ করা উপকরণের অনুলিপি
- ☐ সভার ছবি বা ভিডিও প্রমাণ
- ☐ অনুবাদ/দোভাষীর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রমাণ
- ☐ সম্প্রদায়ের লিখিত সিদ্ধান্ত/ঘোষণা (যদি থাকে)

মন্তব্য: এই FPIC ফর্ম প্রকল্প ডকুমেন্টেশনের অংশ হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে পিকেএসএফ RHL প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU)-এ দাখিল করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার চাপ, ভয়ভীতি, বা প্রতারণা ব্যতিরেকে সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট-০৬
নিষিদ্ধ রাসায়নিকের তালিকা

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
1	Diazinon 14G	AP-08	Shetu Coporation Limited
2	Bizguard 2P	AP-09	Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited
3	Roxion 40 EC	AP-11	International Services (BD) Limited
4	Dankavapon 100 EC	AP-13	Shetu Corporation Limited
5	Damfin 2P	AP-19	Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited
6	Diazinon 90L	AP-20	Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited
7	Danmfin 950 EC	AP-25	Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited
8	Dichlorvos	AP-27	Bayer (Bangladesh) Limited
9	Curaterr 3G	AP-30	Bayer (Bangladesh) Limited
10	2,4-D Na Salt	AP-34	Bayer (Bangladesh) Limited
11	Folithion ULVC 98	AP-36	Bayer (Bangladesh) Limited
12	Methybron	AP-38	Excell Trading Company
13	Heptachlor 40 WP	AP-39	Krishi Baniyya Protisthan
14	Chlordane 40 WP	AP-40	Krishi Baniyya Protisthan
15	Aerovap 100 EC	AP-41	Liza Enterprise Limited
16	Aerodriel 20 EC	AP-42	Liza Enterprise Limited
17	Aeromal 57 EC	AP-44	Liza Enterprise Limited
18	Padan 10G	AP-52	Data Enterprises Limited
19	Fenitrothion 98	AP-53	Farm Chemical Corporation Limited
20	Carbin 85 WP	AP-54	Farm Chemical Corporation Limited
21	Diamal 57 EC	AP-55	Farm Chemical Corporation Limited
22	Detia Gas EXT	AP-56	Farm Chemical Corporation Limited
23	Dichlorvos 100 EC	AP-57	Farm Chemical Corporation Limited
24	Methyl Bromide 98	AP-57	Farm Chemical Corporation Limited
25	Malathion 57 EC	AP-68	BPI Limited
26	Curaterr 3G	AP-69	Bayer (Bangladesh) Limited
27	Dieldrin 20 EC	AP-73	Shell Company of Bangladesh Limited
28	Bidrin 24 WSC	AP-74	Shell Company of Bangladesh Limited
29	Malathion 57 EC	AP-78	Burmah Eastern Limited
30	Vapona	AP-79	Shell Company of Bangladesh Limited
31	Bidrin 85 WSC	AP-80	Shell Company of Bangladesh Limited
32	Dieldrin 50 WP	AP-82	Shell Company of Bangladesh Limited
33	Dieldrin 40 WP	AP-83	Shell Company of Bangladesh Limited
34	Furadan 3G	AP-85	FMC International S.A.

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
35	Actellic 2% Dust	AP-99	Bangladesh Manufacturers Limited
36	Quickphos	AP-102	Agrani Traders
37	Torque 550g/I	AP-115	International Services (BD) Limited
38	Ridan 3G	AP-131	Rupali Sangstha Limited
39	Bkzne 14G	AP-135	B. K. Traders
40	Aerocypermethrin 10 EC	AP-137	Liza Enterprise Limited
41	Karmex	AP-145	Beximco Agrochemicals Limited
42	Carbaryl 85 WP	AP-147	Shetu Corporation Limited
43	Agridan 3G	AP-154	Shetu Pesticides Limited
44	Tecto 2% Dust	AP-157	Alco Pharma Limited
45	Manex-II	AP-163	Shetu Corporation Limited
46	Phytox MZ 80	AP-164	Liza Enterprise Limited
47	Uniflow TM Sulphur	AP-167	Shetu Corporation Limited
48	Fenkil 20 EC	AP-169	Agrani Traders
49	Sunfuran 3G	AP-171	Shetu Corporation Limited
50	Hekthion 57 EC	AP-178	Farm Chemical Corporation Limited
51	Poligor 40 EC	AP-180	Farm Chemical Corporation Limited
52	Melbromid 98	AP-185	Horizon Trade Limited
53	Mebrom	AP-186	Bengal Wings Trade Limited
54	Agrine 85 WP	AP-187	Edgro (Private) Limited
55	Drawizon 60 EC	AP-190	Keeco Pesticides Limited
56	Gastoxin	AP-195	Bright Corporation
57	Cekomethrin 10 EC	AP-219	Premier Traders
58	Cythrln	AP-220	Bari & Company Limited
59	Cekuthoate 40 EC	AP-225	Premier Traders
60	Arifos 20 EC	AP-229	Bari & Company Limited
61	Malathion 57 EC	AP-230	Sabrina Trading Corporation
62	Cardan 5G	AP-234	Bari & Company Limited
63	Diazinon 14G	AP-236	Liza Enterprise Limited
64	Rizinon 60 EC	AP-239	Bari & Company Limited
65	Zincphosphide	AP-258	Liza Enterprise Limited
66	Davison Glyphosate	AP-266	Shete Pesticides Limited

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
67	Morestan 25 WP	AP-269	Beximco Agrochemicals Limited
68	Manzate 200	AP-301	Auto Equipment Limited
69	Dimecron 100 SL	AP-22&276	Novartis (Bangladesh) Limited
70	Pillarcron 100 SL	AP-148	Shetu Pesticides Limited
71	Benicron 100 WSC	AP-06	Sabrina Trading Corporation
72	DDVP 100 W/V	AP-03	ACI Formulations Limited
73	Chemo DDVP 100 EC	AP-245	Chemsfil Bangladesh Limited
74	DDVP 100 EC	AP-151	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
75	Nogos 100 EC	AP-26&274	Novartis (Bangladesh) Limited
76	Phosvit 100 EC	AP-56	Data Enterprises Limited
77	Daman 100 EC	AP-325	Petrochem (Bangladesh) Limited
78	Azodrin 40 WSC	AP-336	BASF Bangladesh Limited
79	Nuvacron 40 SL	AP-18&275	Novartis (Bangladesh) Limited
80	Megaphos 40 SL	AP-175	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
81	Phoskil 40 SL	AP-339	United Phosphorus (Bangladesh) Ltd
82	Kadette 40 WSC	AP-284	Bisco Pesticide & Chemical
83	Monophos 40 WSC	AP-328	Alpha Agro Limited
84	Monodrin 40 WSC	AP-07	Sabrina Trading Corporation
85	Corophos 40 SL	AP-342	Corbel International Limited
86	Luphos 40 SL	AP-388	ACI Formulations Limited
87	Amcodrin 40 SL	AP-340	Atherton Imbros Company Limited
88	Vitacron 40 SL	AP-341	Shetu Marketing Company
89	Monotaf 40 WSC	AP-331	Auto Equipment Limited
90	Tamaron 40 SL	AP-188	Haychem (Bangladesh) Limited
91	Folithion 50 EC	AP-32	Haychem (Bangladesh) Limited
92	Macuprax 65%	AP-65	Bayer CropScience Limited
93	Zithiol 57 EC	AP-126	Rhone Poulenc Bangladesh
94	Delapon Na-84	AP-66	Rhone Poulenc Bangladesh
95	Anthio 25 EC	AP-64	Rhone Poulenc Bangladesh
96	Zolone 35 EC	AP-67	Rhone Poulenc Bangladesh
97	Rentokill CC Type 75%	AP-221	Getco Limited
98	Paramount CC Type	AP-300	BD Associate and Company
99	Darsban 20 EC	PHP-5	Auto Equipment Limited

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
100	Darsban 20 EC	PHP-85	Auto Equipment Limited
101	Basudin 10G	AP-23	Syngenta Bangladesh Limited
102	Diazinon 60 EC	AP-24	Syngenta Bangladesh Limited
103	Mortin King Mosquito Coil	PHP-54	Reckitt Benckiser Bangladesh Limited
104	Mortin Mosquito Coil	PHP-101	Reckitt Benckiser Bangladesh Limited
105	Sarfium 56%	AP-689	Sar Trade Fertilizer Limited
106	Sicofen 20 EC	AP-624	Genetica
107	Cythrane 10 EC	AP-310	ACI Formulations Limited
108	Diazonyl T-60	AP-283	ACI Formulations Limited
109	Salmathion 57 EC	AP-1066	Agrimax Bangladesh Limited
110	Basamid Granular	AP-205	BASF Bangladesh Limited
111	Ducord 17 EC	AP-793	BASF Bangladesh Limited
112	Argold 10 EC	AP-409	BASF Bangladesh Limited
113	Dicofol 18.5 EC	AP-359	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
114	Carbaryl 85 WP	AP-150	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited
117	Anvil 5 SC	AP-472	Syngenta Bangladesh Limited
118	Ridomil Gold MZ 68 WG	AP-377	Syngenta Bangladesh Limited
119	Folio Gold 440 SC	AP-1133	Syngenta Bangladesh Limited
120	Dolma 5G	AP-1226	Syngenta Bangladesh Limited
121	Sonnet 50 SP	AP-1488	Syngenta Bangladesh Limited
122	Basudin 10GR	AP-532	Syngenta Bangladesh Limited
123	Ricon 60 EC	AP-533	Syngenta Bangladesh Limited
124	Paprika 50 EC	AP-1250	Syngenta Bangladesh Limited
125	Touchdown	AP-404	Syngenta Bangladesh Limited
126	Touchdown HiTech 500SL	AP-873	Syngenta Bangladesh Limited
127	Dual Gold 960 EC	AP-1111	Syngenta Bangladesh Limited
128	Lintur 70 WG	AP-633	Syngenta Bangladesh Limited
129	Koranda	AP-794	Auto Crop Care Limited
130	Seda 50 SP	AP-420	Auto Crop Care Limited

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
131	Lorsban 15G	AP-371	Auto Crop Care Limited
132	Autoguard 25 EC	AP-1147	Auto Crop Care Limited
133	Focus 50 SC	AP-828	Auto Crop Care Limited
134	Alert 50 EC	AP-648	Auto Crop Care Limited
135	Quinguard 25 EC	AP-1106	Auto Crop Care Limited
136	Fendor 5G	AP-279	Auto Crop Care Limited
137	Edfen 50 EC	AP-191	Sea Trade Fertilizer Limited
138	Malatox 57 EC	AP-286	Sea Trade Fertilizer Limited
139	Edthoate 50 EC	AP-307	Sea Trade Fertilizer Limited
140	Metasystox R 25 EC	AP-493	United Phosphorus (Bangladesh) Ltd
141	Sumithion 3% Dust	AP-156	Shetu Corporation Limited
142	Sumibas 75 EC	AP-255	Shetu Corporation Limited
143	Arozin 30 EC	AP-383	Bayer CropScience Limited
144	Basta SL 15	AP-265	Bayer CropScience Limited
145	Baycarb EC 500	AP-488	Bayer CropScience Limited
146	Curaterr 5G	AP-490	Bayer CropScience Limited
147	Cupravit 50 WP	AP-489	Bayer CropScience Limited
148	Hinosan EC 50	AP-491	Bayer CropScience Limited
149	Labaycid 50 EC	AP-492	Bayer CropScience Limited
150	Sunrice Super 315 EC	AP-1777	Bayer CropScience Limited
151	Benefiter 315 SC	AP-2105	Bayer CropScience Limited
152	Thiodan 35 EC	AP-1147	Bayer CropScience Limited
153	Fantush 300 EC	AP-2569	Asia Trade International
154	Ultima 40 WG	AP-2560	Mimpex Agrochemicals Limited
155	Abate 15 G	PHP-118	BASF Bangladesh Limited
156	Fendona 1.5 SC	PHP-84	BASF Bangladesh Limited
157	Edfen 50 EC	PHP-40	Sea Trade Fertilizer Limited
158	Coopex 25 WP	PHP-191	Bayer CropScience Limited
159	Sislin 2.5 EC	PHP-192	Bayer CropScience Limited
160	Crack down	PHP-193	Bayer CropScience Limited
161	Resigen 50 E	PHP-194	Bayer CropScience Limited
162	Resigned OS	PHP-196	Bayer CropScience Limited
163	Bilshot M 46.5 EC	AP-586	Pharma & Farm

SL	Trade name of Products	Registration Number	Name of Company
164	Pharzeb 80 WP	AP-784	Pharma & Farm
165	Phartap 50 SP	AP-605	Pharma & Farm
166	Cypercid 10 EC	AP-523	Pharma & Farm
167	Glyphar 41 SL	AP-896	Pharma & Farm
168	Topsin M 70 WP	AP-193	Data Enterprises Limited
169	Homai 80 WP	AP-179	Data Enterprises Limited
170	Padan 50 SP	AP-555	Data Enterprises Limited
171	Diazinon 14G	AP-554	Data Enterprises Limited
172	Diazinon 60 EC	AP-557	Data Enterprises Limited
173	Diazinon 90 ULVC	AP-560	Data Enterprises Limited
174	Trebon 10 EC	AP-161	Data Enterprises Limited
175	Bassa 50 EC	AP-142	Data Enterprises Limited
176	Elsan 50 EC	AP-556	Data Enterprises Limited
177	Elsan 92 ULVC	AP-558	Data Enterprises Limited
178	Vitavax 200B	AP-559	Pioneer Equipment & Chemical Co.
179	Pyriban 20 EC	AP-381	Agro Development Services Co. (Pvt) Ltd
180	Aimal 57 EC	AP-1136	Agro Development Services Co. (Pvt) Ltd
181	Asset	AP-364	Agrodev United
182	Padan 4 G	AP-372	Krishi Kallyan Limited
183	Diazinon 10GR	AP-385	Krishi Kallyan Limited
184	Limithion 57 EC	AP-264	ACI Formulations Limited
185	Knockout Liquid Insect Sprya	PHP-28	Shetu Pesticides Limited
186	Victor 1G	PHP-340	Shetu Pesticides Limited
187	Night Queen Mosquito Coil	PHP-46	Shetu Pesticides Limited
188	Sovathion 50 EC	AP-240	Shetu Pesticides Limited
189	Pillartex 50 EC	AP-414	Shetu Pesticides Limited
190	Kap 50 EC	AP-216	Shetu Pesticides Limited
191	Dipterex 80 SP	AP-561	United Phosphorus (Bangladesh) Ltd
192	Cekufon 80 SP	AP-257	Shetu Pesticides Limited
193	Palash 57 EC	AP-312	Petrochem (Bangladesh) Limited
194	Pounce 1.5G	AP-419	FMC Chemical International AG
195	Acekro 20 EC	AP-318	McDonald Bangladesh (Pvt) Limited

